সাংবাদিক নির্যাতন ২০০৯

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)

সাংবাদিক নির্যাতন ২০০৯

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)

www.pathagar.com

সম্পাদক ঃ

রুহুল আমিন গাজী

সম্পাদনা পরিষদ ঃ

শওকত মাহমুদ

এম এ আজিজ

কামাল উদ্দিন সবুজ

আব্দুস শহিদ

মুহাম্মদ বাকের হোসাইন

জাহাঙ্গির ফিরোজ

রফিক হাসান

প্রকাশ কাল ঃ

এপ্রিল ২০১০

প্রকাশনায় ঃ

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)

জাতীয় প্রেস ক্লাব

১৮, তোপখানা রোড

ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

সূচি পত্র

১। সম্পাদকের কথা ৪-৫
২। সাংবাদিক নির্যাতনের চিত্র *(জাহেদ চৌধুরী)* ৬-৩৬
৩। অধিকার এর বার্ষিক প্রতিবেদন ৩৭-৪০
৪। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) রিপোর্ট ৪১-৪৪
৫। সাংবাদিক নির্যাতন চিত্র ২০০৯ *(কবিতা কথা)* ৪৫-৫৩
৬। রোষানলে সাংবাদিক *(আলাউদ্দিন আরিফ)* ৫৪-৬১
৭। অসহায় দক্ষিণ-পশ্চিমের সাংবাদিকরা *(আহসান কবীর)* ৬২-৬৩
৮। প্রথম আলোর তদন্ত রিপোর্ট ৬৪-৬৬
৯। পটুয়াখালি ও বরগুনায় সাংবাদিক নির্যাতন ৬৭-৭০
১০। খুলনায় সাংবাদিকদের ওপর ডিজিটাল সন্ত্রাসের নমুনা *(এইচ এম আলাউদ্দিন)* ৭১
১১। প্রেস ক্লাব দখলের ঘটনা ৭২-৭৯
১২। জাতীয় প্রেসক্লাবে বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ ৮০-৯০
১৩। সাংবাদিকতার জন্য অশনি সংকেত *(এবিএম মূসা)* ৯১-৯৬
১৪। গণমাধ্যমকে একটু সম্ভ্রম দেখান *(আতাউস সামাদ)* ৯৭-১০১
১৫। আবার সাংবাদিক নির্যাতন! *(মতিউর রহমান)* ১০২-১০৬
১৬। সরকারি দলের ক্যাডাররা পিটিয়েছে হালুয়াঘাটের ২ সাংবাদিককে ১০৭-১১১
১৭। রংপুরে ২৪ ঘন্টায় তিন সাংবাদিককে হত্যার হুমকি ১১১-১১২
১৮। কয়েকটি সম্পাদকীয় ১১৩-১২১
১৯। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ মাধ্যমকে সরকার প্রধান বাধা হিসেবে ধরে নিয়েছেন- *(মাহমুদুর রহমান)* ১২২-১২৮
২০। সাংবাদিকদের ওপর নেমে এসেছে নির্যাতনের ভয়াবহ ষ্টিম রোলার *(নুরুল কবীর)* ১২৯-১৩৩
২১। নির্যাতিত সাংবাদিক এম আবদুল্লাহ ১৩৩-১৩৫
২২। Editor's Note ১৩৯-১৪১
২৩। Repression on Journalists *(Zahed Chowhdury)* ১৪২-১৫০
২৪। Month-wise Picture ১৫১-১৬৮
২৫। ODHIKAR report ১৬৯-১৭৯
২৬। Massive Rally at Jatiya Press Club ১৮০-১৯৩
২৭। Red Signal for Journalism *(ABM Musa)* ১৯৪-২০১
২৮। Journalist Torture Again! *(Motiur Rahman)* ২০২-২০৮
২৯। A Few Editorials ২০৯-২২০
৩০। AHRC Report ২২১-২২৪
৩১। Ruling party MP ২২৫-২২৬
৩২। ক্যামেরার চোখে সাংবাদিক নির্যাতন এবং সংবাদ চিত্র ২২৭-২৪০

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

গণতন্ত্রের মূলকথা হচ্ছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও পরমত সহিষ্ণুতা। এই নিরিখে বাংলাদেশে এখনও গণতন্ত্র শক্ত মাটির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। বরং গণতন্ত্র চর্চার পথ বারবার রুদ্ধ হয়েছে। ফলে দেশের গণমাধ্যমগুলো হুমকির মধ্যে পড়ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একটি শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল এ দেশের মানুষ। সেই স্বপ্ন ধূলোয় গুড়িয়ে দিয়ে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। এ সময় মাত্র চারটি পত্রিকা সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে কয়েক হাজার সাংবাদিক চাকরিচ্যুত হয়।

১৯৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর আবার বহুদলীয় গণতন্ত্র যাত্রা শুরু করে। 'দেশে শত ফুল ফুটতে দাও' নীতিতে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। একটি সমাজে গণতন্ত্র কতটা দৃঢ়মূল তা নির্ভর করে সেই দেশের সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকরা মত প্রকাশে কতটা স্বাধীন তার ওপর। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার দিকে দৃষ্টি ফেরালে আঁতকে উঠতে হয়। এখানে প্রতিনিয়ত ঘটছে সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা। সাংবাদিকরা অধিকাংশ সময় নির্যাতিত হয় মক্ষতাসীন সরকার ও সরকারী দলের নেতা-কর্মী, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, এবং তাদের আশ্রিত সাঙ্গো-পাঙ্গো ও সন্ত্রাসীদের হাতে।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে ১৫ মাস হলো। এই সময়ে সারা দেশে সহস্রাধিক সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। নিহত হয়েছে ৪ জন সাংবাদিক। হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে কয়েক শত সাংবাদিককে। দেশের বিভিন্ন স্থানে দৈনিক পত্রিকা পুড়িয়েছে আ'লীগ নেতা-কর্মীরা তাদের দুর্নীতির খবর প্রকাশ করার দায়ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র ও জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক এলাহী চৌধুরীর দুর্নীতির খবর প্রকাশ করায় আমার দেশ সম্পাদকের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে মামলা করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, আমার দেশ সম্পাদককে হত্যার উদ্দেশ্যে তার ওপর দেশে-বিদেশে হামলা চালানো হয়। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের ওপরেও হামলা চালানো হয়। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হয়রানি মূলক মামলা দায়ের করেছে আ'লীগের নেতা-কর্মীরা। উপরুন্তু সাংবাদিকদের পরিবার-পরিজনও নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি। সন্ত্রাসীদের হুমকি ধমকিতে দেশের বিভিন্ন স্থানের সাংবাদিকরা রাতে নিজ বাসস্থানে থাকার সাহস করে না। মৃত্যু হুমকি থেকে বাঁচতে অনেকেই ঢাকায় পালিয়ে এসেছে ।

আমরা লক্ষ্য করেছি, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা। সদ্য স্বাধীন দেশে সাংবাদিকরা যখন ক্ষমতাসীন দলের ভুল ক্রটি এবং তাদের লুটপাটের খবর প্রকাশ মধ্যদিয়ে একটি সুষ্ঠু সমাজ গঠনে সরকারকে সহায়তা দিতে এগিয়ে আসে। ক্ষমতাসীন সরকার সাংবাদিকদের তুলে ধরা ঘটনা থেকে নিজেদের সংশোধন না করে উল্টো সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেয়। এরই প্রতিফলন ঘটে মাত্র চারটি পত্রিকা সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখে বাদবাকী পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ার মধ্য দিয়ে। এই দলটি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে থেকে ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতার মসনদে বসে। ক্ষমতাসীন হয়েই আ'লীগ সরকার প্রতিপক্ষ হিসেবে সাংবাদিকদের সনাক্ত করে এবং দৈনিক বাংলা,

www.pathagar.com

বাংলাদেশ টাইমস, বিচিত্রা ও আনন্দ বিচিত্রা-এই চারটি সংবাদ পত্র বন্ধ করে দেয়। এতে সাংবাদিকসহ প্রায় ছয় শত সংবাদকর্মী বেকার ও সংশ্লিষ্ট সহস্রাধিক পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে।

এবার ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে সেনা সমর্থিত জরুরী সরকারের অধীনে নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠন করে। ক্ষমতায় এসেই ক্ষমতাসীন দলের প্রধানমন্ত্রী আবারও সাংবাদিকদের প্রতিপক্ষ এবং নিজের নিরাপত্তার হুমকি মনে করলেন। অথচ নির্বাচনের আগে তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছিলেন দলের নির্বাচনী ইশতেহারে। বিষয়টি সরকার প্রধান বেমালুম ভুলে গেছেন। নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য তবে কি তিনি ঐ কথা বলে ধোকা দিয়েছিলেন?

২০০৮ এর ডিসেম্বরে ক্ষমতাসীন হয়ে এক বছরের মাথায় আ'লীগ সরকার তাঁর অতীতের সকল দমন নীতিকে অতিক্রম করে রেকর্ড করেছেন।

আমরা দেখেছি, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিন দেশের কোন না কোন এলাকায় সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পরপরই দেশে বেড়েছে চাঁদাবাজি, রাহাজানি, টেন্ডারবাজি, দস্যুতা ও অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা।

খাল, বিল, নদী-সহ খাসজমি দখল এবং নারীর সম্ভ্রম হরণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সব সংবাদ জনসম্মুখে প্রকাশ করে সরকারের চেহারা উম্মোচিত করেছে সাংবাদিকরা। এ কারণে সরকার ফ্যাসিষ্ট কায়দায় সাংবাদিকদের মুখ বন্ধ করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সাংবাদিকরা যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে সেই লক্ষ্যে সরকার আশ্রিত সাংবাদিকদের লেলিয়ে দিচ্ছে বস্তুনিষ্ট সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে। এই মতলব হাসিলের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী ও আশ্রিত সাংবাদিক দিয়ে প্রেসক্লাব দখল শুরু করেছে।

ক্ষমতাসীন সরকারের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, এমপি এবং দলীয় নেতা কর্মীরা যেভাবে সাংবাদিক নির্যাতন শুরু করেছে তা থেকে নিস্কৃতির একমাত্র পথ হচ্ছে দেশের সকল সাংবাদিককে অস্তিত্ব রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই নির্যাতন হুমকি ধমকির মধ্যে থেকেও সত্য ঘটনা তুলে ধরে জনমত তৈরিতে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে গণতন্ত্রে জনগণই সকল শক্তির উৎস। এই উৎসের ধারা যেন রুদ্ধ না হয়ে পরে সেই লক্ষ্যে সাংবাদিককে কলম সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে।

আমরা বিএফইউজে'র পক্ষ থেকে সাংবাদিক নির্যাতন ২০০৯ প্রকাশ করছি এ কারণে যে সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনাসমূহ এই সংকলনে লিপিবদ্ধ থাকবে। এগুলো আগামী দিনের সাংবাদিকদের পথ চলতে সহায়তা এবং নিজেদের শক্তি সংহত করতে সাহায্য করবে।

www.pathagar.com

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাংবাদিক নির্যাতনের চিত্র

জাহেদ চৌধুরী

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ তথা মহাজোট সরকার ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে গত মার্চ পর্যন্ত সাড়ে ১৪ মাসে বাংলাদেশে কমপক্ষে ৪ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। হামলা, মামলা, নির্যাতন ও হয়রানির শিকার আরও সহস্রাধিক সাংবাদিকের তালিকা আমাদের হাতে পৌঁছেছে। আহত হয়েছেন বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক। বহু সাংবাদিক এখন আসামীর কাঠগড়ায়। সরকারী দল আশ্রিত সন্ত্রাসীদের হুমকি ও মামলার হুলিয়া মাথায় নিয়ে কাজ করছেন অনেকে।

গত ১৪ মাসে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা ও নির্যাতনের খবর পাওয়া গেছে। নানাভাবে হুমকি দেয়া হয়েছে আরও শতাধিক সাংবাদিককে। এছাড়াও পত্রিকা বিলি করতে না দেয়া, পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ, এজেন্টদের দোকানে অগ্নিসংযোগ হয়েছে অনেক। সরকারি দলের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি অতিউৎসাহী পুলিশ সদস্যরাও এর থেকে পিছিয়ে নেই। তারা নিজেরাই বাদী খুঁজে এনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করাচ্ছেন।

হত্যাকাণ্ডের শিকার যারা হয়েছেন তারা হলেন- ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় এনটিভির ভিডিও এডিটর আতিকুল ইসলাম আতিক, জুলাই মাসে ঢাকার পাক্ষিক মুক্তমন-এর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল ইসলাম ওরফে রানা, আগস্ট মাসে গাজীপুর জেলায় ঢাকার সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক সময়-এর নির্বাহী সম্পাদক এম এম আহসান হাবিব বারী, ডিসেম্বরে রূপগঞ্জে দৈনিক ইনকিলাব সংবাদদাতা ও রূপগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহসভাপতি আবুল হাসান আসিফ। এ ৪টি হত্যাকাণ্ডই ঘটেছে ঢাকা বিভাগের অধীনে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনজন সম্পাদক সরাসরি হামলা হুমকির শিকার হয়েছেন। আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের ওপর গত এক বছরে কয়েক দফায় সরাসরি হামলা হয়েছে। হুমকি দেয়া হয়েছে নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর ও আমাদের সময় সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম

www.pathagar.com

খানকে।

দেশজুড়ে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকার দলীয় মন্ত্রী, এমপি ও ক্যাডারদের ফ্যাসীবাদী আক্রমণ চলছে। সরকারি দলের প্রভাবশালী ও ক্যাডারদের রোষানলে পড়ে অনেক সাংবাদিক এখন ঘরবাড়ি ছাড়া। কেউ কেউ জেল খাটছেন। কেউ আবার পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন।

দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় গ্যাস কম্প্রেসার স্থাপনের জন্য ৩৭০ কোটি টাকার কাজ বিনা টেন্ডারে দেয়া এবং এ জন্য প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা ড. তৌফিক এলাহী ও প্রধানমন্ত্রীপুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের ৫ মিলিয়ন ডলার ঘুষ নেয়ার অভিযোগের খবর প্রকাশে মন্ত্রীদের সরাসরি দেখে নেয়ার হুমকির পর সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের ওপর সরাসরি হামলা হয়েছে।

সরকার দলীয় লোকেরা দেশের বিভিন্ন জেলায় ২৫ টি হয়রানিমুলক মামলা দেয় সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয় আমার দেশ সম্পাদক যাতে হাইকোর্ট থেকে জামিন না পান সে জন্য নজিরবিহীনভাবে অ্যাটর্নি জেনারেলকে দিয়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলে। এভাবে বহু সাংবাদিক হয়রানিমুলক মামলায় জড়িয়ে হুলিয়া মাথায় নিয়ে আতংক ও ভীতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

আমার দেশ সম্পাদককে হয়রানি করার জন্য বিদেশ যেতেও বাধা দেয়া হয়। পরে হাইকোর্ট তাকে বিদেশ যেতে বাধা না দেয়ার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেয়।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে মাসুম পরিচয়দানকারী এক ব্যক্তি মোবাইল ফোনে হত্যার হুমকি দিয়েছে। হুমকি প্রদানকারী মাসুম নূরুল কবীরকে অবিলম্বে সন্ত্রাসবাদ এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে কথা বলা ও লেখালেখি বন্ধ করতে বলে। অন্যথায় তাঁর পরিবারসহ তাঁকে ভয়ানক পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুমকি দেয়। আমাদের সময় পত্রিকার সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খানকেও হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি দলের সর্বাধিক রোষানলে পড়েছে দৈনিক আমার দেশের সাংবাদিকরা। শুধু আমার দেশই নয় প্রথম আলো, সমকাল, যুগান্তর, নয়াদিগন্ত, মানবজমিন, নিউ এজ, ডেইলি স্টার, জনকণ্ঠ, সংবাদ, ইন্ডিপেনডেন্ট, যায়যায়দিন, ভোরের কাগজসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার সাংবাদিকরা কম বেশি হামলা, মামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। চ্যানেল ওয়ান, চ্যানেল আই, এনটিভি, এটিএনবাংলা, দিগন্ত টিভিসহ

www.pathagar.com

বিভিন্ন চ্যানেলের সাংবাদিকরাও বিভিন্ন স্থানে হামলার শিকার হয়েছেন। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রকাশিত আঞ্চলিক পত্রিকার সাংবাদিকরা এ সময়ে হামলা-মামলা ও নির্যাতনের শিকার হন।

অনুসন্ধানে জানা যায় এ সময়কালে নির্যাতনের শতাধিক ও মামলার আরও শতাধিক বড় ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া পত্রিকা বিলি করতে না দেওয়া, পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ, এজেন্টদের দোকানে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে অনেক। সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি পুলিশ সদস্যরাও এর থেকে পিছিয়ে নেই। তারা নিজেরাই বাদী খুঁজে এনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করাচ্ছে বলে বেশ কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, সরকার ও সরকারি দলের নেতাদের দুর্নীতি, টেন্ডারবাজী, সন্ত্রাস, লুটপাট, দখল এবং বাড়াবাড়ির বিষয়ে সংবাদপত্রগুলোতে খবর ছাপা হলেই নির্যাতনকারীরা সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ওপর রোষের আগুন ছড়ান। হামলা মামলা নির্যাতনের পথ বেছে নেন। নির্যাতনকারীরা মূলত ক্ষমতাসীন দলের লোক। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রোষানলে পড়া সাংবাদিকদের পত্রিকাগুলো একই চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করে না। অথচ ছাত্রলীগ-যুবলীগ ক্যাডাররা একইসঙ্গে এসব পত্রিকার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছে। তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, তারা নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ হলেই সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে।

এমন ঘটনাও ঘটেছে নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে-এই অনুমান থেকে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিবির কর্মীকে পেটানোর ছবি তোলা ও সংবাদ সংগ্রহের সময় ১০ জন সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করেছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। বিভিন্ন মতাদর্শের সাংবাদিকরা কেউই ছাত্রলীগের এই হামলা থেকে রেহাই পাননি।

এসব অসহিষ্ণুতাই হচ্ছে আওয়ামী রাজনীতির বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের প্রধান অভিযোগ। এ ধরনের অসহিষ্ণুতার দায়ে আওয়ামী লীগকে একাধিকবার কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। তারপরও এই আচরণগত ত্রুটি থেকে দলটি মুক্ত হতে পারেনি।

আওয়ামী লীগের সাংবাদিক নির্যাতন নতুন কিছু নয়। ইতোপূর্বেও আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে সংবাদপত্রের উপর ফ্যাসিবাদী আক্রমণ নেমে আসে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিণ-

www.pathagar.com

পশ্চিমাঞ্চলে ১০ সাংবাদিক খুন হন এবং বহু সাংবাদিক হামলা ও নির্যাতনের শিকার হন। এর আগে ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বাকশাল কায়েমের সময় ৪টি সংবাদপত্র ছাড়া সব পত্রিকা বন্ধ করে হাজার হাজার সাংবাদিককে বেকার করা হয়।

২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পরই আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা সাংবাদিকের উপর নির্যাতন শুরু করে। নির্বাচনের এক দিন পরই ৩১ ডিসেম্বর যশোর থেকে প্রকাশিত গ্রামের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ফয়সাল হোসেনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে সন্ত্রাসীরা। এই ঘটনায় থানায় মামলা হলেও আসামিরা প্রকাশ্যে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে জানুয়ারিতে বোমা হামলা চালানো হয় এনটিভি, ইউএনবি ও লোকসমাজের (যশোর থেকে প্রকাশিত) বেনাপোল প্রতিনিধি মিলনের অফিসে। আতঙ্কে লোকসমাজ থেকে ইস্তফা দেন মহসিন মিলন। এছাড়া উল্লিখিত মাসেই চ্যানেল ওয়ানের বেনাপোল প্রতিনিধি মশিউর রহমানকে প্রকাশ্যে মারধর করে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়।

যশোর জেনারেল হাসপাতাল গেটে বহু লোকের সামনে অবৈধ রক্ত ব্যবসায়ীরা পিটিয়ে আহত করে স্থানীয় পত্রিকা লোকসমাজের স্বাস্থ্য বিষয়ক রিপোর্টার বি এম আসাদকে। এই ঘটনায় মামলা হলেও কোনো আসামি আটক করেনি পুলিশ। উপরন্তু আসামিরা থানায় হাজির হয়ে মিথ্যা মামলা করেছে সাংবাদিক আসাদের বিরুদ্ধে।

রাজশাহীর জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, যাকে জানুয়ারি মাসেই দু'বার হত্যার হুমকি প্রদান করে বাংলা ভাইয়ের অনুসারীরা। রূপগঞ্জে অব্যাহতভাবে মাদকসহ বিভিন্ন অপকর্মের সংবাদ প্রকাশ করায় স্থানীয় সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে মাদক সন্ত্রাসীরা। ফলে জেলার ২৫ সাংবাদিক বর্তমানে চরমভাবে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন।

সিলেটে সংগ্রাম সিংহকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নির্যাতন চালায়। পুঠিয়ায় ত্রিমোহনীতে এনএনবি-এর সাংবাদিককে বেধড়ক পিটিয়েছেন পুঠিয়া পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক। ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে হামলা চালানো হয় দৈনিক সমকালের গফরগাঁও প্রতিনিধি আল আমিন বিপ্লবের ওপর।

একই দিন দুপুরে গফরগাঁওয়ের মাইজবাড়ি রোডে স্থানীয় আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি গিয়াসউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বিপ্লবের কথা কাটাকাটি হয়।

www.pathagar.com

সন্ধ্যায় বিপ্লব স্থানীয় গণি কম্পিউটারে বসে রিপোর্ট লেখার সময় ছাত্রলীগ-যুবলীগের কয়েকজন ক্যাডার তার ওপর হামলা করে। বিপ্লবকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করা হয়। তাকে পঙ্গুত্ব বরণ করে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিতে হয়। এ ঘটনায় ২৩ সাংবাদিক জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে গফরগাঁও থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন।

খুলনার কয়রা উপজেলা প্রেসক্লাবে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। সংবাদ প্রকাশের জের ধরে এ ঘটনা ঘটায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের একাংশ। এছাড়া খুলনা জেলা কৃষক লীগের সভাপতি অপর এক ঘটনায় একই কারণে একসাথে ১২ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দুটি মানহানির মামলা দায়ের করেন।

'রাজশাহী শহরে সাংবাদিকতা করতে হলে এসআই কামরুজ্জামানকে চিনতেই হবে। যদি না চিনে থাকেন তাহলে আপনি সাংবাদিকই না'- এই দম্ভোক্তি করে দৈনিক ভোরের কাগজের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধির আইডেন্টিটি কার্ড ছিঁড়ে ফেলেছেন মহানগর রাজপাড়া থানার এসআই কামরুজ্জামান। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা এটি।

সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ১৭ দিনের ব্যবধানে ফরিদপুরে ৮ সাংবাদিকের নামে চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে এ বছর জুলাই মাসে। ওই মামলায় ১৫ জনকে আসামি করা হলেও এর মধ্যে নয়া দিগন্ত পত্রিকার বোয়ালমারী প্রতিনিধি নাজমুল হক, ইত্তেফাক প্রতিনিধি রিজাউল হক, ডেসটিনি প্রতিনিধি আমিরুল চৌধুরী ও স্থানীয় সাপ্তাহিক আল-হেলাল পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এনামুল হক, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রফিকুল হক ও রিপোর্টার মনোয়ার হোসেনও রয়েছেন।

৫ জুলাই দৈনিক ইনকিলাবের ফরিদপুর সংবাদদাতা বকাউলের নামে কোতোয়ালি থানায় একটি চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া ১৯ জুলাই প্রথম আলোর ভাঙ্গা প্রতিনিধি অজয় দাস ও যুগান্তরের ভাঙ্গা প্রতিনিধি আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেন স্বয়ং উপজেলার এক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান।

উল্লিখিত মাসে নওগাঁয় চাঁদাবাজির মামলায় এটিএন বাংলার সাংবাদিক ও রানীনগর মহিলা কলেজের প্রদর্শক রায়হান আলম, তার সহযোগী রফিকুল ইসলাম, জেমস ও তোতাসহ প্রত্যেক আসামির ৭ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান

www.pathagar.com

করা হয়। ঘটনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো কারণ উল্লেখ নেই।

আগস্ট মাসে একটি জাতীয় দৈনিকে গলাচিপায় নদী দখল করে মার্কেট করা সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। ওই রিপোর্ট প্রকাশের পর স্থানীয় এমপির অনুসারীরা রিপোর্টারকে নানাভাবে হয়রানি করেছে। তারা রিপোর্টারের নামে চাঁদাবাজির মিথ্যা মামলাসহ পরে আরও দুটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে- যার একটি ধর্ষণের, অন্যটি প্রতারণার। তারপরও পুলিশ সেই রিপোর্টারের বাসায় হানা দিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক এখন সপরিবারে এলাকা ছাড়া। এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় সেখানে আরও কয়েকজন সাংবাদিককে ক্ষমতাসীনদের অনুসারীরা লাঞ্ছিত করে।

পুলিশ লাঞ্ছিত সাংবাদিকদের উদ্ধার করলেও নিরাপত্তা দিতে অপারগতা জানায়। এসব ঘটনার আগেও চুয়াডাঙ্গা, যশোর ও রাজশাহীতে সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আর সবগুলো নির্যাতনের ঘটনায় অভিযোগের আঙুল মতাসীনদের বিরুদ্ধে। মহাজোট সরকারের ৮ মাসে মোট ১৫ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হন কেবল দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে।

'র‍্যাবের বিরুদ্ধে সাংবাদিক নির্যাতনের অভিযোগ'- ২৩ অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোর একটি সংবাদ শিরোনাম। আগের দিন অর্থাৎ ২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকালে র‍্যাব-১০-এর সদস্যরা সাদা পোশাকে ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ-এর স্টাফ রিপোর্টার এফ এম মাসুমের যাত্রাবাড়ীর ভাড়া বাসায় যান। তারা দরজা খোলার জন্য ডাকাডাকি করতে থাকেন।

দরজা খুলতে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় র‍্যাবের সদস্য ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আনিসুর রহমান ভাড়াটে মাসুমকে আটকের পর বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেন। মাসুম নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে নির্যাতন বন্ধ করার অনুরোধ করলে র‍্যাবের সদস্যরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

একপর্যায়ে ঘরের মধ্যে হাত-পা ও চোখ বেঁধে মাসুমকে পেটানো হয়। তার ঘরে মাদকদ্রব্য রেখে তা ভিডিওতে ধারণ করা এবং মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে অভিযুক্ত করার পর পত্রিকার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে রাত সাড়ে ১০টায় তিনি ছাড়া পান।

আটক-নির্যাতন র‍্যাবের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের সাম্প্রতিক নজির। এফ এম মাসুমকে যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার সাংবাদিকতার পরিচয় সম্পর্কে সজ্ঞান হয়েই তাকে নিপীড়ন করা হয়েছে, তা ভাবা অমূলক নয়। তাকে সবার সামনে প্রহার করে তার ঘরে মাদকদ্রব্য রেখে তা ভিডিওতে ধারণ করা এবং মাদক

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী হিসেবে অভিযুক্ত করার মতো কাজ যে কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা করতে পারে, এটা অভাবনীয়।

কিন্তু এই অভাবনীয় অমানবিক কাজই করা হয়েছে। নির্যাতিত এই সাংবাদিকের অভিযোগ মামলা হিসেবে নেয়নি পুলিশ।

নভেম্বর ৬ তারিখে প্রথম আলো, সমকাল ও মানবজমিন বাঞ্ছারামপুর প্রতিনিধি মাদকের ব্যবসা সংক্রান্ত খবর সংগ্রহ করতে গেলে উপজেলা আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক মোঃ মমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে যুবলীগ ও মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের ওপর হামলা চালায় এবং স্থানীয় একটি দোকানে এক ঘণ্টা আটকে রাখে।

পরে মাদক বিক্রেতা ও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ লেখা যাবে না উল্লেখ করে মুচলেকা লিখিয়ে সাংবাদিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় সাংবাদিকরা বাঞ্ছারামপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা করেন।

১২ নভেম্বর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়- 'লালমনিরহাট শহরের মিশন মোড় চত্বরে ছাত্রলীগ-যুবলীগ নামধারী একদল যুবক বুধবার সন্ধ্যায় দৈনিক যুগান্তর ও আমার দেশসহ কয়েকটি পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করেছে।' এসব পত্রিকায় তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে বলে তাদের দাবি। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে প্রাণভয়ে লালমনিরহাট ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কয়েকজন সাংবাদিক। তাদের পরিবারে বিরাজ করছে চরম উৎকণ্ঠা।

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা এবং বিভিন্ন মহল থেকে নানা প্রকার হুমকির প্রতিবাদে ঈশ্বরদী প্রেসক্লাবে তিনদিনব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। চরফ্যাশনে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে র‍্যালি, মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। ঠাকুরগাঁওয়ে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গলাচিপায় সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুবদল বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। ক্ষমতাসিন মহাজোট সরকার সমর্থিত বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ জন সাংবাদিক নির্যাতন এবং সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব বাতিলের হুমকির শিকার হয়েছেন। এসব ঘটনার প্রায় সবগুলোর সাথেই

www.pathagar.com

বর্তমান শাসকদল সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ জড়িত ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসনও দায়ি ছিলেন। ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ছাত্রলীগের যেসব নেতাকর্মীরা প্রথমবার সাংবাদিককের ওপর হামলা চালিয়েছে পরের ঘটনাগুলোতে ওইসব নেতারাই জড়িত ছিলেন। সংগঠনের ইমেজ ধরে রাখতে লোক দেখানোর জন্য ওইসব নেতাকর্মীদের দল থেকে সাময়িকভাবে বহিস্কার করা হলেও তারাই বিভিন্ন সময় দলের নেতৃত্ব দিয়েছে। তাছাড়া বর্তমান প্রশাসনের সাংবাদিক দমনের বাকশালী সিদ্ধান্তে প্রায় অর্ধশতাধিক সাংবাদিক বাস্তুহারা হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রশাসন সাংবাদিকদের সাথে বিমাতাসূলভ আচরণ করেছে।

মাসওয়ারি সাংবাদিক নির্যাতনের তথ্যঃ

সারাদেশে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১০ পর্যন্ত সাংবাদিক নির্যাতনের মাসওয়ারি ঘটনা, নির্যাতিত সাংবাদিক ও নির্যাতনের ধরন নিম্নে তুলে ধরা হলো-

জানুয়ারি ২০০৯ ঃ ঘটনা কমপক্ষে ১০টি, শিকার ১৮ জন সাংবাদিক। এর মধ্যে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় ৫ জনকে, বিভিন্ন হুমকির শিকার হন ১১ জন, ১ জন হামলার শিকার। সিলেটে অপহরণের পর যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার সংগ্রাম সিংহকে নির্যাতন করা হয় এ সময়। ৯ জানুয়ারি বোমা হামলা করা হয় দৈনিক ইনকিলাব, এনটিভি ও ইউএনবি ও লোকসমাজের বেনাপোল প্রতিনিধি মহসিন মিলনের অফিসে। আতঙ্কে লোকসমাজ থেকে ইস্তফা দেন মহসিন মিলন।

১৫ জানুয়ারি চ্যানেল ওয়ানের বেনাপোল প্রতিনিধি কাজী শাজাহান সবুজ ও ইসলামী টিভির বেনাপোল প্রতিনিধি মশিউর রহমানকে মারপিট করা হয়।

ক্ষমতাসিন মহাজোট সরকার সমর্থিত বর্তমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ক্যাডার কর্তৃক ফোকলোর বিভাগের শিক্ষক লাঞ্ছিতের ছবি ও সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে তাদের হামলার শিকার হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত তিন সাংবাদিক সায়েম সাবু (দৈনিক যুগান্তর), আকন্দ মোহাম্মদ জাহিদ (দৈনিক নিউজ টুডে) এবং আসাদুর রহমান (ফোকাস বাংলা)। সাংবাদিকদের ওপর হামলাকারী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কারসহ তিন দফা দাবিতে ভারপ্রাপ্ত

www.pathagar.com

উপাচার্যকে স্মারকলিপি দিলেও আজও তার কোন বিচার হয়নি।

৩১ জানুয়ারী ২০০৯ অনুমতিপত্র প্রদর্শনের পরও জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি ও হাউজ কমিটির সভার সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সংসদ ভবনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ডেপুটি সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস্ আসাদুল্লাহ চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, জাতীয় সংসদের স্পীকারের বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী, জাতীয় সংসদ অধিবেশনে না থাকলে কোন সাংবাদিক সংসদ ভবনে প্রবেশের অনুমতি পাবেন না।

ফেব্রুয়ারি ঃ ১৬টি ঘটনায় ৩০ জন সাংবাদিক নির্যাতিত হন এ মাসে। সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন এনটিভির ভিডিও এডিটর আতিকুল ইসলাম আতিক। ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থল মগবাজারের কাছে ঘটে ঘটনাটি। পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে বাসায় ফেরার পথে ছিনতাইকারীরা তার মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে ঘটায় সেই মর্মান্তিক ঘটনা। এছাড়া হত্যার হুমকি দেওয়া হয় ৪ জনকে, বিভিন্নভাবে হামলা অথবা হুমকির শিকার ১৯ জন, ১ জনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা মামলা করা হয় এবং ২ জন মিথ্যা অপহরণ মামলার শিকার হন, অপহরণ করা হয় ১ জনকে, লাঞ্ছনার শিকার হন ২ জন সাংবাদিক।

২ ফেব্রুয়ারী দৈনিক আমার দেশের মাদারগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি হুমায়ুন কবীরকে আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের ক্যাডাররা মারধর করে তার মোটর সাইকেল নিয়ে যায়। পরে মোটর সাইকেল ফেরত দেয়। জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলার প্রথম আলো প্রতিনিধি মুন্সী শফিকুল ইসলামকে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ক্যাডাররা কতিপয় সাংবাদিকদের সামনে মারধর করে।

৭ ফেব্রুয়ারি যশোরের শার্শায় নয়াদিগন্ত প্রতিনিধি আবদুল মান্নানের ওপর হামলা করে শাসক দলের সন্ত্রাসীরা। মানবজমিন প্রতিনিধি আব্দুর রাজ্জাককে ফেব্রুয়ারী মাসেই মারধর করে সরকার দলীয় ক্যাডাররা।

১৮ ফেব্রুয়ারি বহু লোকের সামনে যশোর জেনারেল হাসপাতাল গেটে সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে আহত করে স্থানীয় পত্রিকা লোকসমাজের স্টাফ রিপোর্টার বিএম আসাদকে। এই মামলার আসামিদের পুলিশ আটক করেনি। উপরন্তু আসামিরা থানায় হাজির হয়ে মিথ্যা মামলা করেছে সাংবাদিক আসাদের বিরুদ্ধে। ফেব্রুয়ারি মাসে পুঠিয়া পৌর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আবদুল মালেক বার্তা সংস্থা এনএনবি'র ক্রাইম রিপোর্টার এবিএম সাইদুর রহমান নাজুকে পুঠিয়ায় মারধর করে তার মোবাইল ভেঙে দেয় এবং প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

বেশকিছু কাগজপত্র নষ্ট করে।

মার্চ ঃ এ মাসে কমপক্ষে ১৭ জন সাংবাদিক ১৩টি ঘটনায় নির্যাতনের শিকার হন। বিভিন্নভাবে হামলার শিকার ও আহত হন ১২ জন সাংবাদিক, হত্যার হুমকি দেওয়া হয় ১ জনকে, লাঞ্ছিত হন ২ জন, হুমকির শিকার ১ জন ও মিথ্যা মামলার শিকার হন ১ জন। ১৩ মার্চ ধনবাড়ি উপজেলার দৈনিক বাংলা বাজার প্রতিনিধি আনসার আলীকে সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা মারধর করে।

১৬ মার্চ টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার দৈনিক ইত্তেফাক সংবাদদাতা অধ্যাপক জয়নাল আবেদীনকে পৌর শহরে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে যুবলীগের সন্ত্রাসীরা।

এপ্রিল ঃ ঘটনা ৯, শিকার ১৯ জন। হামলার শিকার হন ৭ জন, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় ৫ জনকে, ছাত্রলীগের হিটলিস্টে থাকা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ সাংবাদিককে হুমকি প্রদান করা হয়। কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে সংবাদ প্রতিনিধির বাড়ি দখলের হুমকি প্রদান করেন একটি প্রভাবশালী পরিবারের সন্ত্রাসীরা ও চট্টগ্রামে সিএমপির খুলশী থানা ওসি এনায়েত কবিরের অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপারে অভিযোগ করায় ১ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে জিডি করেন ওসি।

১১ এপ্রিল ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে হামলা চালানো হয় দৈনিক সমকালের গফরগাঁও প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল আমিন বিপ্লবের উপর। ওই দিন দুপুরে গফরগাঁওয়ের মাইজবাড়ি বাজার মোড়ে স্থানীয় এমপি গিয়াস উদ্দিন আহমদের সঙ্গে বিপ্লবের কথা কাটাকাটি হয়। হামিদ চেয়ারম্যান নামে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে গাড়িতে নিয়ে ঘোরায় স্থানীয় সাধারণ মানুষের রোষানলে পড়েন তিনি।

ওই দিন সন্ধ্যায় আব্দুল্লাহ আল আমিন বিপ্লবকে উপজেলা সদরে ১১ এপ্রিল রাতে দা ও চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে স্থানীয় সংসদ সদস্যের অনুসারী ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। বিপ্লব স্থানীয় গনি কম্পিউটারে বসে রিপোর্ট লেখার সময় ছাত্র লীগ-যুবলীগের কয়েকজন ক্যাডার তার উপর হামলা করে। বিপ্লবকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে যখম করে। তাকে পঙ্গুত্ব বরণ করে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিতে হয়।

সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন গফরগাঁওয়ের সব সাংবাদিকদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন "আমি গফরগাঁওয়ের এমপি, পাঁচ বছর আমার বিরুদ্ধে কিছু

www.pathagar.com

লেখা যাবেনা। লিখলে আমি তাকে ছাড়ব না"।
১১ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর চৌধুরী মোঃ জাকারিয়া সাংবাদিকদের ব্যাপারে একটি নীতিমালা তৈরী করে সেটি প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। প্রক্টর স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে যার স্বারক নং- ২৮৯৯/প্রক-তে উল্লেখ করা হয়, প্রেসক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য সাংবাদিকদেরকে প্রক্টর অফিস বরাবর স্বহস্তে আবেদন করতে হবে।

যা প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে (১৯৮৬ সালে) প্রণীত গঠনতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং মত প্রকাশে স্বাধীন সাংবাদিকদের কার্যপ্রণালীর রীতিমত সাংঘর্ষিকও বটে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসকাবের সদস্য হওয়ার জন্য সভাপতি বরাবর আবেদনপত্র জমা এবং শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্ররাই সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা রাখে।

১৩ এপ্রিল রাবিতে কর্মরত সাংবাদিকরা চিঠিতে উল্লেখিত বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রক্টর অফিসে গেলে প্রক্টর উপস্থিত ছয়জন সাংবাদিক মাহফুজুর রহমান মুন্সী (বাসস), আলী আজগর খোকন (যায়যায়দিন), এরশাদুল বারী কর্ণেল (আমার দেশ), মুনছুর আলী (দিনকাল), আব্দুর রাজ্জাক সুমন (ডেসটিনি) এবং সামছুল ইসলাম কামরুলকে (নয়াদিগন্ত) ছাত্রত্ব বাতিলের হুমকি দেন।

একই ঘটনায় ২৪ এপ্রিল প্রক্টর সাংবাদিকদের প্রেসকাব সিলগালা করে দেয়। পরে প্রক্টরের অবৈধ হস্তক্ষেপের বিষয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করলে শুনানি শেষে আদালত প্রক্টরের ওই অবৈধ হস্তক্ষেপকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না মর্মে রাবি প্রশাসনের প্রতি রুল জারি করে।

একই ঘটনায় চিঠি প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোরও নোটিশ দেয় আদালত। কিন্তু এত কিছুর পরেও দীর্ঘ প্রায় ১০ মাস ধরে বন্ধ হয়ে আছে সুস্থ সাংবাদিকতার বিকাশ, সাংবাদিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের অতন্ত্র প্রহরী এবং সাংবাদিকদের চিত্তবিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব।

মে ঃ ঘটনা ৩, শিকার ২৪। উল্লিখিত মাসে শুধু সংবাদ প্রকাশের জের ধরে খুলনায় স্থানীয় কৃষক লীগ নেতা ১২ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন, রূপগঞ্জে সন্ত্রাসীরা ১০ সাংবাদিককে হত্যার হুমকি প্রদান করে ও ঢাকায় সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দু'জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে নালিশি

www.pathagar.com

মামলা করেন।
১৩ সেপ্টেম্বর শার্শা উপজেলা সদরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হন যায়যায়দিন ও যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক লোকসমাজের প্রতিনিধি আহম্মদ আলী শাহীন। সরকারি দল আশ্রিত সন্ত্রাসীরা বেধড়ক পিটিয়ে তাকে গুরুতর আহত করে। এই ঘটনায় থানা শাহীনের মামলা নেয়নি। বরং আক্রমণকারী সন্ত্রাসীদের মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলায় আসামি করা হয়েছে সাংবাদিক শাহীনকে।

আমার দেশের দেওয়ানগঞ্জ প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম ফুলুকে ১৩ মে উপজেলা সদরে ছাত্রলীগ-যুবলীগ ক্যাডাররা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

১৫ মে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন দৈনিক আমার দেশের চবি প্রতিনিধি রাশেদ খান মেনন। ছাত্রলীগ কর্মী রাকিব ও সাকিবের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী চবি রেলস্টেশন চত্বরে মেননকে বেধড়ক প্রহার করে।

এক পর্যায়ে হত্যার উদ্দেশে সন্ত্রাসীরা ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এতে তার মাথা ফেটে যায়। মেনন অজ্ঞান হয়ে পড়লে মারা গেছে ভেবে সন্ত্রাসীরা তাকে ফেলে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় সহকর্মী সাংবাদিকরা তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় রাশেদ খান মেনন বাদি হয়ে হাটহাজারী থানায় একটি মামলা দায়ের করলেও পুলিশ কোন আসামিকে গ্রেফতার করেনি।

১৭ মে দর্শনার রামনগরে মাথাভাঙ্গা পত্রিকার সাংবাদিক হানিফ মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয় সন্ত্রাসীরা। তারা হানিফকে পিটিয়ে আহত করে, ভাংচুর করে তার বাড়িঘর। মে মাসে দৈনিক গ্রামের কাগজের চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি প্রশান্ত বিশ্বাসের বাড়িঘর ভাংচুর করে ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসীরা। জুলাই মাসে ভোরের কাগজের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধিকে মারপিট করে একই দুর্বৃত্তরা।

জুন ঃ ঘটনা ১০, শিকার ১৯ জন। এ মাসেও সংবাদ প্রকাশের জের ধরে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় ৯ সাংবাদিককে এবং আহত ও মারধরের শিকার ১০।

১ জুন পাবনায় সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে স্থানীয় দোয়েল কমিউনিটি সেন্টারে দৈনিক আমার দেশ এর সুধী সমাবেশ শেষে সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান চলাকালে সন্ত্রাসীরা বিশৃঙ্খলা ঘটায়। কিন্তু অনুষ্ঠানস্থলে সাদা পোশাকে ডিউটিরত পুলিশ মারামারি থামাতে কোনো ভূমিকা নেয়নি। ফলে একপর্যায়ে অনুষ্ঠানটি স্থগিত হয়ে যায়।

এ নিয়ে আমার দেশ-এর স্টাফ রিপোর্টার জহুরুল ইসলাম সেখানে উপস্থিত পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। এক পর্যায়ে রাত ১০টার দিকে সেখানে ফোর্স নিয়ে উপস্থিত হন এএসপি (সদর সার্কেল) নিজামউদ্দিন। তিনি এসেই সাংবাদিক জহুরুল ইসলামকে 'বেওয়ারিশ পত্রিকার সাংবাদিক' হিসেবে আখ্যায়িত করে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন।

সাংবাদিক জহুরুল এএসপির এই দুর্ব্যবহারের বিষয়টি পুলিশ সুপারকে জানানোর উদ্যোগ নেয়ামাত্র তার ওপর হামলে পড়ে পুলিশ। এএসপি নিজামের নেতৃত্বে ১০/১২ পুলিশ সদস্য তাকে বেধড়ক লাঠিপেটা করে গুরুতর জখম করে। এ সময় এএসপি নিজাম উদ্দিন উত্তেজিত হয়ে বলেন যে, আমি প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়। আমি আইন ও কাউকে পরোয়া করিনা।

এ ঘটনা দেখে ছুটে আসে আশপাশের লোকজন। তারা এ অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ শুরু করলে পুলিশ মারপিট বন্ধ করে জহুরুলকে টেনে হেঁচড়ে দোয়েল সেন্টারের মধ্যে নিয়ে এসে একটি কক্ষে আটকে রাখে। পরে সাদা কাগজে তার কাছ থেকে জোর পূর্বক স্বাক্ষর নেওয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পাবনার একদল সিনিয়র সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত হন এবং জহুরুলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

গত ১০ জুন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ক্ষমতাসীন দল সমর্থিত সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হন ৪ সাংবাদিক। কুমিরা এলাকায় সমুদ্র উপকূলে চারটি শিপ ইয়ার্ড দখলের চেষ্টা চালায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ এমপি আবুল কাশেমের ছেলে মামুনের লোকজন।

এই দখলের সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে মামুনের লোকজন দৈনিক প্রথম আলোর স্টাফ রিপোর্টার প্রণব বল, ফটো সাংবাদিক রাশেদ মাহমুদ, স্থানীয় সাংবাদিক ফোরকান আবু ও সেকান্দর হোসেনের ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের লাঠির আঘাতে রাশেদ মাহমুদ হাতে জখমপ্রাপ্ত হন। এ সময় সাংবাদিকদের প্রাণনাশের হুমকিও দেয়া হয়।

বোয়ালখালী প্রেস ক্লাবের একাংশের সাধারণ সম্পাদক শাহীনুর কিবরিয়া মাসুদের ওপর গত রমজান মাসে হামলা চালায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা। তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

নেতার বিরুদ্ধে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করায় তার ওপর হামলা চালানো হয়। ২৮ জুন লক্ষীপুরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে প্রেস ক্লাবের সামনে পুলিশের পিটুনিতে আহত হন যায়যায়দিনের জেলা প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম স্বপন।

জুলাই ঃ ১৮ জন সাংবাদিক শিকার হন মোট ১০টি ঘটনায়। তম্মধ্যে পাক্ষিক মুক্তমন-এর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল ইসলাম ওরফে রানা নামে ১ সাংবাদিককে ঢাকায় সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে হত্যা করে, পুলিশ দ্বারা নাজেহাল হন ১ জন ও পুলিশ দ্বারা মামলার শিকার ১ জন, বিভিন্নভাবে মামলার শিকার ১১ জন, হামলা ও হুমকির শিকার ৩ জন এবং মানহানি মামলায় দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আমলি আদালত।

১৩ জুলাই রাজশাহীতে ডেইলী স্টারের রাজশাহী অফিসের স্টাফ রিপোর্টার আনোয়ার আলী হিমুর উপর হামলা করে সন্ত্রাসীরা। দুর্বৃত্তরা হিমু ও তার স্ত্রীকে বেধড়ক মারপিট করে। ১৬ জুলাই খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ সংলগ্ন এলাকায় মন্ত্রী দীপংকর তালুকদারের জনসভার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে যুবলীগ কর্মীদের হামলায় গুরুতর আহত হন নিউজ টুডের প্রতিনিধি কফিল মাহমুদ। তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২৭ জুলাই দৈনিক সমকালের ঈশ্বরদী প্রতিনিধি ও সাপ্তাহিক ঈশ্বরদীর সম্পাদক সেলিম সরদারের বাড়ীতে সোমবার গভীর রাতে আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করেছে। সেলিম সরদার প্রাণ রাক্ষর্থে বাড়ি থেকে চলে যান। এ ব্যাপারে সেলিম সরদার থানায় মামলা করে।

আগস্ট ঃ এ মাসে ৬টি ঘটনার মধ্যে ৬ সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার। এম এম আহসান হাবীব বারী (ঢাকার সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক সময়-এর নির্বাহী সম্পাদক) গাজীপুরে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। এছাড়া নির্যাতন ও হামলার শিকার হয়েছেন ৩ জন, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় ১ জন সাংবাদিককে এবং ঢাকার বাড্ডায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দৈনিক আমাদের সময় স্টাফ রিপোর্টার সঞ্চিতা নিজাম-এর জমি দখল করে নেন সন্ত্রাসীরা।

১৪ আগস্ট সাতক্ষীরার শ্যামনগরে আমার দেশ-এর প্রতিনিধি সামিউল মনির, ২৪ আগস্ট সন্ত্রাসীরা নয়াদিগন্তের চৌগাছা প্রতিনিধি আবদুর রহিমের বাড়িতে বোমা হামলা চালায়।

২৮ আগষ্ট ঝিনাইদহের শৈলকূপায় আমার দেশ প্রতিনিধি সোহাগ কুমার

www.pathagar.com

বিশ্বাস ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হন। তার বাড়ি ঘরেও হামলা করে সন্ত্রাসীরা। এর পর পরই যশোরের চৌগাছায় স্থানীয় পত্রিকা লোকসমাজের প্রতিনিধি মুকুরুল ইসলাম মিন্টুকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ি ঘেরাও করে সন্ত্রাসীরা। মিন্টু সে যাত্রা পালিয়ে রক্ষা পান।

২৯ আগস্ট কক্সবাজারের চকরিয়ায় নিউ এজের সংবাদদাতা ও কক্সবাজার প্রেস ক্লাব সভাপতি নুরুল ইসলামের ওপর স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। তিনি নিজের জমিতে নির্মাণ কাজ চালানোর সময় চাঁদার দাবিতে এই হামলা চালানো হয়। হামলায় ১১ জন নির্মাণ শ্রমিকও আহত হন।

২৯ আগস্ট দৈনিক সমকাল ও চ্যানেল ওয়ানের নেত্রকোনা জেলা প্রতিনিধি খলিলুর রহমান শেখ ইকবাল জেলার কলমাকান্দা উপজেলার সিধলী বাজারে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে স্থানীয় যুবলীগের কর্মীরা মারধর করে। কলমাকান্দা থানায় মামলা দায়ের করা হলেও কেউ গ্রেফতার হয় নি।

৩১ আগষ্ট 'তিনিই সন্ত্রাসীদের গডফাদার' আমার দেশে এই শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কুষ্টিয়ায় আমার দেশ পত্রিকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করে পত্রিকার কপিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

সেপ্টেম্বর ঃ ঘটনা ২৫, শিকার ৩৩ জন সাংবাদিক। আহত ৬, মামলার হুমকি ৩, ষড়যন্ত্রমূলক-মানহানি-হয়রানিমূলক মামলা হয় ৬ জনের বিরুদ্ধে, হুমকির শিকার ২ জন, হয়রানিমূলক মামলায় ১ সাংবাদিক এবং চাঁদাবাজির মামলায় জেলে গেছেন মোট ২ সাংবাদিক, চাঁদাবাজি-ধর্ষণ-প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলা হয় ২ সাংবাদিকের নামে। এছাড়া লাঞ্ছিত ৫ জন, হামলার শিকার ৪ জন ও হত্যার হুমকি দেওয়া হয় ২ জন সাংবাদিককে। নিরাপত্তার অভাবে এ সময়ে চাকরিও ছেড়েছেন যশোরে লোকসমাজ পত্রিকার প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম মনি।

১ সেপ্টেম্বর 'চুয়াডাঙ্গা চালাচ্ছেন মেঝভাই ছোট ভাই' শিরোনামে একটি সরেজমিন প্রতিবেদন ছাপানোর পর ওই দিন ছাত্র লীগ যুবলীগের ক্যাডররা আমার দেশ এর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম ডালিমের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেয়। আমার দেশ এর এজেন্টের দোকান পুড়িয়ে দেয়া হয়। পত্রিকার কপিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

আমার দেশ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ১ সেপ্টেম্বর রাতেই হত্যা চেষ্টার সাজানো

www.pathagar.com

মামলা দায়ের করা হয়। ওই দিন তার বৃদ্ধ বাবা ও স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করে দূর্বৃত্তরা। এক বছরের শিশুপুত্রকে মারধর করে। ডালিমের বাড়িতে রামদায়ে শান নিয়ে তার মাকে ভয় দেখানো হয়। এই অবস্থায় ডালিম চুয়াডাঙ্গা ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন। ডালিমের শ্বশুরের বাসাতেও হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে দূর্বৃত্তরা।

প্রায় ১৬ দিন ধরে আমার দেশ ও প্রথম আলোর বিরুদ্ধে তাণ্ডব চালাতে থাকে ছাত্র লীগ ও যুবলীগের ক্যাডাররা। আমার দেশ প্রতিনিধি ডালিম চুয়াডাঙ্গায় আদালতে জামিন নিতে যান। একই মামলায় বিএনপি নেতাকর্মীদের জামিন হলেও সরকারি দলের পিপি এপিপিদের বিরোধিতায় ডালিমের জামিন আবেদন নামঞ্জুর হয়।

পরপর আরো এক বার তার জামিন নামঞ্জুর হওয়ায় এবার তার ঈদ কেটেছে কারাগারে। এই অবস্থায় তার পরিবার চরম দুশ্চিন্তা ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তার মায়ের আকুল কান্নায় সাধারণ মানুষেরও চোখে পানি আসে। বাসায় হামলার পর থেকে ডালিমের এক বছরের শিশু সন্তান এখন কারণে অকারণে ভয় পায়। তার ভয়ার্ত চেহারা দেখে আত্মীয় স্বজনও ভীষণ শঙ্কিত।

ডালিমের মা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, সামান্য একটি রিপোর্টের জন্য তার পুরো সংসার তছনছ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও চুয়াডাঙ্গা এবং আলম ডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে আমার দেশ এবং প্রথম আলোর সাংবাদিকদের হাত পা ভেঙে গুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়।

একই সময়ে দৈনিক প্রথম আলোর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি শাহ্ আলম সানির বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করে সরকারি দলের ক্যাডাররা। সানি পরিবার পরিজনসহ চুয়াডাঙ্গা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসতে বাধ্য হন। ডালিমের সঙ্গে সানির বিরুদ্ধেও টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ এনে ১ সেপ্টেম্বর মামলা করা হয়। সংবাদ প্রকাশের জের হিসেবে চুয়াডাঙ্গায় ৪ সেপ্টেম্বর ও ৬ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি কামরুল হাসান ও জেলা প্রতিনিধি শাহ্ আলম সানির বিরুদ্ধে পৃথক দু'টি মানহানির মামলা দায়ের করা হয়।

এছাড়াও গত ১ সেপ্টেম্বর ছাত্র লীগ যুবলীগ ক্যাডাররা জনকণ্ঠের চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি রাজিব আহমেদ কচির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও প্রথম আলোর এজেন্ট অফিসে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। চুয়াডাঙ্গার অন্যান্য সাংবাদিকদেরকেও শাসক দল আশ্রিত সন্ত্রাসীরা হুমকি দেয়। তারা নৃশংস এসব হামলার রিপোর্টও পাঠাতে পারেননি।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের চাপের মুখে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব থেকে

www.pathagar.com

আমার দেশ প্রতিনিধি ও প্রথম আলো প্রতিনিধিকে বরখাস্ত করার জন্য দু'টি পত্রিকার অফিসে চিঠি দিতে বাধ্য করা হয়। তবে কেউ কেউ বলছেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক অজাত মালিতা নিজেই অতিউৎসাহী হয়ে পত্রিকা অফিসে ওই চিঠি দিয়েছেন।

৩ সেপ্টেম্বর যশোরে সরেজমিন প্রতিবেদন প্রকাশ করায় প্রকাশ্যে সমাবেশ করে আওয়ামী লীগ নেতারা প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধির হাত পা ভেঙে গুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে । তারা পত্রিকাটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

পটুয়াখালীর গলাচিপায় স্থানীয় এমপি গোলাম মাওলা রনি ও আওয়ামী ক্যাডারদের বেপরোয়া সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন সাংবাদিকরা। তাদের বিরুদ্ধে ৪টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরমধ্যে আমার দেশ-এর প্রতিনিধি ৩টি মামলায় ও প্রথম আলোর প্রতিনিধি ৪টি মামলার আসামী হয়েছেন।

গত ২৭ আগষ্ট আমার দেশ-এ 'গলাচিপায় নদী ভরাট করে চলছে মার্কেট নির্মান' শিরোনামে ও ২৫ আগষ্ট 'গলাচিপায় অনুমোদন ছাড়াই ইউপি ভবন ভেঙে নিচ্ছেন আওয়ামী লীগ নেতা' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়।

৮ সেপ্টেম্বর আমার দেশ প্রতিনিধি সাইমুন রহমান এলিট ও প্রথম আলোর প্রতিনিধি ইশারাত হোসেন লিপটনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়। তাদেরকে স্থানীয় স্কুল ও মাদ্রাসার চাকুরি থেকে বরখাস্ত করার হুমকি দেন স্থানীয় এমপি রনি। ১০ সেপ্টেম্বর মাত্র ৫ মিনিটের ব্যবধানে প্রতারণার সাজানো অভিযোগ এনে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় দু'টি মামলা।

৮ সেপ্টেম্বর রাতে তাদের বাড়িতে আওয়ামী লীগের ক্যাডারসহ পুলিশ যায়। তাদের বাবা মাকে হুমকি দেয়। পরে প্রাণ বাঁচাতে দুই সাংবাদিক এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। ঈদের সময়েও তারা এলাকায় ফিরতে পারেননি। এছাড়াও গলাচিপায় নয়া দিগন্তের প্রতিনিধি হারুন অর রশিদকে কলেজের চাকুরি থেকে বরখাস্তের হুমকি দেয়া হয়।

হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে ৯ সেপ্টেম্বর পটুয়াখালি থেকে একদল সাংবাদিক গলাচিপায় যান। স্থানীয় ছাত্রলীগ ও যুবলীগ সন্ত্রাসীরা ৬ জন সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করে। এর হলেন, আরটিভি ও সমকাল প্রতিনিধি মুফতি সালাহউদ্দিন, মানবজমিনের আবু জাফর, প্রথম আলোর শংকর লাল দাস,চ্যানেল ওয়ানের খন্দকার দেলোয়ার জালালী,বাংলাভিশনের আবু তাহের বাপ্পা ও দিগন্ত টিভির হানজালা শিহাব।

www.pathagar.com

১০ সেপ্টেম্বর সাভার থেকে প্রকাশিত আঞ্চলিক দৈনিক ফুলকী অফিসে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা ।

১১ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গার জীবন নগর প্রেসক্লাবে আমার দেশ প্রতিনিধি ফয়সাল মাহতাব মানিকসহ ১০ জন সাংবাদিকের উপর হামলা চালানো হয়। ছাত্র লীগ ও যুবলীগের ক্যাডাররা মানিকের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ক্যামেরার ছবি নষ্ট করে পরে ফেরত দেয়। অবরুদ্ধ অবস্থায় মানিকসহ অপর সাংবাদিকদের উদ্ধার করে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাকর্মীরা।

১২ সেপ্টেম্বর আমার দেশ এ সাংবাদিক নির্যাতনের ওপর একটি কার্টুন প্রকাশিত হওয়ায় আমার দেশ-এর পটুয়াখালি প্রতিনিধি জাকারিয়া হৃদয়কে দেখে নেয়ার হুমকি দেয়া হয়। একই দিন পটুয়াখালীতে সমকাল ও আরটিভির প্রতিনিধি মুফতি সালাহ্ উদ্দিনকে ৫টি ধর্ষণ মামলায় জড়ানোর হুমকি দেয় গলাচিপার এমপি গোলাম মাওলা রনি।

যুবলীগের এক কর্মীকে ঠিকাদারী কাজ দেয়ার প্রলোভন দিয়ে সালাহ্ উদ্দিনকে মারধর ও মামলায় জড়ানোর কথা বলা হয়। পুলিশ নিজেও যুবলীগের ওই কর্মীকে দিয়ে সালাহ্ উদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা করানোর চেষ্টা করে।

১৩ সেপ্টেম্বর শার্শা উপজেলা সদরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হন যায়যায়দিন ও লোকসমাজের প্রতিনিধি আহম্মদ আলী শাহীন। সরকারি দল আশ্রিত সন্ত্রাসীরা বেধড়ক পিটিয়ে তাকে গুরুতর আহত করে। এই ঘটনায় থানা শাহীনের মামলা নেয়নি। বরং আক্রমণকারী সন্ত্রাসীদের মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলায় আসামি করা হয়েছে সাংবাদিক শাহীনকে।

১৭ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়ায় সংবাদ প্রকাশের জের হিসেবে সমকালের সাংবাদিক সাজ্জাদ রানার বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার মানহানি মামলা করা হয়। দুই এমপির পুত্র বাদী হয়ে ওই মামলা করে। তারা রানাকে নানাভাবে হুমকি দেয় বলে জানা গেছে।

২২ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহে সরকার দলীয় কর্মীদের উস্কানিতে আমার দেশ প্রতিনিধি শেখ রুহুল আমিনকে একটি পেইন্ডিং হত্যা মামলায় আসামী করা হয়। এছাড়াও তাকে নানাভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দেয়া হয়।

২৩ সেপ্টেম্বর রাতে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের জামতলা এলাকায় দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা ফরিদ আহমদকে শহরের স্টেশন রোড এলাকায় কুপিয়ে গুরুতর আহত করে যুবলীগের সন্ত্রাসীরা। গৌরীপুর

www.pathagar.com

উপজেলার প্রথম আলো প্রতিনিধি সুপ্রিয় ধর বাচ্চুকে ২৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় উপজেলা সদরের মধ্যবাজার এলাকায় মারধর করে উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম-সম্পাদক মেহরাব আরেফিন বাধঁনের নেতৃত্বে ১০/১৫ জন ছাত্রলীগ ক্যাডার। থানায় মামলা হলেও কেউ গ্রেফতার হয়নি।

২৩ সেপ্টেম্বর শরিয়তপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন তালুকদারের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করার জের ধরে দৈনিক যুগান্তর ও বাংলাভিশনের শরিয়তপুর প্রতিনিধি কে এম রায়হান কবীর, স্থানীয় সাংবাদিক বোরহান উদ্দীন রব্বানী ও মাসুদ আকন্দকে আসামী করে আদালতে চাঁদাবাজির মামলা করা হয়। এছাড়াও তাদেরকে নানাভাবে হুমকি দেয়া অব্যাহত রয়েছে।

২৮ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের গৌরীপুরে প্রথম আলোর গৌরীপুর প্রতিনিধি সুপ্রিয় ধর বাচ্চুর ওপর হামলা চালানো হয়।

এছাড়াও দৈনিক পূর্বাঞ্চলের মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান শাসক দল নেতার দায়ের করা একাধিক মামলায় নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন আদালতে। শাসক দলের হুমকির মুখে আমার দেশের অভয়নগর প্রতিনিধি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। যশোরের অভয়নগরে দিনকাল প্রতিনিধির হাত ভেঙে দিয়েছে শাসক দল আশ্রিত সন্ত্রাসীরা। জীবন বাঁচাতে বাঘারপাড়া থেকে যশোর শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন লোকসমাজের স্থানীয় প্রতিনিধি আকরামুজ্জামান। পালিয়ে বেড়াচ্ছেন দৈনিক দিনকালের বেনাপোল প্রতিনিধি আবদুল মতিন।

৩০ সেপ্টেম্বর দৈনিক আমার দেশ পাবলিকেশন্সের চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের গাড়ীতে দুস্কৃতিকারীরা হামলা করে। বিমান বন্দর সড়কে দুই মোটরসাইকেল আরোহী মাহমুদুর রহমানের গাড়ী অনুসরণ করে এবং বোমাসদৃশ্য একটি বস্তু গাড়ী লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। এতে তাঁর গাড়ীর সামান্য ক্ষতি হয়।

অক্টোবর ঃ ১৫টি ঘটনা ঘটেছে এ মাসে যাতে শিকার হয়েছেন মোট ৪১ সাংবাদিক। এক মাসে এত সাংবাদিক নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা ২০০৯ সালে সর্বোচ্চ। ২ অক্টোবর সন্ত্রাসীদের গুলিতে খুন হন দৈনিক রূপালী পত্রিকার সাংবাদিক আবদুল হান্নান। আহত হয়েছেন ৪ জন, হত্যার হুমকির শিকার ২ জন, লাঞ্ছিত হন ১ জন, হামলার শিকার ৭ জন।

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে সংবাদ প্রকাশের জেরে ২ সাংবাদিককে অবরুদ্ধ

www.pathagar.com

করে রাখে সন্ত্রাসীরা। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার মামলার (চাঁদাবাজি-হয়রানিমূলক-ক্ষতিপূরণ-জিডি) শিকার ২২ সাংবাদিক। টঙ্গীতে মাদক বেচাকেনা সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করায় যুগান্তরের এক সাংবাদিক নাজেহাল হন।

প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয় ১ জনের ও নারায়ণগঞ্জের ফটো সাংবাদিক আমির হোসেনকে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে অপহরণ করে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে সন্ত্রাসীরা, এ ঘটনায় ১ জনকে আটক করা হয়।

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ডেসটিনির সাংবাদিক আব্দুল হান্নান আকন্দ অক্টোবর মাসে যুবলীগ নেতাকর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হন।

অক্টোবর মাসে দৈনিক খবরপত্রের গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি হাসান হাবিবকে সাংবাদিকতা ছেড়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে জোবায়ের আলী, শেখ হাবিবুর রহমান খানকে গত জানুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগ কর্মীরা আহত করেছে।

নভেম্বর ঃ এ মাসে ১৩টি ঘটনায় ৩০ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার। তার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাদক ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের কম্পোজ করতে গেলে ৩ সাংবাদিক স্থানীয় আওয়ামী লীগের এক নেতার ক্যাডার কর্তৃক মারধরের শিকার হন। বগুড়ায় সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ডেপুটি কমিশনার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ প্রদান করেন।

এছাড়া পটুয়াখালীর সংসদ সদস্য গোলাম মওলা রনি সংবাদ প্রকাশের জের ধরে দেশের চারটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক ও প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন এ মাসে। গাজীপুরে ১ জন ও রূপগঞ্জে ৩ জন সাংবাদিককে সংবাদ প্রকাশের জেরে প্রাণনাশের হুমকি, ঢাকায় নয়া দিগন্তের এক সাংবাদিকের কাছে চাঁদা দাবি করে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা।

দুই দফায় তারা এক সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকিসহ তার ছোট ছেলেকে অপহরণের হুমকি দেয়। সংবাদ প্রকাশের জেরে লালমনিরহাটে কয়েকটি পত্রিকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটানোসহ স্থানীয় সাংবাদিকদের হুমকি প্রদান করার প্রেক্ষিতে কয়েকজন সাংবাদিককে বাড়িছাড়া করা হয়।

৮ নভেম্বর লালমনিরহাটে জামাত, বিএনপি অফিসে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা অগ্নিসংযোগ করে । এই ঘটনায় দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা পরদিন ৯ নভেম্বর আমার দেশ পত্রিকার লালমনিরহাট প্রতিনিধি হাসান-উল-আজিজকে লালমনিরহাট শহরে অস্ত্র নিয়ে

www.pathagar.com

খুঁজতে থাকে ।

তাকে না পেয়ে তার মোবাইলে তাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজসহ প্রাণনাশের হুমকী দেয় । জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় সে লালমনিরহাট সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে যার নং- ৪০১ তাং- ১০/১১/০৯ ।

১২ নভেম্বর চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব সভাপতি আবু সুফিয়ান ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ রউফের মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ পাঠিয়ে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা বোমা হামলার হুমকি দেয়।

১৩ নভেম্বর গ্রীন সরকার নামের এক স্থানীয় পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি পেশাগত দায়িত্বপালন শেষে বাড়ী ফেরার পথে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা গাইবান্ধার হাতীবান্ধা উপজেলার নওদাবাস এলাকায় আটক করে পার্শ্ববর্তী ধান ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে মারপিট করে আহত করে । তার অসহায় পরিবার ভয়ে মামলা করেনি।

১৯ নভেম্বর গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়ায় ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে গুরুতর আহত হন আমার দেশ প্রতিনিধি মিজানুর রহমান, এর আগে ছাত্রলীগের কর্মীরা হুমকি দিয়েছিল নয়াদিগন্তের সাংবাদিক মনিরুজ্জামান বুলেনকে।

একটি সংবাদ প্রকাশের জের ধরে নভেম্বরে নোয়াখালীর মাইজদী সমবায় মার্কেটের সামনে যুবলীগ ও ছাত্রলীগ ক্যাডাররা দৈনিক ডেসটিনির নোয়াখালী প্রতিনিধি আকাশ মোহাম্মদ জসিমের ওপর হামলা চালায়। এতে তিনি আহত হন। এ ব্যাপারে একটি মামলা হলেও বেশিরভাগ আসামিই এখনো পলাতক।

২৭ নভেম্বর সরকার দলীয় এমপি মেজর (অব.) জসিমের ক্যাডাররা ভোলার লালমোহন প্রেসক্লাবে হামলা করে। ভোলার দৌলতখানে বরিশাল প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক একদল সন্ত্রাসীর হাতে লাঞ্ছিত হন।

ডিসেম্বর ঃ ১৩টি ঘটনার শিকার হন ২০ জন সাংবাদিক। ঢাকার রূপগঞ্জে দৈনিক ইনকিলাব-এর সংবাদদাতা ও প্রেসক্লাবের সহসভাপতি আবুল হাসান আসিফকে সংবাদ প্রকাশের জেরে হত্যা করা হয়। হামলার শিকার ৮ জন, মামলার শিকার ৭ জন, মারধর করা হয় ২ জনকে, ১ জন লাঞ্ছিত ও ১ জন সাংবাদিক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এ মাসে।

রাজশাহীর পুঠিয়ায় যুবলীগ কর্মীর অপকর্ম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় ৬ ডিসেম্বর দৈনিক আমার দেশ-এর পুঠিয়া প্রতিনিধি আব্দুল জব্বারকে অপহরণ

www.pathagar.com

করে ৫ ঘন্টা ধরে উপর্যুপরি শারীরিক নির্যাতনের পর মুক্তি দেয়। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেয়।

গত ২৯ ডিসেম্বর দুপুরে উপজেলা চত্বর থেকে আবারও তাকে অপহরণ করে এবং তিন ঘন্টা নির্যাতন চালায়। ওইদিন তিনি পুঠিয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। এছাড়া সাংবাদিক সাইদুর রহমান নাজু পুঠিয়ায় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়েছেন।

৯ ডিসেম্বর কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার পাঁচ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আদালতে হয়রানিমূলক মামলা হয়। মামলার আসামিরা হলেন– যুগান্তরের প্রতিনিধি রেজাউল করিম, মানবজমিনের শাহজামাল, ভোরের কাগজের ইসমাইল হোসেন বাবু, ডেসটিনির রাইসুল ইসলাম আসাদ এবং কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দেশভূমি পত্রিকার আবুবকর বিশ্বাস।

১৭ ডিসেম্বর বগুড়ার ধুনটে আমার দেশ প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম ও প্রথম আলোর প্রতিনিধি মাসুদ রানার ওপর হামলা চালানো হয়।

নোয়াখালীর ওপর আমার দেশ-এ অনুসন্ধানী সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে জেলা প্রতিনিধি নুরুল আমিনের ওপর ১৮ ডিসেম্বর হামলা চালায় সরকার দলীয় এমপি একরামুল করিম সমর্থিত একদল সন্ত্রাসী। মাইজদীবাজার থেকে নুরুল আমিন রিকশায় যাওয়ার সময় তাকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়।

এ সময় রিকশায় থাকা নোয়াখালী প্রেস ক্লাবের সভাপতি বাধা দিলে তাকেও লাঞ্ছিত করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণ আমার দেশ প্রতিনিধিকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় ক্লিনিকে নিয়ে যান।

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি আমিশাপাড়া বাজারে ৩০ ডিসেম্বর একটি মৃত্যুর ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে স্থানীয় যুবলীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় ৫ সাংবাদিক আহত হন। আহতরা হলেন, দৈনিক সমকালের নোয়াখালী প্রতিনিধি রুদ্র মাসুদ, প্রথম আলোর নোয়াখালী প্রতিনিধি মাহবুবুর রহমান, যুগান্তরের বেগমগঞ্জ প্রতিনিধি আশরাফ সিদ্দিকী বাবু, ইসলামিক টিভির প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম ও ভোরের ডাকের প্রতিনিধি এম মজিদুল ইসলাম।

জালানি উপদেষ্টা ড. তৌফিক ইলাহী চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ৫ মিলিয়ন ডলার ঘুষের অভিযোগ শিরোনামে ২০০৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর রিপোর্ট প্রকাশের পরদিন ১৮ ডিসেম্বর সরকারি দলের তিন নেতা কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির

www.pathagar.com

নানক ও আওয়ামী লীগরে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ প্রকাশ্য জনসভায় আমার দেশ সম্পাদককে রাস্তায় চলতে না দেয়া এবং দেখে নেয়ার হুমকি দেন।

১৮ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ নেতাদের হুমকির পরদিনই রাজধানীর এয়ারপোর্ট রোডে বনানীতে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার আমার দেশ এর বিশেষ প্রতিনিধি এম আবদুল্লাহ ওপর হামলা চালানো হয়। তার গাড়ি ভেঙ্গে দেয়া হয়। ইট দিয়ে তার ওপর আঘাত করে তাকে আহত করা হয়। আক্রান্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে চলন্ত বাসে ওঠে তিনি আত্মরক্ষা করেন। এর পরই সারা দেশে আওয়ামী লীগ নেতাদের দিয়ে হয়রানিমূলক মামলা দায়ের চলে।

সংবিধান অনুযায়ী একটি ইস্যুতে যেকোন একটির বেশি মামলা চলতে পারেনা , সেখানে হয়রানি করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতারা আমার দেশ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, প্রকাশক হাসমত আলী এবং বিশেষ প্রতিনিধি এম আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে ঢাকা, নাটোর, খুলনা, যশোর, খাগড়াছড়ি, জামালপুর, নড়াইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, চট্টগ্রাম, জয়পুরহাট এবং মাগুরাসহ বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা মানহানির মামলা দায়ের করেন।

দেশের বিভিন্ন জেলায় আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, প্রকাশক আলহাজ হাসমত আলী ও সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার এম আবদুল্লাহ বিরুদ্ধে ২৫ টি হয়রানিমূলক মানহানি মামলা দায়ের করে। একটি মামলায় চুয়াডাঙ্গার কোর্ট সরাসরি ওয়ারেন্টও ইস্যু করে। সেখানে সংশ্লিষ্টদের হাজিরাও দিতে হয়েছে।

হাইকোর্ট থেকে সংশ্লিষ্টদের যাতে জামিন না হয় সে জন্য সরকারের এটর্নি জেনারেল পর্যন্ত সমস্ত শক্তি নিয়ে হাইকোর্টে তীব্র বিরোধিতা করেন। এর মাধ্যমে জামিনযোগ্য মামলায় জামিন না দেয়ার উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারের হয়রানি করার মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গত ৬ ডিসেম্বর রাজশাহীর পুঠিয়ার আমার দেশ প্রতিনিধি আব্দুল জব্বারকে স্থানীয় যুবলীগ কর্মীরা অপহরণ করে। 'পুঠিয়ায় শ্লীলতাহানির দায়ে যুবলীগ কর্মীর জরিমানা' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করায় পুঠিয়া উপজেলা যুবলীগ সভাপতি আওলাদ হোসেনের নেতৃত্বে ৮/১০ জনের একটি দল তাকে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় ।

১৬ ডিসেম্বর সিলেটের বিশ্বনাথে চাঁদাবাজির সংবাদ প্রকাশ করায় ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় চার সাংবাদিক আহত হন। এ সময় ছাত্রলীগের কর্মীরা সাংবাদিকদের কাছ থেকে তিনটি ক্যামেরা ছিনিয়ে নেন। হামলায় দৈনিক

www.pathagar.com

মানচিত্রের ব্যুরো প্রধান শাহ্ তোফাজ্জল হোসেন ভান্ডারী, ফটো সাংবাদিক সালেহ্ আহম্মদ শান্ত, দৈনিক যুগভেরীর প্রতিনিধি আশিক আলী ও দৈনিক মুক্ত খবরের ফজল খান আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁদের সিলেট ওসমানী মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।

১৮ ডিসেম্বর বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলায় সংবাদ প্রকাশের জের ধরে আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা দৈনিক যুগান্তরের ধুনট প্রতিনিধি রফিকুল আলম এবং প্রথম আলোর ধুনট প্রতিনিধি মাসুদ রানাকে তাদের দলীয় অফিসে আটক করে শারীরিক নির্যাতন করেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

৩০ ডিসেম্বর চাঁদাবাজীর ঘটনায় রাবি ছাত্রলীগের উপ গণশিক্ষা সম্পাদক এমদাদুল হক কর্তৃক ফোকলোর বিভাগের শিক্ষক অণুপম হিরা মন্ডল প্রহৃত হওয়ার ঘটনায় শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানালে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন (ফোকলোর বিভাগের ছাত্র হিসেবে) দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার রাবি প্রতিনিধি আলী আজগর খোকন। ওই ঘটনায় ছাত্রলীগ ওই সাংবাদিককে দেখে নেয়ার হুমকি দেয় এবং একই ঘটনায় প্রক্টর খোকনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেয়।

৩১ ডিসেম্বর গ্রামের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ফয়সাল হোসেনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে সন্ত্রাসীরা।

জানুয়ারি ২০১০ ঃ এ মাসে ১৮ জন সাংবাদিক আহত, ৫ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ১ জন লাঞ্ছিত হয়েছেন ও ১ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪ জানুয়ারি দর্শনা পুরনো বাজারে ছাত্রলীগ নামধারী ক্যাডাররা বেধড়ক পেটায় চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকার সাংবাদিক হারুনুর রশিদ রাজুকে।

৮ জানুয়ারি প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা চলাকালে হাতীবান্ধা উপজেলার দিনকাল পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি রবিউলকে লালমনিরহাট শহরের মিশন মোড়ে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা বেধড়ক মারপিটে রক্তাক্ত করে। পরে তাকে আশংকাজনক অবস্থায় লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । এ ব্যাপারে নিরাপত্তাজনিত কারনে তার পরিবার মামলা করতে সাহস পায়নি ।

১০ জানুয়ারি ছাত্রলীগ ক্যাডাররা দৈনিক দিনকাল ও অনলাইন সংবাদ

www.pathagar.com

সংস্থা রেডটাইমস্ বিডি ডটকম-এর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মুনছুর আলী সৈকতের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে অবস্থিত তার ২২১ নম্বর কক্ষে প্রবেশ করে তাকে পিটিয়ে আহত করে।

ছাত্রলীগনেতা দেলোয়ার হোসেন ডিলস (নৃবিজ্ঞান ৩য় বর্ষ), খালেদ হাসান নয়ন (ব্যবস্থাপনা ৫ম সেমিস্টার) ও ইমতিয়াজ উজ্জামান রকি'র (ভূগোল ৩য় বর্ষ) নেতৃত্বে ছাত্রলীগের ৭/৮জন নেতাকর্মী ও হামলায় অংশগ্রহণ করে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে ওই দিন রাতেই রাবিতে কর্মরত সাংবাদিকরা ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ছাত্রত্ব বাতিলের দাবিতে ভিসির বাসভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

একই দাবিতে পরের দিন দুপুরে সাংবাদিকরা মানববন্ধন সমাবেশ এবং ৭২ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের আল্টিমেটাম দিয়ে ৪ দফা দাবিতে উপাচার্যকে স্মারকলিপি দেয়। সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত ওই তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে বহিস্কার করা হলেও ওই ক্যাডাররাই সাংবাদিকদের ওপর পরবর্তী হামলায় অংশগ্রহণ করে।

গত ২৫ জানুয়ারী/১০ সুন্দরগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা দেবাশীষ দাসের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হন দৈনিক জন সংকেতের সাংবাদিক আবু জায়েদ কারী খান।

ফেব্রুয়ারি ২০১০ ঃ ফেব্রুয়ারি মাসে ১৪ জন সাংবাদিক আহত, ৮ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ৮ জন লাঞ্ছিত হয়েছেন। ২ জন সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন এবং ১ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

মানবাধিকার কর্মী এবং প্রকাশিতব্য দৈনিক সকালের খবর পত্রিকার মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি আরাফাতুজ্জামান বাবুকে শারীরিক নির্যাতন করেছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মীরা। সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের কোন্দলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের ৪টি ইউনিটের সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়।

গত ২ ফেব্রুয়ারি আরাফাতুজ্জামান বাবু সম্মেলন স্থগিত হওয়া সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিনের বাসভবনে গেলে জেলা ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক ফরহাদ হোসেন গফুরের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাঁর মোবাইল ফোন, পরিচয়পত্র এবং মোটর

www.pathagar.com

সাইকেলের চাবি ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে একটি কক্ষে আটকিয়ে রেখে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পরে বাবুকে মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সরকার দলীয় এমপি টেকনাফের আবদুর রহমান বদি ও তার সহযোগিদের চাঁদাবাজির সংবাদ ৩০ জানুয়ারি দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশের পর হয়রানি করার জন্য বদির ভাই আমিন ২ ফেব্রুয়ারি আমার দেশ এর বিশেষ প্রতিনিধি জাহেদ চৌধুরী, সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ও প্রকাশক আলহাজ হাসমত আলীর বিরুদ্ধে কক্সবাজারে হয়রানিমূলক মামলা করেছে। সে চিহ্নিত চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী বলে অভিযোগ রয়েছে।

চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম মহানগরীর জামাল খান এলাকায় একদল সন্ত্রাসীর হামলায় আহত হন ৮ সাংবাদিক। আহতদের মধ্যে রয়েছেন প্রথম আলোর প্রণব বল, কালের কণ্ঠের শিমুল নজরুল, ভুঁইয়া নজরুল, কমল দে, রবি শংকর, ডেইলি স্টারের দ্বৈপায়ন রনি।

৯ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্পাসে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে একদল ছাত্রলীগ কর্মী ৩ সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায়। হামলার শিকার সাংবাদিকরা হলেন দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিনিধি এমদাদুল হক, জনকণ্ঠের সুজন ঘোষ এবং বার্তা সংস্থা আবাস প্রতিনিধি ওমর ফারুক। ক্যাম্পাসে তাদের মারধর শেষে শাটল ট্রেনযোগে ফেরার পথে আবারও ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের ওপর হামলা করে। এসময় বাড়াবাড়ি করলে তাদের জবাই করা হবে বলে হুমকি দিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা চলে যায়।

১০ ফেব্রুয়ারি পাবনা প্রেসক্লাবে হামলা হয়েছে।

১১ ফেব্রুয়ারি দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের ওপর দুর্বৃত্তরা অতর্কিতে হামলা চালিয়েছে। মাহমুদুর রহমান অফিসের কাজ শেষে একটি গাড়ীতে করে তাঁর গুলশানের বাসায় ফেরার পথে তেজগাঁও এ একদল দুর্বৃত্ত তাঁর গাড়ির ওপর হামলা করে। এ সময় তার গাড়ির কাঁচ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

৯ ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষের পর ১১ ফেব্রুয়ারি দুপুরে রাবি ক্যাম্পাসে এক সাধারণ শিক্ষার্থীকে পেটানোর সময় ছবি ও সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন বিভিন্ন মিডিয়াতে কর্মরত ১১ জন সাংবাদিক। ছাত্রলীগ কর্মী জুয়েল, রকি, মিন্নাত, রনি, দেলওয়ার হোসেন ডিলস, বিল, মাসুদ, নয়ন এবং মনির ওই সাংবাদিকদের পিটিয়ে গুরুতর আহত করে।

www.pathagar.com

এসময় আহত হন চ্যানেল আই'র বিশেষ প্রতিনিধি (ঢাকা থেকে আগত) মোস্তফা মল্লিক, ক্যামেরাম্যান মইন, দৈনিক আমার দেশ'র রাজশাহী ফটো সাংবাদিক আসাদুজ্জামান আসাদ, প্রথম আলো'র আজহার উদ্দিন, নিউ এইজ'র সৌমিত্র মজুমদার, কালের কণ্ঠ'র নজরুল ইসলাম জুলু, সানশাইন'র রুনি, জনকণ্ঠের রাবি প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম, যুগান্তরের সায়েম সাবু ও দি এডিটরের আতিকুর রহমান তমাল। এসময় প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক ও চ্যানেল আই প্রতিনিধির ক্যামেরা ভাংচুর করে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা।

এ ঘটনার প্রতিবাদে রাবিতে কর্মরত সাংবাদিকরা ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও ছাত্রত্ব বাতিলসহ চার দফা দাবিতে রাবি ও পুলিশ প্রশাসনকে ২৪ ঘন্টার আল্টিমেটাম দেয়। পরবর্তীতে লোক দেখানোর জন্য অভিযুক্ত ওই ৯ ছাত্রলীগ কর্মীকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে বলে ছাত্রলীগ জানায়।

১২ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুরে সংঘর্ষের সময় হামলায় দু'জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। একই দিন আমার দেশ এর রাজশাহী ব্যুরো চিফ সরদার আনিসুর রহমানকে টেলিফোনে হুমকি দেয়া হয়েছে। আমার দেশ এর পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলা প্রতিনিধিকে হয়রানিমূলকভাবে মামলায় জড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

১৪ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ভর্তি কার্যক্রম বন্ধের ছবি তুলতে গেলে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা পুলিশের সামনে দুই সাংবাদিককে পিটিয়েছে । আহত প্রথম আলোর কুষ্টিয়া প্রতিনিধি তৌহীদ হাসান ও দেশ টিভি প্রতিনিধি শরিফ বিশ্বাস বর্তমানে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সাংবাদিক পেটানোর ঘটনায় কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাব নেতারা বিক্ষোভ মিছিল ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করেছে।

সকালে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। খবর পেয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে যান ওই দুই সাংবাদিক। হট্টগোল দেখে তারা ছবি তুলতে গেলে জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সদর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি বাদশা, ছাত্রলীগ কর্মী কুসুম, লিটনসহ ১০/১২ জন ছাত্রলীগ ক্যাডার তাদের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা হামলা করে ওই দুই সাংবাদিককে আহত করে এবং লাইব্রেরির মধ্যে আটকে রাখে।

গাইবান্ধা সদরের সাপ্তাহিক অবিরামের সম্পাদক হারুন অর রশিদ বাদল, ১৪ ফেব্রুয়ারী তার প্রকাশনা বাতিলের জন্য একটি মহল নানা ষড়যন্ত্র, হুমকি ধামকিসহ প্রশাসনের নিকট অভিযোগ দায়ের করে তাকে হয়রানি করেছে।

www.pathagar.com

মনিরকে মারধর করে উপজেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা।

২১ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সোহরাওয়ার্দী হলের ২৮১ নম্বর রুমে ছাত্রলীগ কর্মীরা ঢুকে দৈনিক ইনকিলাবের রাবি সংবাদদাতা সামছুল আরেফিন রুমেল ও বাংলাবাজার পত্রিকার রাবি প্রতিনিধি বিএম শাহজাহান বিশ্বাসকে পিটিয়ে আহত করে। ছাত্ররীগ কর্মী হিরু(সমাজকর্ম), জুয়েল (গণিত মাস্টার্স),শরীফ (হিসাব বিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষ),ও মেহেদীসহ ৭/৮ জন হামলা চালায় দুই সাংবাদিকের ওপর। রাবি মেডিক্যাল সেন্টারে আহতরা চিকিৎসা নেন। মতিহার থানায় এ ব্যাপারে জিডি ও মামলা হয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে মানবাধিকার কর্মী ও খুলনার স্থানীয় দৈনিক প্রবাহের স্টাফ রিপোর্টার খলিলুর রহমান সুমনকে কতিপয় দুর্বৃত্ত এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে। ঘটনার দিন রাত ১১টার দিকে পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে পত্রিকা অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে নগরীর খালিশপুরের বঙ্গবাসী স্কুলের সামনে এলে দু'জন অজ্ঞাত দুস্কৃতিকারী তাঁকে পেছন থেকে জাপটে ধরে।

পরে আরো ৭/৮ জন তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সুমনের চোখ-মুখ বেঁধে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর ঘাড়ে, বুকে ও পেটে আঘাত করে পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর টেন্ডারবাজী, চাঁদাবাজী, সন্ত্রাসী ও দখলবাজী নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করায় সাংবাদিকদের উপর নেমে আসে নির্যাতন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পর বগুড়ার চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচন নিয়ে কথা বলায় আওয়ামী লীগের এক ক্ষমতাধর নেতা হাত-পা ভেঙ্গে দেয়ার হুমকি দেয় বগুড়া প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক বগুড়া'র সহকারী সম্পাদক রেজাউল হাসান রানুকে।

বিভিন্ন অপকর্মের চিত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় ২০০৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর দৈনিক যুগান্তরে'র ধুনট প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম, দৈনিক প্রথম আলো'র প্রতিনিধি মাসুদ রানা ও দৈনিক করতোয়া'র প্রতিনিধি এনামুল বারী বাদশাকে মারপিট করে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতারা। এর আগে তাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় আওয়ামী লীগ নেতার কার্যালয়ে।

সংবাদ পেয়ে পুলিশ ওই তিন সাংবাদিককে উদ্ধারের পর স্থানীয় স্বাস্থ্য

www.pathagar.com

কেন্দ্রে ভর্তি করে দেয়। এ ঘটনার কিছুদিন আগে দৈনিক যুগান্তর বগুড়ার অফিস প্রধান নাজমুল হুদা নাসিমকে হুমকি প্রদান করে ধুনটের আওয়ামী লীগ নেতারা। চোরাকারবারীদের ছবি তুলতে গিয়ে বগুড়ার আদমদীঘির সান্তাহার রেল স্টেশনে।

ডেইলী স্টার'র বগুড়ার সিনিয়র রিপোর্টার হাসিবুর রহমান বিলু। আওয়ামীলীগ নেতার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ১৮ অক্টোবর রাতে সদর থানায় মিথ্যা ২টি মামলা দায়ের করা হয়। পরের দিন তাকে থানায় ডেকে নেয়া হয়। এরপরের দিন আদালত থেকে তিনি জামিনে মুক্তি পান। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা ২টি মামলা তদন্তনাধীন রয়েছে।

এঘটনার কিছুদিন আগে দৈনিক মানবজমিন'র বগুড়া প্রতিনিধি জিয়া শাহীনের নামে দায়ের করা হয় মিথ্যা মামলা। বর্তমানে তিনি জামিনে রয়েছে। সবশেষ শেরপুরের সাংবাদিক শফিকুল ইসলামকে হুমকি প্রদান করেছে সন্ত্রাসীরা। এব্যাপারে সাধারণ ডাইরী করা হলেও প্রতিকার পাননি তিনি। এর আগে ওয়ান/ইলেভেনের সরকার মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে এনটিভি'র বগুড়া প্রতিনিধি মাহবুব লেমনকে। পরে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় মিথ্যা দুটি মামলা। যা থেকে দীর্ঘদিন কারাবাসের পর নির্দোষে মুক্তি পান তিনি।

চলতি ফেব্রুয়ারী মাসে গাইবান্ধা সদর ইউএনও অফিসে অশোভন আচরনের শিকার হয়েছেন দৈনিক ঘাঘটের ষ্টাফ রিপোর্টার মোক্তাদির রহমান রোমান।

এছাড়া বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর যশোরের অভয়নগরে দিনকাল প্রতিনিধি শেখ আসাদুল্লাহ আসাদের হাত ভেঙে দেয় শাসক দল আশ্রিত সন্ত্রাসীরা। জাতীয় নির্বাচনের পর জীবন বাঁচাতে বাঘারপাড়া থেকে যশোর শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন লোকসমাজের স্থানীয় প্রতিনিধি আকরামুজ্জামান। পালিয়ে বেড়াচ্ছেন দিনকালের বেনাপোল প্রতিনিধি আব্দুল মতিন।

চ্যানেল ওয়ানের বেনাপোল প্রতিনিধি কাজী শাজাহান সবুজ ও ইসলামী টিভির বেনাপোল প্রতিনিধি মশিউর রহমানকে প্রকাশ্যে মারপিট করে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। যশোরের মনিরামপুরে আমার দেশ প্রতিনিধি শাহীনুর রহমান পান্না জীবন বাঁচাতে সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে বাধ্য হয়েছেন। তা সত্ত্বেও তার অফিসটি রক্ষা পায়নি সন্ত্রাসীদের হাত থেকে।

পত্রিকাটির অভয়নগর প্রতিনিধি আশ্রয় নিয়েছেন ঢাকায়। দৈনিক পূর্বাঞ্চলের মনিরামপুর প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান শাসক দল নেতার দায়ের করা

www.pathagar.com

একাধিক মামলায় নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন আদালতে। আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষ নেতার আশীর্বাদপুষ্ট এক ব্যক্তি ভুয়া ডাক্তার দিয়ে ক্লিনিক পরিচালনা করছেন– এমন সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তাকে হয়রানির পথ বেছে নেয়া হয়।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য তরিকুল ইসলামের মালিকানাধীন লোকসমাজ পত্রিকা শার্শাসহ বিভিন্ন স্থানে সরকার সমর্থক সন্ত্রাসীরা বিপণনে বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে পত্রিকার পক্ষ থেকে ।

এর বাইরেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংবাদিক নির্যাতনের আরও বহু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, পুলিশ এসব ঘটনায় একেবারেই নির্বিকার। শাসক দল আশ্রিত সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে অসহায় হয়ে পড়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ সারাদেশের সাংবাদিকরা। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্থানে সাংবাদিকদের ওপর হামলা হচ্ছে। বিশেষ করে চলতি মাসে হামলা মামলা যে কোন সময়ের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, এমপি ও স্থানীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে ঘটনাগুলো ঘটছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে থানা-পুলিশও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বরং নির্যাতিত সাংবাদিকরাই আবার পুলিশের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। নির্যাতনের শিকার হয়েও কোন সাংবাদিক মামলা এমনকি ডিজি পর্যন্ত করতে পারছেন না। পুলিশসহ আইন প্রয়োগকারি সংস্থার সহযোগিতা চেয়েও পাওয়া যায় না।

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাভিশনের উপস্থাপিকা কাজী জেসিনকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা মোবাইল ফোনে এবং ই-মেইল এ হুমকি দিচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন এবং এ ব্যাপারে মোহাম্মদপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন। হুমকিদাতারা কাজী জেসিনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত 'পয়েন্ট অব অর্ডার' অনুষ্ঠানটি বন্ধ করতে হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগেও কাজী জেসিনকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা হত্যার হুমকি দেয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার টিভি টকশো নিয়ন্ত্রণে একটি নীতিমালা তৈরী করে নির্দেশনা দিয়েছে, ভিন্নমতের কাউকে আপাতত টকশোতে আনা যাবে না। ওই নির্দেশনায় বলা হয়েছে, টকশোগুলো অপরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে প্রচারিত হওয়ায় দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর বিরুপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

www.pathagar.com

এজন্য চ্যানেলগুলিকে নির্দেশনাদানকারী কতৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং টিভি কর্তৃপক্ষকে গাইড লাইন মেনেই টকশো চালানোর অঙ্গীকার করতে হবে। খসরা গাইড লাইনে কোনো ধরনের 'উস্কানিমূলক ' বক্তব্য, অন্ধ ও পক্ষপাতদুষ্ট মতামত এবং বাংলাদেশের আইনসিদ্ধ ও নির্বাচিত সরকারের প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো বক্তব্য প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে বলে উল্লেখ আছে।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ' অংশে বলা হয়েছিল, 'সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং সাংবাদিক নির্যাতন, তাদের প্রতি ভয়-ভীতি-হুমকি প্রদর্শন এবং সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হবে।

সাংবাদিক নির্যাতনের মতো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনা সরকারের জন্য, দেশের জন্য, দিন বদলের জন্য শুভ বার্তা বয়ে আনে না। সে বার্তা সচেতন মানুষমাত্রই বোঝেন। জরুরি হচ্ছে বার্তাটি বুঝতে পারা। মানুষের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করে সাংবাদিকতার মর্যাদাকে আরও উজ্জ্বল করাই সব নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে প্রত্যাশা।

সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ মনে করেন, ভিন্নমত প্রকাশের ব্যবস্থা রুদ্ধ করার জন্যই শাসক দলের ক্যাডার ও পুলিশ দিয়ে সাংবাদিকদের নির্যাতন করা হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হবে, ক্ষুণ্ন হবে সামাজিক স্থিতিশীলতা। আওয়ামী লীগ সরকার মনে হয় আগের মতো একদল-একমত কায়েম করতে চাইছে। কিন্তু স্বাধীনচেতা সাংবাদিকরা তা করতে দেবে না। নির্যাতনের বিরুদ্ধে সব সাংবাদিককে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

তথ্যসূত্র ঃ *মানবাধিকার সংগঠন অধিকার, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ম্যাস লাইন প্রিন্টার্স থেকে গত ডিসেম্বরে প্রকাশিত মুক্ত প্রকাশ এর 'প্রেক্ষাপট বাংলাদেশঃ সাংবাদিক নির্যাতন চিত্র ২০০৯, দৈনিক আমার দেশ, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ডেইলি স্টার, নিউ এজ।*

*** লেখক ঃ আমার দেশ পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি।*

www.pathagar.com

অধিকার এর বার্ষিক প্রতিবেদন-

২০০৯ সালে সাংবাদিক নির্যাতনের চিত্র

সাংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ঃ ৩১ জানুয়ারী ২০০৯ অনুমতিপত্র প্রদর্শনের পরও জাতীয় সংসদের বিশষ কমিটি ও হাউজ কমিটির সভার সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সংসদ ভবনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ডেপুটি সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস আসাদুল্লাহ চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, জাতীয় সংসদের স্পীকারের বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী, জাতীয় সংসদ অধিবেশনে না থাকলে কোন সাংবাদিক সংসদ ভবনে প্রবেশের অনুমতি পাবেন না

গত ১৩ এপ্রিল সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার সমকাল প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আল-আমিন বিপ্লবকে স্থানীয় সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিনের ক্যাডার বাহিনী কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে।

ওইদিন রাতেই তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর অবস্থা ছিল আশংকাজনক। সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন গফরগাঁওয়ের সব সাংবাদিকদের হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন "আমি গফরগাঁওয়ের এমপি, পাঁচ বছর আমার বিরুদ্ধে কিছু লেখা যাবে না। লিখলে আমি তাকে ছাড়ব না"।

গত ১ সেপ্টেম্বর দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় চুয়াডাঙ্গা সদর আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ও তার ছোট ভাই পৌর মেয়র সিরাজুল ইসলাম এর নামে প্রকাশিত "চুয়াডাঙ্গা চালাচ্ছে মেজভাই ছোট ভাই" শীর্ষক এক সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীরা আমার দেশ চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম ডালিমের মালিকানাধীন জনতা স্টোরে হামলা ও লুটপাট চালায়।

এরপর ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীরা জনতা স্টোরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং আমার দেশ পত্রিকার কপি পুড়িয়ে দেয়।

ওইদিন সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ কর্মীরা আরিফুল ইসলাম ডালিমের বাসায় হামলা করে তার স্ত্রী ও সন্তানসহ বাসার লোকজনকে মারধর করে এবং আসবাবপত্র ভাঙচুর ও লুট করে।

এছাড়াও উক্ত ঘটনার জের ধরে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীরা জনকন্ঠ-এর

www.pathagar.com

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি রাজীব আহম্মদ কচির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এবং প্রথম আলোর প্রতিনিধি শাহ আলমের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। একই দিন বিএনপি এবং ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় যে মামলা দায়ের হয় সেখানে আমার দেশ চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম ডালিমের ও প্রথম আলোর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি শাহ আলমকে আসামী করা হয়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর দৈনিক আমার দেশ পাবলিকেশন্সের চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের গাড়িতে দুস্কৃতিকারিরা হামলা করে। বিমান বন্দর সড়কে দুই মোটরসাইকেল আরোহী মাহমুদুর রহমানের গাড়ি অনুসরণ করে এবং বোমা সদৃশ্য একটি বস্তু গাড়ি লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে। এতে তার গাড়ির সামান্য ক্ষতি হয়।

গত ৭ ডিসেম্বর কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (সংশোধন) আইন–২০০৯ এর খসড়া মন্ত্রীসভার বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়। এ খসড়া সংশোধনীতে বলা হয়েছে সম্পাদক, প্রকাশক, সাংবাদিক ও লেখকদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

গত ১৭ ডিসেম্বর আমার দেশ পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রীর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও সরকারের জ্বালানি উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-এলাহীর বিরুদ্ধে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপনের জন্য বিনা টেন্ডারে ৩৭০ কোটি টাকার কাজ ঘুষের বিনিময়ে দেয়ার অভিযোগ সম্পর্কিত খবর প্রকাশের পর ওই দিনই বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ও এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে হুমকি দেন।

এ সংবাদ প্রকাশের জন্য আমার দেশ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, প্রকাশক হাসমত আলী এবং বিশেষ প্রতিনিধি এম আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে ঢাকা, নাটোর, খুলনা, যশোর, খাগড়াছড়ি, জামালপুর, নড়াইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, চট্টগ্রাম, জয়পুরহাট এবং মাগুরায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা মানহানির মামলা দায়ের করেন।

এ সংবাদের জের ধরে গত ১৯ ডিসেম্বর আমার দেশ-এর বিশেষ প্রতিনধি এম আবদুল্লাহ এর ওপর বোমা হামলা হয় বলে খবর প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

এ সময় এম আবদুল্লাহ্ তাঁর টঙ্গীর বাসা থেকে ব্যক্তিগত গাড়ীতে করে অফিসে আসছিলেন। এ ঘটনায় পুলিশ তাঁর মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

গত ২১ ডিসেম্বর মাগুরা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মাহমুদুর রহমান, হাসমত আলী এবং এম আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাভিশনের উপস্থাপিকা কাজী জেসিনকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা মোবাইল ফোনে এবং ই-মেইলে হুমকি দিচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন এবং এ ব্যাপারে মোহাম্মদপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন। হুমকিদাতারা কাজী জেসিনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত 'পয়েন্ট অব অর্ডার' অনুষ্ঠানটি বন্ধ করতে হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগেও কাজী জেসিনকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা হত্যার হুমকি দেয়।

গত ৬ ডিসেম্বর রাজশাহীর পুঠিয়ার আমার দেশ প্রতিনিধি আব্দুল জব্বারকে স্থানীয় যুবলীগ কর্মীরা অপহরণ করে। 'পুঠিয়ায় শ্লীলতাহানির দায়ে যুবলীগ কর্মীর জরিমানা' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করায় পুঠিয়া উপজেলা যুবলীগ সভাপতি আওলাদ হোসেনের নেতৃত্বে ৮/১০ জনের একটি দল তাঁকে অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়।

গত ১৬ ডিসেম্বর সিলেটের বিশ্বনাথে চাঁদাবাজির সংবাদ প্রকাশ করায় ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় চার সাংবাদিক আহত হন। এ সময় ছাত্রলীগের কর্মীরা সাংবাদিকদের কাছ থেকে তিনটি ক্যামেরা ছিনিয়ে নেন। হামলায় দৈনিক মানচিত্রের ব্যুরো প্রধান শাহ্ তোফাজ্জল হোসেন ভান্ডারী, ফটো সাংবাদিক সালেহ আহম্মদ শান্ত, দৈনিক যুগভেরীর প্রতিনিধি আশিক আলী ও দৈনিক মুক্ত খবরের ফজল খান আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁদের সিলেট ওসমানী মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গত ১৮ ডিসেম্বর বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলায় সংবাদ প্রকাশের জের ধরে অওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা দৈনিক যুগান্তরের ধুনট প্রতিনিধি রফিকুল আলম এবং প্রথম আলোর ধুনট প্রতিনিধি মাসুম রানাকে তাঁদের দলীয় অফিসে আটক করে শারীরিক নির্যাতন করেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার টিভি টকশো নিয়ন্ত্রণে একটি নীতিমালা তৈরী করে নির্দেশনা দিয়েছে, ভিন্নমতের কাউকে আপাতত টকশোতে

www.pathagar.com

আনা যাবে না।

ওই নির্দেশনায় বলা হয়েছে, টকশোগুলো অপরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে প্রচারিত হওয়ায় দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। এজন্য চ্যানেলগুলিকে নির্দেশনাদানকারী কতৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং টিভি কর্তৃপক্ষকে গাইড লাইন মেনেই টকশো চালানোর অঙ্গীকার করতে হবে।

খসড়া গাইড লাইনে কোনো ধরনের 'উস্কানিমূলক' বক্তব্য, অন্ধ ও পক্ষপাতদুষ্ট মতামত এবং বাংলাদেশের আইনসিদ্ধ ও নির্বাচিত সরকারের প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো বক্তব্য প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে বলে উল্লেখ আছে।

*** সূত্র: ২৪ ডিসেম্বর ২০০৯ দৈনিক আমার দেশ।*

www.pathagar.com

সাংবাদিক নির্যাতন নিয়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) রিপোর্ট

সাংবাদিক নির্যাতন ২০১০

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি (১৫)

ক্রমিক নং	নির্যাতনের ধরন	সংখ্যা
১	আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন/হুমকি/হয়রানি	৩ জন
২	প্রাণনাশের হুমকি	৮ জন
৩	সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি/বোমা নিক্ষেপ	১৪ জন
৪	জামায়াত ও শিবির কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি	৩ জন
৫	আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠন কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি	২৪ জন
৬	অন্যান্য	৩ জন

সাংবাদিক নির্যাতন ২০০৯

জানুয়ারী-ডিসেম্বর

ক্রমিক নং	নির্যাতনের ধরন	সংখ্যা
১	আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন/হুমকি/হয়রানি	১১ জন
২	প্রাণনাশের হুমকি	১৯ জন
৩	সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি/বোমা নিক্ষেপ	৭৯ জন
৪	প্রকাশিত সংবাদের জন্য মামলা	৮৪ জন
৫	জঙ্গি সংগঠন কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি	২ জন
৬	সন্ত্রাসী কতৃক খুন	৪ জন

www.pathagar.com

৭	আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠন কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি	৪১ জন
৮	বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠন কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি	৩ জন
৯	বিডিআর কর্তৃক হামলা ও নির্যাতন	৫ জন
১০	সাংবাদিক কর্তৃক সাংবাদিক নির্যাতন	১ জন
১১	ঢাকা শিক্ষার্থীদের হামলায় আহত	১০ জন
১২	অন্যান্য	১১ জন

সাংবাদিক নির্যাতন ২০০৮

জানুয়ারী-ডিসেম্বর

ক্রমিক নং	নির্যাতনের ধরন	সংখ্যা
১	আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন/হুমকি/হয়রানি	১৬ জন
২	প্রাণনাশের হুমকি	১০ জন
৩	সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি/বোমা নিক্ষেপ	৩৬ জন
৪	প্রকাশিত সংবাদের জন্য মামলা	২২ জন
৫	শিবির কর্তৃক প্রাণনাশের হুমকি	১ জন
৬	প্রকাশিত সংবাদের জন্য হুমকি/হয়রানি	১৫ জন
৭	ছাত্রলীগ কর্তৃক নির্যাতন/হামলা	৩ জন
৮	ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্তৃক নির্যাতন/হামলা	৩ জন
৯	ছাত্রদল কর্তৃক নির্যাতন/হামলা	৮ জন
১০	জাবি শিক্ষার্থীদের হামলায় আহত	৫ জন
১১	জাপা কর্তৃক হামলা	৬ জন

www.pathagar.com

সাংবাদিক নির্যাতন ২০০৭

জানুয়ারী-ডিসেম্বর

ক্রমিক নং	নির্যাতনের ধরন	সংখ্যা
১	আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন/হুমকি/হয়রানি	৯৭ জন
২	প্রাণনাশের হুমকি	৫৬ জন
৩	সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি	৭২ জন
৪	সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্যাতন/হুমকি/হয়রানি	৫ জন
৫	প্রকাশিত সংবাদের জন্য মামলা	৬৩ জন
৬	সংবাদ প্রকাশের জন্য পত্রিকার বিরুদ্ধে উকিল নোটিশ	২ জন
৭	সংবাদ প্রকাশের জন্য পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা	৩ জন
৮	শিবির কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হয়রানি	৩ জন
৯	বিএনপি কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি	৮ জন
১০	জঙ্গি সংগঠন কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি	৩৭ জন
১১	সন্ত্রাসী কতৃক খুন	৩ জন
১২	ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্তৃক নির্যাতন/হামলা	১০ জন
১৩	ছাত্রলীগ কর্তৃক নির্যাতন/হামলা	৭
১৪	অন্যান্য	৮ জন
১৫	প্রকাশিত সংবাদের পত্রিকা বন্ধ ঘোষণা	২ টি

*** সূত্র ঃ প্রথম আলো, সংবাদ, ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, ইনকিলাব, সমকাল, নয়া দিগন্ত, আমার দেশ, ডেইলি স্টার ও নিউ এজ।*

www.pathagar.com

টেবিল নং ৫ঃ
সাংবাদিক/ সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ-২০০৯

Month (s)	Kill-ed	Inj-ured	Assa-ulted	Atta cked	Arrest ed	Abd ucted	Thr eate ned	Sued	Oth er Viol ence	Total
Jan	0	13	2	2	0	0	3	0	8	28
Feb	0	1	2	1	0	0	2	0	0	6
Mar	0	4	1	0	0	0	0	0	1	6
Apr	0	7	4	0	0	0	8	0	0	19
May	0	9	0	2	0	0	23	0	0	34
June	0	7	1	2	0	1	2	0	1	14
July	1	4	1	6	0	0	2	3	0	17
Aug	1	2	0	0	0	0	3	0	0	6
Sep	0	6	11	2	0	0	5	10	4	38
Oct	1	9	10	0	0	0	12	1	2	35
Nov	0	9	4	1	0	0	8	2	3	27
Dec	0	13	9	0	1	1	5	7	0	36
Total	**3**	**84**	**45**	**16**	**1**	**2**	**73**	**23**	**19**	**266**

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

সাংবাদিক নির্যাতন চিত্র ২০০৯

কবিতা কস্তা

ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে 'দিনবদলের সরকার' পর্যন্ত সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশ বরাবরই বিপজ্জনক। এ কথা অস্বীকার করার মতো কোনো প্রমাণ আমাদের জানা আছে কি ? এর পরে প্রমাণ মিলাতে গিয়ে দেখা যায় যে, বহু সংবাদপত্র স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে, নানা ভাবে প্রকাশনা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য গণমাধ্যমের অবদান উল্লেখ করার মতোই। কিন্তু মতপ্রকাশ করতে গিয়ে অনেক গণমাধ্যমকর্মীই দেশের বিভিন্ন স্থানে হত্যা, হয়রানি, অপহরণ,নির্যাতনসহ নানারকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। সাংবাদিকতায় সাহসী অবদান রাখার জন্য অনেকে দুর্বৃত্তদের হামলায় মারা গেছেন তাদের হত্যাকারীদের বিচার না হওয়ায় সন্ত্রাসীদের নগ্ন থাবা বন্ধ হয়নি। এরা নির্যাতনসহ মিথ্যে মামলা দিয়ে সাংবাদিকদের কলম বন্ধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

তবে কোনো কিছু পরোয়া না করে এসব কলমসৈনিকেরা জাতির সামনে সত্য খবর উপস্থাপন করছেন এবং বিনিময়ে হত্যাচেষ্টার শিকার হচ্ছেন। মহাজোট সরকারের সময়কালের এসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে নির্বিবাদে এবং নির্যাতনের এহেন ঘটনাসমূহ স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য ভালো সঙ্কেত দেয় না।

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০০৯ সময়কালে দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আমার দেশ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ডেইলি স্টার, নিউ এজ পত্রিকায় প্রকাশিত সাংবাদিক নির্যাতন বিষয়ক প্রতিবেদন অনুসন্ধানে জানা যায় এ সময়কালে নির্যাতনের শিকার শতাধিক তারও বেশি সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা অর্থাৎ হামলা ও মামলার অর্ধশত বড় ঘটনা ঘটেছে।

এ ছাড়া পত্রিকা বিলি করতে না দেওয়া, পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ, এজেন্টদের দোকানে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে অনেক। সরকারি দলের

www.pathagar.com

নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি পুলিশ সদস্যরাও এর থেকে পিছিয়ে নেই। তারা নিজেরাই বাদী খুঁজে এনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করাচ্ছে বলে বেশ কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রথম আলো, আমার দেশ, সমকাল, যুগান্তর, ইত্তেফাক, সংবাদ, ভোরের কাগজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, নয়াদিগন্ত, মানবজমিন, দিনকাল, জনকণ্ঠ, এবং বিভিন্ন জেলা থেকে প্রকাশিত আঞ্চলিক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকরা এ সময়ে নির্যাতনের শিকার হন।

সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, লুটপাট, দুর্নীতি, দখল এবং বাড়াবাড়ির বিষয়ে সংবাদপত্রগুলোতে খবর ছাপা হলেই নির্যাতনকারীরা সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ওপর রুষ্ট ও চড়াও হন এদের অধিকাংশই ক্ষমতাসীন দলের।

নির্যাতনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো হচ্ছে ঃ জানুয়ারিতে বোমা হামলা চালানো হয় এনটিভি, ইউএনবি ও লোকসমাজের (যশোর থেকে প্রকাশিত) বেনাপোল প্রতিনিধি মিলনের অফিসে। আতঙ্কে লোকসমাজ থেকে ইস্তফা দেন মহসিন মিলন। এ ছাড়া উল্লেখিত মাসেই চ্যানেল ওয়ানের বেনাপোল প্রতিনিধি মশিউর রহমানকে প্রকাশ্যে মারধর করে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়।

যশোর জেনারেল হাসপাতাল গেটে বহু লোকের সামনে অবৈধ রক্ত ব্যবসায়ীরা পিটিয়ে আহত করে স্থানীয় পত্রিকা লোকসমাজের স্বাস্থ্যবিষয়ক রিপোর্টার বি এম আসাদকে। একই ঘটনায় মামলা হলেও কোনো আসামি আটক করেনি পুলিশ। উপরন্তু আসামিরা থানায় হাজির হয়ে মিথ্যা মামলা করেছে সাংবাদিক আসাদের বিরুদ্ধে।

রাজশাহীর জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, যাকে জানুয়ারি মাসেই দুইবার হত্যার হুমকি দেয় বাংলা ভাইয়ের অনুসারীরা। রূপগঞ্জে অব্যাহতভাবে মাদকসহ বিভিন্ন অপকর্মের সংবাদ প্রকাশ করায় স্থানীয় সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে মাদক সন্ত্রাসীরা। ফলে জেলার ২৫ সাংবাদিক বর্তমানে চরমভাবে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন।

সিলেটে সংগ্রাম সিংহকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নির্যাতন চালায়। পুঠিয়ায় ত্রিমোহনীতে এনএনবি-এর সাংবাদিককে বেধড়ক পিটিয়েছে পুঠিয়া পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক। ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে হামলা চালানো হয় দৈনিক সমকালের গফরগাঁও প্রতিনিধি আল আমিন বিপ্লবের ওপর। একই দিন দুপুরে গফরগাঁওয়ের মাইজবাড়ি রোডে

www.pathagar.com

স্থানীয় এমপি গিয়াসউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বিপ্লবের কথা কাটাকাটি হয়। সন্ধ্যায় বিপ্লব স্থানীয় গণি কম্পিউটারে বসে রিপোর্ট লেখার সময় ছাত্রলীগ-যুবলীগের কয়েকজন ক্যাডার তার ওপর হামলা করে। বিপ্লবকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করা হয়। তাকে পঙ্গুত্ব বরণ করে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিতে হয়। এ ঘটনায় ২৩ সাংবাদিক জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে গফরগাঁও থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন।

খুলনার কয়রা উপজেলা প্রেসক্লাবে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা দুই সাংবাদিককে জখম করেছে। সংবাদ প্রকাশের জের ধরে এ ঘটনা ঘটায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের একাংশ। এ ছাড়া খুলনা জেলা কৃষক লীগের সভাপতি অপর এক ঘটনায় একই কারণে একসাথে ১২ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দুটি মানহানির মামলা দায়ের করেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল, 'পঞ্চগড়ে সরকারী অফিসে এখনও জনকণ্ঠ নিষিদ্ধ, বিজ্ঞাপন বন্ধ'। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ সরকার এখন ক্ষমতায়, জনকণ্ঠ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলে; অথচ পঞ্চগড়ের বিভিন্ন সরকারি দফতরে জনকণ্ঠ নিষিদ্ধ।

'রাজশাহী শহরে সাংবাদিকতা করতে হলে এসআই কামরুজ্জামানকে চিনতেই হবে। যদি না চিনে থাকেন তাহলে আপনি সাংবাদকই না' এই দম্ভোক্তি করে দৈনিক ভোরের কাগজ-এর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির আইডেন্টিটি কার্ড ছিড়ে ফেলেছেন মহানগর রাজপাড়া থানার এসআই কামরুজ্জামান। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা এটি।

সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ১৭ দিনের ব্যবধানে ফরিদপুরে ৮ সাংবাদিকের নামে চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে এ বছর জুলাই মাসে। ওই মামলায় ১৫ জনকে আসামি করা হলেও এর মধ্যে নয়া দিগন্ত পত্রিকার বোয়ালমারী প্রতিনিধি নাজমুল হক, ইত্তেফাক প্রতিনিধি রিজাউল হক, ডেসটিনি প্রতিনিধি আমিরুল চৌধুরী ও স্থানীয় সাপ্তাহিক আল-হেলাল পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এনামুল হক, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রফিকুল হক ও রিপোর্টার মনোয়ার হোসেনও রয়েছেন। ৫ জুলাই দৈনিক ইনকিলাবের ফরিদপুর সংবাদদাতা বকাউলের নামে কোতোয়ালি থানায় একটি চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়। এ ছাড়া ১৯ জুলাই প্রথম আলোর ভাঙ্গা প্রতিনিধি অজয় দাস ও যুগান্তর-এর ভাঙ্গা প্রতিনিধি আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেন উপজেলার এক ইউনিয়ন চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

উল্লিখিত মাসে নওগাঁয় চাঁদাবাজির মামলায় এটিএন বাংলার সাংবাদিক ও রানীনগর মহিলা কলেজের প্রদর্শক রায়হান আলম, তার সহযোগী রফিকুল ইসলাম, জেমস ও তোতাসহ প্রত্যেক আসামির ৭ বছর করে সশ্রম কারাদন্ড, ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস করে সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। ঘটনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো কারণ উল্লেখ নেই।

আগস্ট মাসে একটি জাতীয় দৈনিকে গলাচিপায় নদী দখল করে মার্কেট করা সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। ওই রিপোর্ট প্রকাশের পর স্থানীয় সাংসদের অনুসারীরা রিপোর্টারকে নানাভাবে হয়রানি করেছে। তারা রিপোর্টারের নামে চাঁদাবাজির মিথ্যা মামলাসহ পরে আরও দুটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে- যার একটি ধর্ষণের, অন্যটি প্রতারণার। তার পরও পুলিশ সেই রিপোর্টারের বাসায় হানা দিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক এখন সপরিবারে এলাকা ছাড়ল এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় সেখানে আরও কয়েকজন সাংবাদিককে ক্ষমতাসীনদের অনুসারীরা লাঞ্ছিত করে। পুলিশ লাঞ্ছিত সাংবাদিকদের উদ্ধার করলেও নিরাপত্তা দিতে অপারগতা জানায়। এসব ঘটনার পূর্বেও চুয়াডাঙ্গা, যশোর ও রাজশাহীতে সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আর সবগুলো নির্যাতনের ঘটনায় অভিযোগের আঙুল ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে। মহাজোট সরকারের ৮ মাসে মোট ১৫ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হন কেবল দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে।

'র‍্যাবের বিরুদ্ধে সাংবাদিক নির্যাতনের অভিযোগ'- ২৩ অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোর একটি সংবাদ শিরোনাম। আগের দিন অর্থাৎ ২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকালে র‍্যাব-১০-এর সদস্যরা সাদা পোশাকে ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ-এর স্টাফ রিপোর্টার এফ এম মাসুমের যাত্রাবাড়ীর ভাড়া বাসায় যান। তারা দরজা খোলার জন্য ডাকাডাকি করতে থাকেন। দরজা খুলতে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় র‍্যাবের সদস্য ফাইট লেফটেন্যান্ট আনিসুর রহমান ভাড়াটে মাসুমকে আটকের পর বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেন। মাসুম নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে নির্যাতন বন্ধ করার অনুরোধ করলে র‍্যাবের সদস্যরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে ঘরের মধ্যে হাত-পা ও চোখ বেঁধে পেটানো হয়। তার ঘরে মাদকদ্রব্য রেখে তা ভিডিওতে ধারণ করা এবং মাদকব্যবসায়ী হিসেবে অভিযুক্ত করার পরে পত্রিকার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে রাত সাড়ে ১০টায় তিনি ছাড়া পান।

আটক-নির্যাতন র‍্যাবের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের সাম্প্রতিক নজির।

www.pathagar.com

এফ এম মাসুমকে যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার সাংবাদিকতার পরিচয় সম্পর্কে সজ্ঞান হয়েই তাকে নিপীড়ন করা হয়েছে, তা ভাবা অমূলক নয়। তাকে সবার সামনে প্রহার করে তার ঘরে মাদকদ্রব্য রেখে তা ভিডিওতে ধারণ করা এবং মাদকব্যবসায়ী হিসেবে অভিযুক্ত করার মতো কাজ যে কোনো আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা করতে পারে, এটা অভাবনীয়। কিন্তু এই অভাবনীয় অমানবিক কাজই করা হয়েছে। নির্যাতিত এই সাংবাদিকের অভিযোগ মামলা হিসেবে নেয়নি পুলিশ।

নভেম্বর ৬ তারিখে প্রথম আলো, সমকাল ও মানবজমিন বাঞ্ছারামপুর প্রতিনিধি মাদকের ব্যবসাসংক্রান্ত খবর সংগ্রহ করতে গেলে উপজেলা আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক মোঃ মমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে যুবলীগ ও মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের ওপর হামলা চালায় এবং স্থানীয় একটি দোকানে এক ঘন্টা আটকে রাখে। পরে মাদক বিক্রেতা ও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ লেখা যাবে না উল্লেখ করে মুচলেকা লিখিয়ে সাংবাদিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় সাংবাদিকেরা বাঞ্ছারামপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা করেন।

১২ নভেম্বর পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য আর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়- 'লালমনিরহাট শহরের মিশন মোড় চত্বরে ছাত্রলীগ-যুবলীগ নামধারী একদল যুবক বুধবার সন্ধ্যায় দৈনিক যুগান্তর ও আমার দেশসহ কয়েকটি পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করেছে।' এসব পত্রিকায় তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে বলে তাদের দাবি। সন্ত্রসীদের হুমকির মুখে প্রাণভয়ে লালমনিরহাট ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কয়েকজন সাংবাদিক। তাদের পরিবারে বিরাজ করছে চরম উৎকণ্ঠা।

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা এবং বিভিন্ন মহল থেকে নানা প্রকার হুমকির প্রতিবাদে ঈশ্বরদী প্রেসক্লাবে তিন দিনব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। চরফ্যাশনে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে র‍্যালি, মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। ঠাকুরগাঁওয়ে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গলাচিপায় সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুবদল বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

www.pathagar.com

বিভাগভিত্তিক নির্যাতনের তথ্য ঃ

সারা দেশে যেখানে মোট ১৪৩টি ঘটনায় ২৭৫ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার সেখানে এর অর্ধেকের বেশি ঘটনাই ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। উল্লিখিত সময়ে বিভাগ- ওয়ারি দেখতে গিয়ে দেখা যায় ঢাকা বিভাগে সাংবাদিক নির্যাতিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। আর তার পরিমান হচ্ছে মোট ১৪৪ জন। চট্টগ্রাম বিভাগে মোট ৩২ জন সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন ও হেনস্তার শিকার হয়েছেন। রাজশাহী বিভাগে ৪০ জন এবং খুলনা বিভাগে ২৮ সাংবাদিক, বরিশাল বিভাগে ২১ জন ও সিলেট বিভাগে ১০ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। উল্লিখিত সময়ে মোট ০৪ সাংবাদিককে দুর্বৃত্তরা হত্যাও করেছে। যারা এই হত্যাকান্ডের শিকার তারা হচ্ছেন- ১) ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় এনটিভির ভিডিও এডিটর আতিকুল ইসলাম আতিক, ২) জুলাই মাসে ঢাকার পাক্ষিক মুক্তমন-এর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল ইসলাম ওরফে রানা, ৩) আগস্ট মাসে গাজীপুর জেলায় ঢাকার সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক সময়-এর নির্বাহী সম্পাদক এম এম আহসান হাবিব বারী, ৪) ডিসেম্বরে রূপগঞ্জে দৈনিক ইনকিলাব সংবাদদাতা ও রূপগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহসভাপতি আবুল হাসান আসিফ। এ ৪টি হত্যাকান্ডই ঘটেছে ঢাকা বিভাগের অধীনে।

সারা দেশে জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর ২০০৯-এ সাংবাদিক নির্যাতনের মাসওয়ারি ঘটনা, নির্যাতিত সাংবাদিক ও নির্যাতনের ধরন নিম্নে তুলে ধরা হলো-

জানুয়ারি ঃ ঘটনা ১০টি, শিকার ১৮ জন সাংবাদিক। তন্মধ্যে প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হয় ৫ জনকে, বিভিন্নভাবে হুমকির শিকার হন ১১ জন, ১ জন হামলার শিকার। তাছাড়া সিলেটে অপহরণের পর যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার সংগ্রাম সিংহকে নির্যাতন করা হয় এ সময়।

ফেব্রুয়ারি ঃ ১৬টি ঘটনায় ৩০ জন সাংবাদিক নির্যাতিত হন এ মাসে। সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন এনটিভির ভিডিও এডিটর আতিকুল ইসলাম আতিক। ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থল মগবাজারের কাছে ঘটে ঘটনাটি। পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে বাসায় ফেরার পথে ছিনতাইকারীরা তার মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনা। এ ছাড়া হত্যার হুমকি দেওয়া হয় ৪ জনকে, বিভিন্নভাবে হামলা অথবা হুমকির শিকার হন ১৯ জন, ১ জনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা মামলা করা হয় এবং ২ জন মিথ্যা অপহরণ মামলার শিকার হন, অপহরণ করা হয় ১ জনকে, লাঞ্ছনার শিকার হন ২ জন সাংবাদিক।

www.pathagar.com

মার্চ ঃ ১৭ জন সাংবাদিক এ মাসে মোট ১৩টি ঘটনায় নির্যাতনের শিকার হন। বিভিন্নভাবে হামলার শিকার ও আহত হন ১২ জন সাংবাদিক, হত্যার হুমকি দেওয়া হয় ১ জনকে, লাঞ্ছিত হন ২ জন, হুমকির শিকার ১ জন ও মিথ্যা মামলার শিকার হন ১ জন।

এপ্রিল ঃ ঘটনা ৯টি, শিকার ১৯ জন। হামলার শিকার হন ৭ জন, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় ৫ জনকে, ছাত্রলীগের হিটলিস্টে থাকা জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ সাংবাদিককে হুমকি প্রদান করা হয়, কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে সংবাদ প্রতিনিধির বাড়ি দখলের হুমকি প্রদান করেন একটি প্রভাবশালী পরিবারের সন্ত্রাসীরা ও চট্টগ্রামে সিএমপির খুলশী থানা ওসি এনায়েত কবিরের অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপারে অভিযোগ করায় ১ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে জিডি করেন ওসি।

মে ঃ ঘটনা ৩, শিকার ২৪। উল্লিখিত মাসে শুধু সংবাদ প্রকাশের জের ধরে খুলনায় স্থানীয় কৃষক লীগ নেতা ১২ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন, রূপগঞ্জে সন্ত্রাসীরা ১০ সাংবাদিককে হত্যার হুমকি প্রদান করে ও ঢাকায় সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দু'জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে নালিশি মামলা করেন।

জুন ঃ ঘটনা ১০, শিকার ১৯ জন। এ মাসেও সংবাদ প্রকাশের জের ধরে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় ৯ সাংবাদিককে এবং আহত ও মারধরের শিকার ১০।

জুলাই ঃ ১৮ জন সাংবাদিক শিকার হন মোট ১০টি ঘটনায়। তন্মধ্যে পাক্ষিক মুক্তমন-এর স্টাফ রিপোর্টার নুরুল ইসলাম ওরফে রানা নামে ১ সাংবাদিককে ঢাকায় সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে হত্যা করে, পুলিশ দ্বারা নাজেহাল হন ১ জন ও পুলিশ দ্বারা মামলার শিকার ১ জন, বিভিন্নভাবে মামলার শিকার ১১ জন, হামলা ও হুমকির শিকার ৩ জন এবং মানহানি মামলায় দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আমলি আদালত।

আগস্ট ঃ এ মাসে ৬টি ঘটনার মধ্যে ৬ সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার। এম এম আহসান হাবীব বারী (ঢকার সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক সময়-এর নির্বাহী সম্পাদক) গাজীপুরে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। এছাড়া নির্যাতন ও হমলার শিকার হয়েছেন ৩ জন, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় ১ জন সাংবাদিককে এবং ঢাকার বাড্ডায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দৈনিক আমাদের সময় স্টাফ রিপোর্টার সঞ্চিতা নিজামের জমি দখল করে নেন সন্ত্রাসীরা।

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর ঃ ঘটনা ২৫, শিকার ৩৩ জন সাংবাদিক। আহত ৬, মামলার হুমকি ৩, ষড়যন্ত্রমূলক-মানহানি-হয়রানিমূলক মামলা ৬ জনের বিরুদ্ধে, হুমকির শিকার ২ জন, হয়রানিমূলক মামলায় ১ সাংবাদিক এবং চাঁদাবাজি-ধর্ষণ-প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলা হয় ২ সাংবাদিকের নামে। এ ছাড়া লাঞ্ছিত ৫ জন, হামলার শিকার ৪ জন ও হত্যার হুমকি দেওয়া হয় ২ জন সাংবাদিককে। নিরাপত্তার অভাবে এ সময়ে চাকরিও ছেড়েছেন যশোরে লোকসমাজ পত্রিকার প্রতিনিধি মনিরুল ইসালাম মনি।

অক্টোবর ঃ ১৫টি ঘটনা ঘটেছে এ মাসে যাতে শিকার হয়েছেন মোট ৪১ সাংবাদিক। একমাসে এত সাংবাদিক নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা এ বছরে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এদের মধ্যে আহত হয়েছেন ০৪ জন, হত্যার হুমকির শিকার ২ জন, লাঞ্ছিত হন ১ জন, হামলার শিকার ৭ জন। মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে সংবাদ প্রকাশের জেরে ২ সাংবাদিককে অবরুদ্ধ করে রাখে সন্ত্রাসীরা। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার মামলার (চাঁদাবাজি-হয়রানিমূলক-ক্ষতিপূরণ-জিডি) শিকার ২২ সাংবাদিক। টঙ্গীতে মাদক বেচাকেনা সংক্রান্ত খবর প্রকাশ করায় যুগান্তরের এক সাংবাদিক নাজেহাল হন। প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয় ১ জনের ও নারায়ণগঞ্জে ফটোসাংবাদিক আমির হোসেনকে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে অপহরণ করে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে সন্ত্রাসীরা, এ ঘটনায় ১ জনকে আটক করা হয়।

নভেম্বর ঃ এ মাসে ১৩টি ঘটনায় ৩০ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার। তার মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাদক ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের কাজ করতে গেলে ৩ সাংবাদিক স্থানীয় আওয়ামী লীগের এক নেতার ক্যাডার কর্তৃক মারধরের শিকার হন। বগুড়ায় সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ডেপুটি কমিশনার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ প্রদান করেন। এ ছাড়া পটুয়াখালীর সংসদ সদস্য গোলাম মওলা রনি সংবাদ প্রকাশের জের ধরে দেশের চারটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক ও প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন এ মাসে। গাজীপুরে ১ জন ও রূপগঞ্জে ৩ জন সাংবাদিককে সংবাদ প্রকাশের জেরে প্রাণনাশের হুমকি, ঢাকায় নয়া দিগন্তের এক সাংবাদিকের কাছে চাঁদা দাবি করে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা। দুই দফায় তারা এক সাংবাদিককে প্রণনাশের হুমকিসহ তার ছোট ছেলেকে অপহরণের হুমকি প্রদান করে। লালমনিরহাটে সংবাদ প্রকাশের জেরে কয়েকটি পত্রিকায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটানোসহ স্থানীয় সাংবাদিকদের হুমকি প্রদান করার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন সাংবাদিক বাড়িছাড়া। চারিদিকে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

ডিসেম্বর ঃ ১৩টি ঘটনায় ২০ জন শিকার। রূপগঞ্জে দৈনিক ইনকিলাব-এর সংবাদাতা ও প্রেসক্লাবের সহসভাপতি আবুল হাসান আসিফকে সংবাদ প্রকাশের জেরে হত্যা করা হয়। হামলার শিকার ৮ জন, মামলার শিকার ৭ জন, মারধর করা হয় ২ জনকে, ১ জন লাঞ্ছিত ও ১ জন সাংবাদিক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এ মাসে।

২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ' অংশে বলা হয়েছিল, 'সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্যপ্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা হবে। সকল সাংবাদিক হত্যার দ্রুত বিচার করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং সাংবাদিক নির্যাতন, তাদের প্রতি ভয়-ভীতি-হুমকি প্রদর্শন এবং সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হবে।

সাংবাদিক নির্যাতনের মতো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনা সরকারের জন্য, দেশের জন্য, দিন বদলের জন্য অশুভ বার্তা বয়ে আনে। সে বার্তা সচেতন মানুষমাত্রই বোঝেন। জরুরি হচ্ছে বার্তাটি বুঝতে পারা। মানুষের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করে সংবাদিকতার মর্যাদাকে আরও উজ্জ্বল করাই সব নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে প্রত্যাশা।

(এমএমসি রিপোর্ট)

তথ্যসূত্র ঃ *জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৯ দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আমার দেশ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ডেইলি স্টার, নিউ এজ।*

www.pathagar.com

রোষানলে সাংবাদিক

আলাউদ্দিন আরিফ

ক্ষমতাসীন দলের রোষানলে পড়েছেন সাংবাদিকরা। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সরকারি দলের ক্যাডারদের হামলা-মামলার শিকার হচ্ছেন তারা। দেশজুড়েই সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ শুরু হয়েছে। তাদের রোষানলে পড়ে অনেক সাংবাদিক এখন ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কেউ কেউ জেল খাটছেন।

কেউ আবার পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। অনেকে মামলার হুলিয়া নিয়ে চরম আতঙ্ক ও ভীতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। স্বাধীনভাবে তারা কাজ করার সাহস পাচ্ছেন না। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাংবাদিকরা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অসহায় হয়ে পড়েছেন।

চলতি মাসেই পটুয়াখালী, গলাচিপা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, শরিয়তপুর ও ঝিনাইদহে চাঁদাবাজি, প্রতারণা, হত্যার চেষ্টা, ছিনতাই ধর্ষণসহ বিভিন্ন অভিযোগ সাজিয়ে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ১১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বহু সাংবাদিক এখন আসামির কাঠগড়ায়। অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, সরকারি দলের সমর্থক সন্ত্রাসীদের হামলায় শতাধিক সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, গত ৯ মাস নির্যাতনের শিকার শতাধিক সাংবাদিকের মধ্যে হামলা-মামলার ৪৯টি বড় ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও পত্রিকা বিলি করতে না দেয়া, পত্রিকায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে অনেক। সরকারি দলের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি অতিউৎসাহী পুলিশ সদস্যরাও এর থেকে পিছিয়ে নেই।

তারা নিজেরাই বাদী খুঁজে এনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করাচ্ছে বলে বেশ কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি দলের সর্বাধিক রোষানলে পড়েছে দৈনিক আমার দেশ-এর সাংবাদিকরা। শুধু আমার দেশই নয় প্রথম আলো, সমকাল, যুগান্তর, নয়া দিগন্ত, মানবজমিন, দিনকাল ও জনকণ্ঠ-এর সাংবাদিকরাও রক্ষা পাননি। রক্ষা পাননি বিভিন্ন জেলা থেকে প্রকাশিত আঞ্চলিক পত্রিকা এবং টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকরাও।

www.pathagar.com

সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারদের লুটপাট, দুর্নীতি, দখল এবং বাড়াবাড়ির বিষয়ে সংবাদপত্রগুলোতে খবর ছাপা হলেই সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র এবং সাংবাদিক ওইসব ক্যাডারের রোষানলে পড়ছেন।

অবশ্য মিডিয়ার ওপর আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের এ ধরনের আক্রমণ নতুন নয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ১০ জন সাংবাদিক খুন হন। বহু সাংবাদিক হামলা ও নির্যাতনের শিকার হন। এর আগে '৭৫-এ বাকশাল কায়েমের সময় ৪টি সংবাদপত্র বাদে সব পত্রিকা বন্ধ করে হাজার হাজার সাংবাদিককে বেকার করা হয়।

২৯ ডিসেম্বর বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পরই আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন শুরু করে। নির্বাচনের একদিন পরই ৩১ ডিসেম্বর যশোর থেকে প্রকাশিত গ্রামের কাগজের স্টাফ রিপোর্টার ফয়সাল হোসেনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে সন্ত্রাসীরা।

ওই ঘটনায় থানায় মামলা হলেও কোনো আসামি গ্রেফতার হয়নি। এরপর ৯ জানুয়ারি বোমা হামলা চালানো হয় এনটিভি, ইউএনবি ও লোকসমাজের (যশোর থেকে প্রকাশিত) বেনাপোল প্রতিনিধি মহসিন মিলনের অফিসে। আতঙ্কে লোকসমাজ থেকে ইস্তফা দেন মহসিন মিলন। ১৫ জানুয়ারি চ্যানেল ওয়ানের বেনাপোল প্রতিনিধি মশিউর রহমানকে প্রকাশ্যে মারপিট করে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়।

চলতি বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি যশোরের শার্শায় নয়া দিগন্ত প্রতিনিধি আবদুল মান্নানের ওপর হামলা করে শাসক দলের সন্ত্রাসীরা। ১৮ ফেব্রুয়ারী বহু লোকের সামনে যশোর জেনারেল হাসপাতাল গেটে সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে আহত করে স্থানীয় পত্রিকা লোকসমাজের স্টাফ রিপোর্টার বিএম আসদকে। ওই ঘটনায় মামলা হলেও কোনো আসামি আটক করেনি পুলিশ। উপরন্তু আসামিরা থানায় হাজির হয়ে মিথ্যা মামলা করেছে সাংবাদিক আসাদের বিরুদ্ধে।

১১ এপ্রিল ময়মনসিংহের গফর্গাওয়ে হামলা চালানো হয় দৈনিক সমকালের গফরগাঁও প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আল আমিন বিপ্লবের ওপর। ওইদিন দুপুরে গফরগাঁওয়ের মাইজবাড়ি বাজার মোড়ে স্থানীয় এমপি গিয়াসউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বিপ্লবের কথা কাটকাটি হয়। হামিদ চেয়ারম্যান নামে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে গাড়িতে নিয়ে ঘোরায় স্থানীয় সাধারণ মানুষের রোষানলে পড়েন এমপি গিয়াস। ওইদিন সন্ধ্যায় বিপ্লব স্থানীয় গণি কম্পিউটারে বসে

www.pathagar.com

রিপোর্ট লেখার সময় ছাত্রলীগ-যুবলীগের কয়েকজন ক্যাডার তার ওপর হামলা করে। বিপ্লবকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করা হয়। তাকে পঙ্গুত্ব বরণ করে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নিতে হয়।

গত ১১ মে সংবাদ প্রকাশের জের হিসেবে খুলনায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফুজ্জামান বাদী হয়ে আমার দেশ, নয়া দিগন্ত, স্থানীয় দুটি পত্রিকা ও স্থানীয় একটি নিউজ এজেন্সির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন।

মামলায় আমার দেশ-এর ওই সময়কার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আতাউস সামাদ খুলনা অফিসের স্টাফ রিপোর্টার কাজী মোতাহার হোসেন ও আতিয়ার পারভেজ, নয়া দিগন্তের সম্পাদক, প্রকাশক, স্থানীয় প্রতিনিধি এবং স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকসহ ১৪ জনকে আসামি করা হয়। মামলায় সাংবাদিকরা ৪ বার আদালতে গিয়ে হাজিরা দিয়েছেন। ওই মামলায় সাংবাদিকরা জামিনে আছেন।

খুলনার দাকোপে ও কয়রায় আমার দেশ-এর প্রতিনিধিদের নামে পৃথক ২টি মামলা হয়। ওই মামলায় তারা জেলেও ছিলেন।

১ জুন পাবনায় আমার দেশ পাঠকমেলার অনুষ্ঠান শেষে এএসপি নিজাম উদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশ পিটিয়ে জখম করে দৈনিক আমার দেশ-এর পাবনার স্টাফ রিপোর্টার জহুরুল হককে। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গত ১৩ জুলাই রাজশাহীতে ডেইলি স্টারের রাজশাহী অফিসের স্টাফ রিপোর্টার আনোয়ার আলী হিমুর ওপর হামলা করে সন্ত্রাসীরা। দুর্বৃত্তরা হিমু ও তার স্ত্রীকে বেধড়ক মারপিট করে। অথচ পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেয়নি।

সংবাদ প্রকাশের জের হিসেবে গত ২১ জুলাই দৈনিক মানবজমিনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে লক্ষ্মীপুরের তাহের বাহিনীর প্রধান তাহের। ওই মামলায় মানবজমিনের সম্পাদক, প্রকাশক ও প্রতিবেদককে আসামি করা হয়েছে।

২৪ আগস্ট একই সন্ত্রাসীরা নয়া দিগন্তের যশোর চৌগাছা প্রতিনিধি আবদুর রহিমের বাড়িতে বোমা হামলা চালায়। ২৮ আগস্ট ঝিনাইদহে শৈলকুপায় আমার দেশ প্রতিনিধি বেহাগ কুমার বিশ্বাস ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হন। তার বাড়িতে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা।

এর পরপরই যশোরের চৌগাছায় স্থানীয় পত্রিকা লোকসমাজের প্রতিনিধি

www.pathagar.com

মুকুরুল ইসলাম মিন্টুকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার বাড়ি ঘেরাও করে সন্ত্রাসীরা। মিন্টু সে যাত্রা পালিয়ে রক্ষা পান।

৩১ আগস্ট 'তিনিই সন্ত্রাসীদের গডফাদার' আমার দেশ-এ এই শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কুষ্টিয়ায় আমার দেশ পত্রিকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করে পত্রিকার কপিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

শাসক দলের সবচেয়ে বড় হামলা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায়। ১ সেপ্টেম্বর 'চুয়াডাঙ্গা চালাচ্ছে মেঝভাই ছোটভাই' শিরোনামে একটি সরেজমিন প্রতিবেদন প্রকাশের পর ওইদিন ছাত্রলীগ ও যুবলীগ ক্যাডাররা জঙ্গি মিছিল করে আমার দেশ প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম ডালিমের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেয়। আমার দেশ-এর এজেন্টের দোকান পুড়িয়ে দেয়া হয়। পত্রিকার কপিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আমার দেশ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ১ সেপ্টেম্বর রাতেই হত্যা চেষ্টার সাজানো মামলা দায়ের করা হয়।

ওইদিন তার বৃদ্ধ বাবা ও স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করে দুর্বৃত্তরা। তার এক বছরের শিশু ছেলেকে মারধর করে। ডালিমের বাড়িতে গিয়ে রাম দায়ে শাণ দিয়ে তার মাকে ভয় দেখানো হয়। এ অবস্থায় ডালিম চুয়াডাঙ্গা ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন। ডালিমের শ্বশুরের বাসায়ও হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে দুর্বৃত্তরা।

প্রায় ১৬ দিন ধরে আমার দেশ ও প্রথম আলোর বিরুদ্ধে তান্ডব চালাতে থাকে ছাত্রলীগ এবং যুবলীগ ক্যাডাররা। আমার দেশ প্রতিনিধি ডালিম চুয়াডাঙ্গায় আদালতে জামিন নিতে যান। একই মামলায় বিএনপি নেতাকর্মীদের জামিন হলেও সরকারি দলের পিপি-এপিপিদের বিরোধিতায় ডালিমের জামিন আবেদন নামঞ্জুর হয়।

এরপর আরও একবার তার জামিন নামঞ্জুর হওয়ায় এবার তার ঈদ কেটেছে কারাগারে। এ অবস্থায় তার পরিবার চরম দুশ্চিন্তা ও হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। তার মায়ের আকুল কান্নায় সাধারণ মানুষের চোখে পানি আসে। বাসায় হামলার পর থেকে ডালিমের এক বছরের শিশু সন্তান এখন কারণে-অকারণে ভয় পায়। তার ভয়ার্ত চেহারা দেখে আত্মীয়স্বজনরা ভীষণ শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

ডালিমের মা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, সামান্য একটি রিপোর্টের জন্য তার পুরো সংসার তছনছ করে দেয়া হয়েছে। তার একমাত্র ছেলের ঈদ কেটেছে জেলে। এছাড়াও চুয়াডাঙ্গা এবং আলমডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে আমার দেশ এবং প্রথম আলোর সাংবাদিকদের হাত-পা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়ার

www.pathagar.com

হুমকি দেয়া হয়।

একই সময়ে সরেজমিন সংবাদ প্রকাশের জের হিসেবে দৈনিক প্রথম আলোর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি শাহ্ আলম সানির বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করে সরকারি দলের ক্যাডাররা। সানি পরিবার-পরিজনসহ চুয়াডাঙ্গা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসতে বাধ্য হন। প্রায় এক মাসেও তিনি চুয়াডাঙ্গায় ফিরতে পারেননি। ডালিমের সঙ্গে সানির বিরুদ্ধেও টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ এনে ১ সেপ্টেম্বর মামলা করা হয়। চুয়াডাঙ্গায় ৪ সেপ্টেম্বর ও ৬ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি কামরুল হাসান ও জেলা প্রতিনিধি শাহ্ আলম সানির বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মানহানির মামলা দায়ের করা হয়।

এছাড়াও গত ১ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগ ও যুবলীগ ক্যাডাররা জনকণ্ঠের চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি রাজিব আহমেদ কচির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও প্রথম আলোর এজেন্ট অফিসে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। চুয়াডাঙ্গার অন্য সাংবাদিকদেরও শাসক দল আশ্রিত সন্ত্রাসীরা হুমকি দেয়। তারা নৃশংস এসব হামলার রিপোর্টও পাঠাতে পারেনি।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের চাপের মুখে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব থেকে আমার দেশ ও প্রথম আলো প্রতিনিধিকে বরখাস্ত করার জন্য দুটি পত্রিকার অফিসে চিঠি দিতে বাধ্য করা হয় তবে কেউ কেউ বলছেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক অজাত মালিতা নিজেই অতি উৎসাহী হয়ে পত্রিকা অফিসে ওই চিঠি দিয়েছেন।

সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ও বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর আওয়ামী ক্যাডারদের হামলার ছবি তোলায় ১১ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে হামলা চালানো হয় আমার দেশ প্রতিনিধি ফয়সাল মাহ্তাব মানিকসহ প্রায় ১০ সাংবাদিকের ওপর।

তাদের প্রেসক্লাবে কয়েক ঘন্টা অবরোধ করে রাখা হয়। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ক্যাডাররা মানিকের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ছবি নষ্ট করে পরে ফেরত দেয়। অবরুদ্ধ অবস্থায় মানিকসহ অপর সাংবাদিকদের উদ্ধার করে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাকর্মীরা। উল্লেখ্য, ২ সেপ্টেম্বর সরকার দলীয় নেতাকর্মীরা 'এমপির দুই ভাইয়ের রাজত্ব দুই উপজেলায়' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশের কারণে ক্ষুদ্ধ হয়ে ওই হামলা চালায়।

৩ সেপ্টেম্বর যশোরে সরেজমিন পতিবেদন প্রকাশ করায় প্রকাশ্যে সমাবেশ করে আওয়ামী লীগ নেতারা প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি আরিফুল ইসলামের

www.pathagar.com

হাত-পা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যশোর থেকে বিদায় করার হুমকি দেয়। তারা পত্রিকাটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর শার্শা উপজেলা সদরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হন যায়যায়দিন ও লোকসমাজ-এর প্রতিনিধি আহম্মদ আলী শাহীন। সরকারিদল আশ্রিত সন্ত্রাসীরা বেধড়ক পিটিয়ে তাকে গুরুতর আহত করে। ওই সন্ত্রাসীদের মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলায় আসামি করা হয়েছে সাংবাদিক শাহীনকে।

পটুয়াখালীর গলাচিপায় স্থানীয় এমপি গোলাম মাওলা রনি ও আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের বেপরোয়া সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন সাংবাদিকরা। তাদের বিরুদ্ধে ৪টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরই মধ্যে আমার দেশ প্রতিনিধিকে ৩টি ও প্রথম আলো প্রতিনিধিকে ৪টি মামলায় আসামি করা হয়েছে। গত ২৭ আগস্ট আমার দেশ-এ 'গলাচিপায় নদী ভরাট করে চলছে মার্কেট নির্মাণ' শিরোনামে ও ২৫ আগস্ট গলাচিপায় অনুমোদন ছাড়াই ইউপি ভবন ভেঙে নিচ্ছেন আওয়ামী লীগ নেতা' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এরপর উলানিয়া এলাকায় সাড়ে ৪ একর জমি সরকার দলীয় ক্যাডাররা ভাগবাটোয়ারা করে নেয়ার সংবাদের তথ্য সংগ্রহ করেন। ৮ সেপ্টেম্বর আমার দেশ প্রতিনিধি সাইমুন রহমান এলিট ও প্রথম আলো প্রতিনিধি ইশারাত হোসেন লিপটনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়। তাদের স্থানীয় স্কুল ও মাদ্রাসার চাকরি থেকে বরখাস্ত করার হুমকি দেন স্থানীয় এমপি রনি।

সাংবাদিকতা করায় তাদেরকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। ১০ সেপ্টেম্বর মাত্র ৫ মিনিটের ব্যবধানে প্রতারণার সাজানো অভিযোগ এনে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় দুটি মামলা। ৮ সেপ্টেম্বর রাতে তাদের বাবা-মাকে হুমকি দেয়। পরে প্রাণ বাঁচাতে দুই সাংবাদিক এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। ঈদের সময়ও তারা এলাকায় ফিরতে পারেননি। এছাড়াও গলাচিপায় নয়া দিগন্তের প্রতিনিধি হারুন অর রশিদকে কলেজের চাকরি থেকে বরখাস্তের হুমকি দেয়া হয়।

আমার দেশ-এ সাংবাদিক নির্যাতনের ওপর একটি কার্টুন প্রকাশিত হওয়ায় ১২ সেপ্টেম্বর আমার দেশ প্রতিনিধি জাকারিয়া হৃদয়কে দেখে নেয়ার হুমকি দেয়া হয়। একই দিন পটুয়াখালীতে সমকাল ও আরটিভির প্রতিনিধি মুফতি সালাহউদ্দিনকে ৫টি ধর্ষণ মামলায় জাড়ানোর হুমকি দেন গলাচিপার এমপি গোলাম মাওলা রনি।

www.pathagar.com

যুবলীগের এক কর্মীকে ঠিকাদারি কাজ দেয়ার প্রলোভন দিয়ে সালাহউদ্দিনকে মারধর ও মামলায় জড়ানোর কথা বলা হয়। পুলিশ নিজেও যুবলীগের ওই কর্মীকে দিয়ে সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা করানোর চেষ্টা করে।

১৭ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়ায় সংবাদ প্রকাশের জের হিসেবে সমকালের সাংবাদিক সাজ্জাদ রানার বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার মানহানি মামলা করা হয়। দুই এমপির ছেলে বাদি হয়ে ওই মামলা করে। তারা রানাকে নানাভাবে হুমকি দেয় বলে জানা গেছে।

গত ২২ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহে সরকার দলীয় কর্মীদের উস্‌কানিতে আমার দেশ প্রতিনিধি শেখ রুহুল আমিনকে একটি পেন্ডিং হত্যা মামলায় আসামি করা হয়। এছাড়াও তাকে নানাভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দেয়া হয়।

শরিয়তপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন তালুকদারের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করার জের ধরে গত ২৩ সেপ্টেম্বর দৈনিক যুগান্তর ও বাংলাভিশন-এর শরিয়তপুর প্রতিনিধি এম রায়হান কবীর, স্থানীয় সাংবাদিক বোরহান উদ্দিন রব্বানি ও মাসুদ আকন্দকে আসামি করে আদালতে চাঁদাবাজির মামলা করা হয়।

এছাড়াও তাদের নানাভাবে হুমকি দেয়া অব্যাহত রয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধিকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করা হয়।

এছাড়াও দৈনিক পূর্বাঞ্চলের মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান শাসক দল নেতার দায়ের করা একাধিক মামলায় নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন আদালতে। শাসক দলের হুমকির মুখে আমার দেশ-এর অভয়নগর প্রতিনিধি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

যশোরের অভয়নগরে দিনকাল প্রতিনিধির হাত ভেঙে দিয়েছে শাসক দল আশ্রিত সন্ত্রাসীরা। জীবন বাঁচাতে বাঘারপাড়া থেকে যশোর শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন লোকসমাজের স্থানীয় প্রতিনিধি আকরামুজ্জামান। পালিয়ে বেড়াচ্ছেন দৈনিক দিনকালের বেনাপোল প্রতিনিধি আবদুল মতিন।

এর বাইরেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংবাদিক নির্যাতনের আরও বহু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, পুলিশ এসব ঘটনায় একেবারেই নির্বিকার। শাসক দল আশ্রিত সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে অসহায় হয়ে পড়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ সারাদেশের সাংবাদিকরা।

প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্থানে সাংবাদিকদের ওপর হামলা

www.pathagar.com

হচ্ছে। বিশেষ করে চলতি মাসে হামলা-মামলা যে কোনো সময়ের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, এমপি ও স্থানীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে এসব ঘটনা ঘটছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে থানা-পুলিশও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বরং নির্যাতিত সাংবাদিকরাই আবার পুলিশের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

নির্যাতনের শিকার হয়েও কোনো সাংবাদিক মামলা, এমনকি জিডি পর্যন্ত করতে পারছেন না। পুলিশসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযেগিতা চেয়েও পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব এমএ আজিজ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ভিন্নমত প্রকাশের ব্যবস্থা রুদ্ধ করার জন্যই শাসক দলের ক্যাডার ও পুলিশ দিয়ে সাংবাদিকদের নির্যাতন করা হচ্ছে।

*** রিপোর্টটি ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯ আমার দেশে প্রথম প্রকাশিত হয়।*

www.pathagar.com

৮ মাসে অর্ধশত সংবাদকর্মী নির্যাতিত
শাসক দলের ক্যাডারদের দৌরাত্ম্যে অসহায় দক্ষিণ-পশ্চিমের সাংবাদিকরা

আহসান কবীর

শাসক দল আশ্রিত সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে অসহায় হয়ে পড়েছেন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাংবাদিকরা। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্থানে সাংবাদিকদের ওপর হামলা হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে ঘটনাগুলো ঘটছে।

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে থানা-পুলিশও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বরং নির্যাতিত সাংবাদিকরাই আবার পুলিশের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এ অঞ্চলে সাংবাদিকদের পক্ষে পেশাগত দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ এলাকা বলে বিবেচিত। বিগত শেখ হাসিনা সরকার আমলে এ অঞ্চলে সন্ত্রাসীদের হাতে দশজন সাংবাদিক খুন হন। নির্যাতিত হন আরও অনেকে। পরে চারদলীয় জোট সরকার আমলে খুনের ঘটনা না ঘটলেও নির্যাতিত হন আরও অনেক সংবাদকর্মী।

আর এবার মহাজোট ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় সাংবাদিকদের ওপর নিপীড়ন। গত আট মাসে এ অঞ্চলে সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন কমপক্ষে অর্ধশত সাংবাদিক। বিশেষ করে বিরুদ্ধমতের পত্রিকা বা টিভি চ্যানেলে কাজ করেন এমন সাংবাদিকদের জন্য পেশাগত দায়িত্ব পালন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

গত ১২ সেপ্টেম্বর শার্শা উপজেলা সদরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সন্ত্রাসীদের আক্রমণের শিকার হন যায়যায়দিন ও লোকসমাজের প্রতিনিধি আহম্মদ আলী শাহীন। সরকারী দল আশ্রিত সন্ত্রাসীরা বেধড়ক পিটিয়ে তাকে গুরুতর আহত করে। এ ঘটনায় থানা শাহীনের মামলা নেয়নি। বরং আক্রমণকারী সন্ত্রাসীদের মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলায় আসামি করা হয়েছে সাংবাদিক শাহীনকে।

www.pathagar.com

এর আগে গত ৭ ফেব্রুয়ারি শার্শায় নয়াদিগন্ত ও গ্রামের কাগজ প্রতিনিধি আবদুল মান্নানের ওপর হামলা করে শাসক দলের সন্ত্রাসীরা। গত মাসে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আমার দেশ ও লোকসমাজ প্রতিনিধি সোহাগ কুমার বিশ্বাস ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হন।

যশোরের চৌগাছায় লোকসমাজের প্রতিনিধি মুকুরুল ইসলাম মিন্টুকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ি ঘেরাও করে সন্ত্রাসীরা। মিন্টু সে যাত্রায় পালিয়ে রক্ষা পান। এর একদিন পর একই সন্ত্রাসীরা নয়াদিগন্তের চৌগাছা প্রতিনিধি আবদুর রহিমের বাড়িতে বোমা হামলা করে।

বোমা হামলা করা হয় দৈনিক ইনকিলাব, এনটিভি, ইউএনবি ও লোকসমাজের বেনাপোল প্রতিনিধি মহসিন মিলনের অফিসে। আতঙ্কে লোকসমাজ থেকে ইস্তফা দেন মহসিন মিলন। অভয়নগরে দিনকাল প্রতিনিধির হাত ভেঙে দিয়েছে শাসক দল আশ্রিত সন্ত্রাসীরা।

জীবন বাঁচাতে বাঘারপাড়া থেকে যশোর শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন লোকসমাজের স্থানীয় প্রতিনিধি আকরামুজ্জামান। পালিয়ে বেড়াচ্ছেন দৈনিক দিনকালের বেনাপোল প্রতিনিধি আবদুল মতিন। চ্যানেল ওয়ানের বেনাপোল প্রতিনিধি কাজী শাজাহান সবুজ ও ইসলামী টিভির বেনাপোল প্রতিনিধি মশিউর রহমানকে প্রকাশ্যে মারপিট করে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হয়।

শাসক দলের এমপি, মেয়রসহ প্রভাবশালী নেতাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও সন্ত্রাসী লালনের কাহিনী পত্রিকায় প্রকাশ করায় হামলা হয় আমার দেশ ও গ্রামের কাগজ-এর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি ডালিম হোসেনের বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। সন্ত্রসীরা তার সন্তান, স্ত্রী এমনকি বৃদ্ধ বাবাকেও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

এই ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরং সন্ত্রাসীদের দায়ের করা মামলায় জেল খাটছেন সাংবাদিক ডালিম। মামলা মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রথম আলোর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি শাহআলম সনি। যশোরের মনিরামপুরে আমার দেশ প্রতিনিধি জীবন বাঁচাতে সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে বাধ্য হয়েছেন। অভয়নগর প্রতিনিধি আশ্রয় নিয়েছেন ঢাকায়। দৈনিক পূর্বাঞ্চল-এর মনিরামপুর প্রতিনিধি মুনিরুজ্জামান শাসক দল নেতার দায়ের করা একাধিক মামলায় নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছেন আদালতে।

www.pathagar.com

প্রথম আলোর তদন্ত রিপোর্ট

চুয়াডাঙ্গায় বিপন্ন সাংবাদিকতা
হামলা-মামলা অব্যাহত

ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছেন চুয়াডাঙ্গার সাংবাদিকেরা। তাঁরা স্থানীয় সাংসদ ও মেয়রের ক্যাডারদের ভয়ে এখন সত্য সংবাদ লিখতে পারছেন না। জেলার সাধারণ মানুষ যেমন ক্ষমতাসীনদের দাপটের কাছে জিম্মি, তেমনি বিপন্ন হয়ে পড়েছে চুয়াডাঙ্গার সাংবাদিকতা।

গত তিন দিনে সাংবাদিকদের বাড়ি ও তাঁদের প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলাকারীরা উল্টো সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ছিনতাই ও মানহানির মামলা করেছে।

গত ৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাতেও এক সাংবাদিকের বাসায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

সংবাদ প্রকাশের জের ধরে গত বুধবার রাতে ২০-২৫ জন সন্ত্রাসী প্রথম আলোর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি শাহ্ আলমকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর শহরের জ্বনতলা মল্লিকপাড়ার বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না।

গত ৩ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে নয়টায় ঘটনাস্থলে গিয়ে ভাঙচুরের চিহ্ন দেখা যায়। আশেপাশে কোনো পুলিশ সদস্যকে দেখা যায়নি। গতকাল আবারও সন্ত্রাসীরা শাহ্ আলমের পরিবারকে হুমকি দিয়েছে।

শাহ্ আলমের স্ত্রী রহিমা খাতুন জানান, বুধবার রাতের খাবার খেয়ে দুই সন্তান নিয়ে তিনি ঘুমাতে যাচ্ছিলেন। সে সময় সন্ত্রাসীরা বাড়িতে হামলা চালায়। সন্তানদের নিয়ে তিনি বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন।

সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকির কারণে শাহ্ আলমের পরিবার এখন ঘরছাড়া। তাঁর বৃদ্ধা মা মনোয়ারা বেগম এবং বাবা সাইদুল ইসলাম সন্ত্রাসীদের ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

হামলার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন প্রতিবেশী জানান, হামলাকারীরা বাড়ি

www.pathagar.com

চিনতে না পেরে আরেকটি বাড়িতে গিয়ে শাহ্ আলমকে খুঁজতে থাকে। তাদের মুখ কাপড়ে বাধা ছিল। হাতে রামদা, কিরিচ, হকিস্টিক ও আগ্নেয়াস্ত্র।

পরনে ছিল লুঙ্গি, গেঞ্জি; কারও প্যান্ট। পরে হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে শাহ্ আলমের বাড়ির মূল ফটক ভেঙে ভেতরে ঢোকে। তারা শাহ্ আলমকে না পেয়ে তান্ডব চালিয়ে ফিরে যায়। র‍্যাবও ঘটনাস্থলে যায়।

জানা গেছে, স্থানীয় সাংসদ সোলায়মান হক জোয়ার্দারের ব্যক্তিগত গাড়িচালক চুয়াডাঙ্গা মাঝেরপাড়ার আহাদ ওই হামলার নেতৃত্বে ছিল। হামলার আগে সাংসদের ভাই চুয়াডাঙ্গার পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দারের উপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে সভা হয়। হামলাকারীদের মধ্যে ভাড়াটে পেশাদার কয়েকজন খুনিও ছিল বলে জানা গেছে।

জানা যায়, জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হকের পৃষ্ঠপোষকতায় চরমপন্থী সংগঠন বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। ১৯৯৮ সালে ওই সংগঠনের যেসব সদস্য তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের কাছে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছিল, তারা এখন চুয়াডাঙ্গা যুবলীগের নেতৃত্বে। এর আড়ালে অত্র এলাকায় টেন্ডারবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

গত ২৭ আগস্ট প্রথম আলোয় 'সাংসদ ও মেয়র দুই ভাইয়ের ইচ্ছায় চলছে চুয়াডাঙ্গা' শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়। এতে চরম ক্ষুব্ধ হয় সাংসদ, মেয়র ও তাঁদের ক্যাডারবাহিনী। ১ সেপ্টেম্বর আমার দেশ পত্রিকায় দুই ভাইকে নিয়ে আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এতে দলীয় ক্যাডার বাহিনী ওই দিন দুপুরে মিছিল করে চুয়াডাঙ্গা থানা ভবনের সীমানাপ্রাচীরের পাশে অবস্থিত সাংবাদিক ডালিম হোসেনের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে পেট্রল ঢেলে আগুন দেয়। পরে তারা চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জনকণ্ঠের প্রতিনিধি রাজীব হাসানের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেও হামলা চালায়।

হামলাকারীরা সাংবাদিকদের আসামি করে উল্টো ছিনতাইয়ের মামলা করেছে। মামলার বাদী যুবলীগের নেতা মোমিনুল হাসান। মামলার অভিযোগে বলা হয়, ১ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক শাহ আলম ১৫ হাজার টাকা ছিনতাই করেন এবং ডালিম হোসেন বাদীকে কুপিয়ে জখম করেন।

সর্বশেষ গতকাল চুয়াডাঙ্গার জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম শেখ আমিনুল ইসলামের আদালতে প্রথম আলোর সাংবাদিক কামরুল হাসান ও শাহ্ আলমকে

www.pathagar.com

আসামি করে মানহানি মামলা করা হয়। মামলার বাদী মেয়রের ঘনিষ্ঠজন চুয়াডাঙ্গার পদ্মা জুয়েলার্সের মালিক সাইফুল হাসান জোয়ার্দার। এই মামলার সাক্ষীর তালিকায় সাংসদ, মেয়রসহ দুজন সরকারি কর্মকর্তার নাম আছে।

এসব ঘটনার পর থেকে চুয়াডাঙ্গার মানুষও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। তার প্রমাণ মেলে গতকাল চুয়াডাঙ্গা গিয়ে।

চুয়াডাঙ্গার কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা এখন প্রতিবেদন তৈরী করা দূরের কথা, কিছু বলতেও ভয় পাচ্ছেন।

পুলিশ সুপার আব্দুল বাতেন বলেন, প্রথম আলোর প্রতিনিধির বাড়িতে হামলার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। গতকাল সকালেও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে। তিনি দাবি করেন, হামলাকারী কারা, পুলিশ তা খুঁজছে। ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকেরা থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ মামলা নেবে এবং আসামিদের ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে।

*** রিপোর্টটি ৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ প্রথম আলোতে প্রথম প্রকাশিত হয়।*

www.pathagar.com

পটুয়াখালি ও বরগুনায় সাংবাদিক নির্যাতন

সাংবাদিক নির্যাতনকারীর দৃষ্টান্ত পটুয়াখালীর সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি

২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সূচনালগ্ন। আর এই শুভ সূচনাতেই পটুয়াখালীর একটি সংবাদ প্রকাশ করাকে কেন্দ্র করে এক ঝাঁক কলম সৈনিকের বিরুদ্ধে শুরু হয় যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধের ঘোষণা দেন পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনের মহাজোট সরকারের সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি।

গলাচিপা পৌরসভার আড়তপট্টি এলাকায় অবৈধভাবে নদীর পূর্বতীরের জমি দখল ও ভরাট করে মার্কেট নির্মাণের কাজ করাকে কেন্দ্র করে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয় তার বিরুদ্ধে। দৈনিক পথম আলোর গলাচিপা প্রতিনিধি ইশরাত হোসেন এবং দৈনিক আমার দেশ-এর প্রতিনিধি সাইমুন রহমান এ বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন করেন।

২১ আগস্ট প্রথম আলোয় 'গলাচিপায় নদীর তীর ভরাট করে চলছে মার্কেট নির্মাণের কাজ' শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। এরপর আমার দেশ পত্রিকায় ২৮ আগস্ট একই বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় সংসদ সদস্যের হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ।

প্রতিবেদন প্রকাশের পর সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি তার দুই অনুসারীকে প্রথম আলোর প্রতিনিধির বাসায় পাঠায়। পরদিন ২৩ সেপ্টেম্বর সংসদ গোলাম মাওলা রনি মোবাইল ফোনে প্রথম আলোর সাংবাদিকের সঙ্গে প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে কথা বলেন।

এরপর সাংবাদিক ইশরাত হোসেন গলাচিপার উলানিয়া বন্দরের পূর্ব পাশে রণগোপালদী নদীর তীর ভরাট করার বন্দোবস্তের নেপথ্যে সাংসদ গোলাম মাওলার শ্যালক মকবুল খানের গোপন কোটি টাকার বাণিজ্য নিয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেন। তথ্য সংগ্রহের শুরুতেই সাংসদ গোলাম মাওলার অনুসারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ৮ সেপ্টেম্বর সকালে পটুয়াখালী থেকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ৬ জন সাংবাদিক গলাচিপায় যান।

সংবাদকর্মীদের এই দলে ছিলেন পটুয়াখালীর প্রথম আলো প্রতিনিধি

www.pathagar.com

শংকর লাল দাস, আরটিভি প্রতিনিধি মুফতী সালাহ্ উদ্দীন, মানবজমিন প্রতিনিধি আবু জাফর খান, চ্যানেল ওয়ান ও বিডি নিউজ প্রতিনিধি খন্দকার দেলোয়ার জালালী, বাংলাভিশন প্রতিনিধি আবু তাহের বাপ্পা, দিগন্ত টেলিভিশন প্রতিনিধি হানজালা শিহাব। সাংবাদিকরা গলাচিপা ফেরিঘাটে পৌছালে সাংসদ গোলাম মাওলার ক্যাডাররা পথ আগলে দাঁড়ান এবং তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত করেন। বাংলা ভিশনের প্রতিনিধি আবু তাহের বাপ্পাকে শারীরিকভাবে আঘাত করে ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয় তারা। থানায় যাওয়ার পর সাংবাদিকরা এই ঘটনায় মামলা করতে চাইলে গলাচিপা থানার পুলিশ জিডি গ্রহণ করেনি।

পুলিশের বিষয়টি নিয়ে কালক্ষেপণের একপর্যায়ে সাংবাদিকরা জানতে পারে সাংসদ গোলাম মাওলার ক্যাডাররা গলাচিপার বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেয় সাংবাদিকদের ওপর হামলার উদ্দেশ্যে। পুলিশের কাছে সাংবাদিকরা সহযোগিতা চাইলে পুলিশ নানা অজুহাত দেখিয়ে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপর সাংবাদিকরা পটুয়াখালী র‌্যাব ক্যাম্পে ঘটনাটি জানায়। পরে র‌্যাব গিয়ে ৬ সংবাদকর্মীকে গলাচিপা থেকে উদ্ধার করেন।

এ নিয়ে আরটিভি, বাংলাভিশনসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। এ ঘটনার পর সাংবাদিকরা মানববন্ধন, সমাবেশ করে প্রতিবাদ জানায় এবং নিরাপত্তা দাবি করেন সরকারের কাছে। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকে।

ঘটনার ২৬ দিন পর নানা আন্দোলনের মুখে সাংবাদিকদের করা মামলাটি গ্রহণ করে পটুয়াখালী থানা। এরপর পুনরায় প্রথম আলোর গলাচিপা প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ধর্ষণ, প্রতারণা এবং চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে সাংসদের অনুসারীরা আরও তিনটি সাজানো মামলা করেন। তিনটি মামলার মধ্যে দুটি মামলায় আমার দেশ প্রতিনিধি সাইমুন রহমানকে আসামি করা হয়। প্রথম আলোর প্রতিনিধি ইশরাত হোসেন এই মামলায় পড়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে দীর্ঘদিন পালিয়ে বেড়ান।

এরপর সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি বাদী হয়ে দেশের খ্যাতনামা মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ ১১ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ এনে ১০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলা করেন। ৩ নভেম্বর ২০০৯ সাংসদ গোলাম মাওলা ঢাকার তৃতীয় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে হাজির হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

এ মামলায় আসামি হন দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক ও প্রকাশক

www.pathagar.com

মতিউর রহমান, সমকালের সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, প্রকাশক এ কে আজাদ, যুগান্তরের সম্পাদক ও প্রকাশক সালমা ইসলাম, কার্যনির্বাহী সম্পাদক সাইফুল আলম, বরিশালের ব্যুরো চিফ আক্তার ফারুক শাহীন, মানবজমিনের সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী ও প্রকাশক মাহবুবা চৌধুরী, বরিশালের ব্যুরো চিফ জিয়া শাহীন ও পটুয়াখালী প্রতিনিধি আবু জাফর খান এবং পটুয়াখালীর সমকাল ও আরটিভি প্রতিনিধি মুফতি সালাহ্ উদ্দিন। সাংবাদিক নির্যাতনে অভিযুক্ত এই সংসদ সদস্যকে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে মনোনয়ন দেয়াতে সাংবাদিকদের মধ্যে তিব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সাংবাদিক নির্যাতন প্রতিহত করতে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায় ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের সফররত প্রতিনিধিদল। ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডেভিড ডেজার নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধিদল ৩ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় সাংবাদিক হত্যা মামলাসহ তাদের ওপর সকল নির্যাতনের দৃষ্টান্তমূলক বিচার এবং সাংবাদিকতা পেশায় নারীর সংখ্যা বাড়াতে অনুরোধ জানিয়েছেন। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তারা ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশে স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিবেশ তৈরি করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনকে অনুরোধ জানান।

বরগুনা ও পটুয়াখালীর সাংবাদিকের সাাৎকার ও বিভিন্ন সাংবাদিক নির্যাতন বিষয়ক প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে নির্যাতনের কিছু কারণ মোটা দাগে উল্লেখ করা হল-

সামাজিক দ্বন্দ্বের চিত্রগুলো সংবাদপত্রে তুলে ধরেন বলেই তারা সহজেই প্রতিপরে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। প্রকাশিত সংবাদটি যার বিপক্ষে যায়, তিনি কোনো আইনের তোয়াক্কা না করে সাংবাদিককে নানাভাবে হয়রানি ও সন্ত্রাসী দিয়ে জীবননাশের চেষ্টা করেন।

এমন ঘটনা সাংবাদিকদের পেশাগত জীবনে অহরহই ঘটে থাকে। সাংবাদিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। কারণ স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ তাঁদের আজ্ঞাধীন থাকায় সাংবাদিকরা আইনি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন। দলীয় কোন্দলও অনেক সময় সাংবাদিক নির্যাতনের কারণ হয়ে দাড়ায়।

যদি কোনো সংবাদকর্মী সরাসরি কোনো দলের সঙ্গে জড়িত হন, তখন তার রিপোর্ট করাটাও প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের কেউ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন না। এমনই এক ঘটনার শিকার বরগুনার আমতলী উপজেলা রিপোর্টারস্ ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক সংবাদ সংস্থা আইএনবি ও দৈনিক বরিশাল বার্তা-এর প্রতিনিধি হায়াতুজ্জামান মিরাজ। বর্তমান বছরের ২৯ জুলাই তাঁকে নির্মমভাবে পিটিয়ে এবং পাথর দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয় ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। হায়াতুজ্জামান মিরাজ ছাত্রদলের সাধারণ একজন সদস্য ছিলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি জি এম দেলোয়ারের ছেলে আমতলীর চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার প্রধান আসামি মুসার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী মিরাজের ওপর এই হামলা চালায়।

একই কারণে দৈনিক ইনকিলাব-এর আমতলী উপজেলা প্রতিনিধি কামাল তালুকদারকে ১৪ জুলাই উপজেলা পরিষদের সামনে ছাত্রলীগ কর্মীরা লাঞ্ছিত করে। তাকে একটি পচা ডোবায় নামিয়ে আপত্তিকর অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তাকে এই মর্মে হুমকি দেয়া হয় যে, বর্তমান সরকার তথা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলে তার দুই হাত কেটে ফেলা হবে। সাংবাদিকদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণেই রাজনৈতিক ব্যক্তিরা সুবিধা নিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিল করে থাকে।

একজন সাংবাদিক সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রকৃতি সঠিকভাবে সংবাদপত্রে তুলে ধরতে পারেন এবং সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এ কারণেই সমাজে স্বার্থান্বেষী মহলের প্রধান টার্গেট হচ্ছে সংবাদকর্মীরা।

অসহিষ্ণু সমাজব্যবস্থায় অপরাধী তার অপরাধের জন্য আত্মসমালোচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাংবাদিকদের ওপর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসল শত্রুকে ভুলে গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গেই দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

*** রিপোর্টটি ম্যাস-লাইন মিডিয়ার মুখপত্র 'মুক্ত প্রকাশ' ৯ ডিসেম্বর, ২০০৯ সংখ্যা থেকে নেয়া।*

www.pathagar.com

খুলনায় সাংবাদিকদের ওপর ডিজিটাল সন্ত্রাসের নমুনা

এইচ এম আলাউদ্দিন, খুলনা

বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনা সমর্থিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সারাদেশে সাংবাদিকদের ওপর যে ডিজিটাল ষ্টিম রোলার চালানো হচ্ছে তা থেকে খুলনাও মুক্ত নয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে বিএফইউজে'র সাবেক নির্বাহী সদস্য শেখ দিদারুল আলম, বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্র থেকে কাজী মোতাহের রহমান এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) থেকে মুনীর উদ্দিন আহমেদকে চাকরীচ্যুত করা হয়। এ তিনটি প্রতিষ্ঠানে বসানো হয়েছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত তিনজন সাংবাদিককে। এছাড়াও বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত এমইউজে খুলনার অনেক সদস্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু তাদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করে বাংলাদেশ বেতার খুলনা থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।

সাংবাদিক নির্যাতনের তেমন কোন বড় ঘটনা না ঘটলেও গত ৩ মে'০৯ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের সময় সাংবাদিকদের ওপর সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের হামলা, পুলিশী এ্যাকশনসহ নানা ঘটনা ঘটেছে। ঐ সময় সাংবাদিকদের ক্যামেরা কেড়ে নেয়া, একটি অন্ধকার কক্ষে ৪৫ মিনিট আটকে রেখে শারীরিকভাবে নির্যাতনের মত ঘটনাও ঘটে।

গত ১৫ জানুয়ারী'১০ বিএল কলেজে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয় সাংবাদিকরা। ছাত্রলীগের হামলার ছবি তুলতে গেলে একাধিক সাংবাদিকের ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়া, ক্যাসেট কেড়ে নেয়া, মারধর ও লাঞ্ছিত করা হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের সারাদেশের চিত্রের ঘটনাটি হলো দৈনিক আমার দেশ সম্পাদকের নামে মামলা দায়ের এবং পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ। ইতোপূর্বে খুলনার আদালতে মামলা দায়ের ও রাজপথে আমার দেশ পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করে বর্তমান ক্ষমতাসীনরা আবারো প্রমাণ করল তারা সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেনা।

www.pathagar.com

প্রেস ক্লাব দখলের ঘটনা

ক. নরসিংদী প্রেস কাব দখল

সরকারী মদতে নরসিংদী প্রেস ক্লাব দখলে নিয়েছে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বাসস-এর নরসিংদী প্রতিনিধির নেতৃত্বে কিছু সাংবাদিক নামধারী ব্যক্তি। তারা রাতের আঁধারে চারটি তালা ভেঙে প্রেস ক্লাবে প্রবেশ করে দখল নেয়। এর আগে সরকারের মদদপুষ্ট নামধারী সাংবাদিক ও সন্ত্রাসীরা প্রেস ক্লাবে হামলা চালায়। এতে প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকসহ চার সাংবাদিক গুরুতর আহত হন। নরসিংদী প্রেস ক্লাব দখলের মদদ দেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজি উদ্দিন আহমেদ রাজু ও জেলা প্রশাসক অমৃত বাড়ৈ। এই দখলের ঘটনা ২১ মার্চ সাপ্তাহিক এখন-এ প্রকাশিত হয়েছে।

ঐতিহ্য বাহী নরসিংদী প্রেস ক্লাবের নির্বাচিত কমিটি অবৈধভাবে ভেঙে দিয়েছেন জেলা প্রশাসক অমৃত বাড়ৈ। এরপর ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজুর নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকের বানানো আহ্বায়ক কমিটি দখল করে নিয়েছে প্রেস ক্লাব ভবন। গত ১৪ মার্চ এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে। এসময় মন্ত্রীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি রিসালদার মুসলেহউদ্দিনের আশ্রয়দাতা হাজী সাত্তার ও হাউজি ছাদেকসহ শাসক দলীয় নেতাকর্মী ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নরসিংদীতে জুয়া, হাউজি, নগ্ন নৃত্য ও আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতির খবর প্রকাশ করায় স্থানীয় সাংবাদিকদের ওপর মন্ত্রীর রোষানল আসায় এসব ঘটনা ঘটেছে বলে সাংবাদিকদের অভিযোগ।

গত ১১ মার্চ নরসিংদীর ডিসি জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে ডেকে নেয় স্থানীয় সাংবাদিকদের। এজেন্ডাবিহীন এই মতবিনিময় সভার শুরুতে সবার উপস্থিতির স্বাক্ষর নেয়া হয়। এরপর ডিসি হঠাৎ করে ঘোষণা করেন, জেলা প্রেস ক্লাবের ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি ভেঙে দেয় হলো এবং তিনি ৫ সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে দিচ্ছেন। এটা শুনে সাংবাদিকরা তীব্র প্রতিবাদ করেন। তার এ অনৈতিক-অবৈধ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন জেলার সাংবাদিকরা। কিন্তু ডিসি তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সাথে সাথে সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করে তার অফিসে চলে যান।

www.pathagar.com

সাংবাদিকরা তখন অসহায়ের মতো ক্লাবে ফিরে যান। এ ঘটনার পর ক্লাব দুই দিন সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। গত ১৩ মার্চ রাতের আঁধারে বাসস-এর নরসিংদী প্রতিনিধির নেতৃত্বে ক্লাবের চারটি তালা ভেঙে দখলদাররা ক্লাবে প্রবেশ করে। পরের দিন তারা ক্লাবে প্রবেশ করতে না পারলেও সন্ধ্যায় মন্ত্রীকে সাথে নিয়ে এসে ক্লাবের দখল নেয়।

এর আগে মন্ত্রীর ইশারায় তার মদদপুষ্ট কিছু নামধারী সাংবাদিক চাঞ্চল্যকর ফোর মার্ডার মামলার আসামিসহ সন্ত্রাসীরা ক্লাবে হামলা চালায়। এতে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ এবং বাংলাভিশনের নরসিংদী প্রতিনিধি মোঃ আজহারুল পারভেজ মন্টি, সহ-সভাপতি ও এটিএন বাংলার নরসিংদী প্রতিনিধি বেনজির আহমেদ বেনু, এনটিভি ও যুগান্তরের নরসিংদী প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ সাহা ও ইটিভির সাংবাদিক মাখন দাসসহ চার সাংবাদিক গুরুতর আহত হন।

শুধু তাই নয়, সাংবাদিকদের বাড়ি ঘরে বোমা নিক্ষেপ, অগ্নিসংযোগ ও গাড়িতে হামলা করে সন্ত্রাসীরা। গত আট মাসে একের পর এক হামলার পর সম্প্রতি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ নিজেই ক্লাব দখল করে দিলেন। এদিকে কতিপয় নামধারী আওয়ামী লীগ নেতা ও মন্ত্রীর অনুসারীরা সাংবাদিকদের পুলিশি নির্যাতনের হুমকি দিচ্ছে। সাংবাদিকরা আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছেন।

এ ব্যাপারে জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এডভোকেট আবদুল বাছেদ বলেন, ডিজিটাল সরকার শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর খুনিদের সহায়তাকারীদের দিয়ে প্রেস ক্লাব দখল করতে গেলেন এ খবরে আমি হতবাক হয়ে গেছি। জেলা রেডক্রিসেন্টর সাবেক সেক্রেটারি ফারুক উদ্দিন ভূঞা প্রেস ক্লাব দখলের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে সবই সম্ভব।

খ. পাবনা প্রেস ক্লাবে ছাত্রলীগের তান্ডব ঃ ব্যাপক ভাংচুর, ১০ সাংবাদিক লাঞ্ছিত

গত ১০ ফেব্রুয়ারী বুধবার দুপুরে পাবনা প্রেস ক্লাবে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ব্যাপক তান্ডব ও ভাংচুর করেছে। এ সময় ছাত্রলীগের হাতে ১০/১২ সাংবাদিক লাঞ্ছিত হয়। ছাত্রলীগের হামলার সময় পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন

www.pathagar.com

করে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে সাংবাদিকরা তাৎক্ষণিক রাস্তায় নেমে আসে এবং দুই ঘন্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতারা জোর করে মাইক কেড়ে নিয়ে যায় ও জোর করে অবরোধ তুলে নিতে চেষ্টা করে এবং আবারও হামলার চেষ্টা করে। পরে প্রেস ক্লাব মিলানায়তনে সাংবাদিকরা প্রতিবাদ সভা করে। সুষ্ঠু বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সংবাদ বর্জনসহ ৬ দফা দাবী পেশ করেন।

প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ ও পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে ছাত্রলীগ পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রশিবিরের ২টি ছাত্রাবাসে হামলা চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। হামলা ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে ছাত্রশিবির গতকাল বুধবার দুপুরে পাবনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। বেলা ১২ টার দিকে পুলিশ গিয়ে শিবিরের সাংবাদিক সম্মেলন বন্ধ করে দেয়।

এই সময় এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ছাত্রলীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সুইটের নেতৃত্বে একটি মিছিল নিয়ে পাবনা প্রেসকাবে ঢুকে পুলিশের উপস্থিতিতে প্রেসক্লাবের জেনারেটর, চেয়ার, টেবিল, পানির ফিলটারসহ আসবাবপত্র ব্যাপক ভাংচুর করে ও তান্ডব চালায়। এ সময় ছাত্রলীগকে বাধা দিতে গেলে পাবনা প্রেসক্লাবের সম্পাদক উৎপল মির্জা, দৈনিক নয়াদিগন্তের পাবনা সংবাদদাতা আব্দুল মজিদ, দৈনিক আমার দেশ এর স্টাফ রিপোর্টার জহুরুল ইসলাম, বৈশাখী টেলিভিশনের পাবনা প্রতিনিধি আব্দুল হামিদ খান, দৈনিক সংগ্রামের পাবনা প্রতিনিধি আলাউদ্দিন, দৈনিক বিবৃতির বার্তা সম্পাদক মাহবুব মোর্শেদ বাবলা, আজকালের প্রতিনিধি কলিট তালুকদার, প্রেসক্লাবের কেয়ার টেকার ইসাহাক আলীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে সাংবাদিকরা তাৎক্ষণিক রাস্তায় বসে পড়লে সাংবাদিকদের অবরোধ কর্মসূচীর শেষের দিকে দুপুর সোয়া ২টার দিকে জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক কামিল হোসেনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের একদল নেতাকর্মী সাংবাদিকদের অবরোধ তুলে নিতে বলে এবং গালিগালাজ করেন। এক পর্যায়ে কামিল হোসেন মাইক ছিনিয়ে নেয় এবং সাংবাদিকদের উপর আবারো চড়াও হয়।

পরে প্রেসক্লাবের সামনে রাস্তায় পাবনা প্রেসকাবের সভাপতি প্রফেসর রুমী খন্দকারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন প্রবীন সাংবাদিক রণেশ মৈত্র, আনোয়ারুল হক, পাবনা প্রেসক্লাবের সম্পাদক উৎপল মির্জা, পাবনা প্রেসক্লাবের

www.pathagar.com

সহ-সভাপতি মোসতাফা সতেজ, শফিকুল ইসলাম, ইনকিলাবের মুরশাদ সুবহানী, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার এবিএম ফজলুর রহমান, সংবাদের, হাবিবুর রহমান স্বপন, দৈনিক নয়াদিগন্তের পাবনা সংবাদদাতা আব্দুল মজিদ, দৈনিক আমার দেশ এর স্টাফ রিপোর্টার জহুরুল ইসলাম, বৈশাখী টেলিভিশনের পাবনা প্রতিনিধি আব্দুল হামিদ খান, বাংলাভিশনের পাবনা প্রতিনিধি আখিনুর ইসলাম রেমন, মানবজমিন প্রতিনিধি রাজিউর রহমান রুমী, যুগান্তরের আখতারুজ্জামান আখতার, কালের কণ্ঠের আহমেদ উল হক রানা, জনকণ্ঠের পাবনা প্রতিনিধি কৃষ্ণ ভৌমিক, দৈনিক ইছামতির প্রধান প্রতিবেদক কবি ছিফাত রহমান সনম, দৈনিক বিবৃতির বার্তা সম্পাদক মাহবুব মোর্শেদ বাবলা। প্রতিবাদে বক্তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ, হামলাকারী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকে বরখাস্তের দাবি জানান।

গ. মহাজোট সরকারের আমলে রাজশাহীতে সাংবাদিক নির্যাতন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবে তালা

ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকার সমর্থিত বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ জন সাংবাদিক নির্যাতন এবং কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব বাতিলের হুমকির শিকার হয়েছেন। এসব ঘটনার প্রায় সবগুলোর সাথেই বর্তমান শাসকদল সমর্থিক ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ জড়িত ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসনও দায়ি ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রেসক্লাবে তালা ঝুঁলিয়ে দিয়ে সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে।

দেখা গেছে ছাত্রলীগের যেসব নেতাকর্মীরা প্রথমবার সাংবাদিককের ওপর হামলা চালিয়েছে পরের ঘটনাগুলোতে ওইসব নেতারাই জড়িত ছিলেন। সংগঠনের ইমেজ ধরে রাখতে লোক দেখানোর জন্য ওইসব নেতাকর্মীদের দল থেকে সাময়িকভাবে বহিস্কার করা হলেও তারাই বিভিন্ন সময় দলের নেতৃত্ব দিয়েছে। তাছাড়া বর্তমান প্রশাসনের সাংবাদিক দমনের বাকশালী সিদ্ধান্তে প্রায় অর্ধশতাধিক সাংবাদিক বাস্তুহারা হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রশাসন সাংবাদিকদের সাথে বিমাতাসূলভ

www.pathagar.com

আচরণ করেছে।

ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকার সমর্থিত বর্তমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণের পর গত বছরের ১৫ জানুয়ারি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ক্যাডার কর্তৃক ফোকলোর বিভাগের শিক্ষক লাঞ্ছিতের ছবি ও সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে তাদের হামলার শিকার হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত তিন সাংবাদিক সায়েম সাবু (দৈনিক যুগান্তর), আকন্দ মোহাম্মদ জাহিদ (দৈনিক নিউজ টুডে) এবং আসাদুর রহমান (ফোকাস বাংলা)। সাংবাদিকদের ওপর হামলাকারী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কারসহ তিন দফা দাবিতে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে স্মারকলিপি দিলেও আজও তার কোনো বিচার হয়নি।

সাংবাদিক নির্যাতন ও নিপীড়নের সবচেয়ে বড় নিদর্শন সৃষ্টি করে বর্তমান প্রশাসন গত বছরের ১১, ১৩ ও ২৪ এপ্রিলে। ১১ এপ্রিলে রাবি প্রক্টর প্রফেসর চৌধুরী মোঃ জাকারিয়া সাংবাদিকদের ব্যাপারে একটি নীতিমালা তৈরী করে সেটি প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে। প্রক্টর স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে যার স্মরক নং-২৮৯৯/প্রক-তে উল্লেখ করা হয়, প্রেসক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য সাংবাদিকদেরকে প্রক্টর অফিস বরাবর সরাসরি আবেদন করতে হবে। যা প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে (১৯৮৬ সালে) প্রণীত সংবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং মত প্রকাশে স্বাধীন সাংবাদিকদের কার্যপ্রণালীর রীতিমত সাংঘর্ষিকও বটে।

সংবিধান অনুযায়ী প্রেসক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য সভাপতি বরাবর আবেদনপত্র জমা এবং শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্ররাই সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা রাখে। ১৩ এপ্রিল রাবিতে কর্মরত সাংবাদিকরা চিঠিতে উল্লেখিত বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রক্টর অফিসে গেলে প্রক্টর উপস্থিত ছয়জন সাংবাদিক মাহফুজুর রহমান মুন্সী (বাসস), আলী আজগর খোকন (যায়যায়দিন), এরশাদুল বারী কর্ণেল (আমার দেশ), মুনছুর আলী (দিনকাল), আব্দুর রাজ্জাক সুমন (ডেসটিনি) এবং সামছুল ইসলাম কামরুলকে (নয়াদিগন্ত) ছাত্রত্ব বাতিলের হুমকি দেন। একই ঘটনায় ২৪ এপ্রিল প্রক্টর সাংবাদিকদের প্রেসক্লাব সিলগালা করে দেয়। পরে প্রক্টরের অবৈধ হস্তক্ষেপের বিষয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করলে শুনানি শেষে আদালত প্রক্টরের ওই অবৈধ হস্তক্ষেপকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না মর্মে রাবি প্রশাসনের প্রতি রুল জারি করে। একই ঘটনায় চিঠি প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোরও নোটিশ দেয় আদালত। কিন্তু এত কিছুর পরেও দীর্ঘ প্রায় ১০

www.pathagar.com

মাস ধরে বন্ধ হয়ে আছে সুস্থ সাংবাদিকতার বিকাশ, সাংবাদিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের অতন্দ্র প্রহরী এবং সাংবাদিকদের চিত্তবিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব।

গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর চাঁদাবাজির ঘটনায় রাবি ছাত্রলীগের উপ-গণশিক্ষা সম্পাদক এমদাদুল হক কর্তৃক ফোকলোর বিভাগের শিক্ষক অণুপম হিরা মন্ডল প্রহৃত হওয়ার ঘটনায় শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানালে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন (ফোকলোর বিভাগের ছাত্র হিসেবে) দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার রাবি প্রতিনিধি আলী আজগর খোকন। ওই ঘটনায় ছাত্রলীগ ওই সাংবাদিককে দেখে নেয়ার হুমকি দেয় এবং একই ঘটনায় প্রক্টর খোকনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দেয়।

চলতি বছরের গত ১০ জানুয়ারি ছাত্রলীগ ক্যাডাররা দৈনিক দিনকাল ও অনলাইন সংবাদ সংস্থা রেডটাইমস্ বিডি ডটকম-এর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মুনছুর আলী সৈকতের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে অবস্থিত তার ২২১ নম্বর কক্ষে প্রবেশ করে তাকে পিটিয়ে আহত করে। ছাত্রলীগনেতা দেলোয়ার হোসেন ডিলস (নৃবিজ্ঞান ৩য় বর্ষ), খালেদ হাসান নয়ন (ব্যবস্থাপনা ৫ম সেমিস্টার) ও ইমতিয়াজ উজ্জামান রকি'র (ভূগোল ৩য় বর্ষ) নেতৃত্বে ছাত্রলীগের ৭/৮ জন নেতাকর্মী ও হামলায় অংশগ্রহণ করে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে ওই দিন রাতেই রাবিতে কর্মরত সাংবাদিকরা ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ও ছাত্রত্ব বাতিলের দাবিতে ভিসির বাসভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। একই দাবিতে পরের দিন দুপুরে সাংবাদিকরা মানবববন্ধন সমাবেশ এবং ৭২ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের আল্টিমেটাম দিয়ে ৪ দফা দাবিতে উপাচার্যকে স্মারকলিপি দেয়। সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত ওই তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে বহিস্কার করা হলেও ওই ক্যাডাররাই সাংবাদিকদের ওপর পরবর্তী হামলায় অংশগ্রহণ করে।

সর্বশেষ গত ৯ ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষের পর ১১ ফেব্রুয়ারি দুপুরে ক্যাম্পাসে এক সাধারণ শিক্ষার্থীকে পেটানোর সময় ছবি ও সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন বিভিন্ন মিডিয়াতে কর্মরত ১১ জন সাংবাদিক। ছাত্রলীগ কর্মী জুয়েল, রকি, মিল্লাত, রনি, দেলওয়ার হোসেন ডিলস, বিল, মাসুদ, নয়ন এবং মনির ওই সাংবাদিকদের

www.pathagar.com

পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। এসময় আহত হন চ্যানেল আই'র বিশেষ প্রতিনিধি (ঢাকা থেকে আগত) মোস্তফা মল্লিক, ক্যামেরাম্যান মইন, দৈনিক আমার দেশ'র রাজশাহী ফটো সাংবাদিক আসাদুজ্জামান আসাদ, প্রথম আলো'র আজহার উদ্দিন, নিউ এইজ'র সৌমিত্র মজুমদার, কালের কণ্ঠ'র নজরুল ইসলাম জুলু, সানশাইন'র রুনি, জনকণ্ঠের রাবি প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম, যুগান্তরের সায়েম সাবু ও দি এডিটরের আতিকুর রহমান তমাল। এসময় প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক ও চ্যানেল আই প্রতিনিধির ক্যামেরা ভাংচুর করে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। এ ঘটনার প্রতিবাদে রাবিতে কর্মরত সাংবাদিকরা ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও ছাত্রত্ব বাতিলসহ চার দফা দাবিতে রাবি ও পুলিশ প্রশাসনকে ২৪ ঘন্টার আল্টিমেটাম দেয়। পরবর্তীতে লোক দেখানোর জন্য অভিযুক্ত ওই ৯ ছাত্রলীগ কর্মীকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে বলে ছাত্রলীগ জানায়।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হামলায় দৈনিক ইনকিলাব ও বাংলা বাজার পত্রিকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি সামছুল আরেফিন হিমেল ও বিএম শাহাজাহান বিশ্বাস গুরুতর আহত হন।

১৩ জুলাই সন্ধ্যায় ডেইলি স্টারের রাজশাহী প্রতিনিধি আনোয়ার আলী হিমু স্থানীয় সন্ত্রাসীদের দ্বারা স্বপরিবারে হামলার শিকার হন। তিনি এ ব্যাপারে একটি মামলা করেন।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি দৈনিক আমার দেশ' পত্রিকার রাজশাহী অফিস প্রধান সরদার এম. আনিছুর রহমানের কাছে আবারও চাঁদা দাবি করে হুমকি দিয়েছে সর্বহারা দলের প্রধান পরিচয়ে মহিউদ্দিন সিকদার নামের জনৈক ব্যক্তি। চাঁদা না দিলে তাকে দেখে নেয়ার তথা প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়। হুমকিতে বলা হয়, আমি সর্বহারা দলের প্রধান মহিউদ্দিন সিকদার। বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছি। তোমাকে দুই ঘন্টার মধ্যে ২০ হাজার টাকা দিতে হবে। সরাসরি দেখা হবে টাকা যোগাড় করে রাখবে। অন্যথায় তোমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়া হবে। সরদার এম আনিছুর রহমান বিষয়টি মহানগর ডিবি পুলিশের এসি মাহফুজ ও বোয়ালিয়া মডেল থানার ওসি জসিম উদ্দিনকে মৌখিকভাবে অবহিত করেন এবং থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করে তার জীবনের নিরাপত্তা দাবি করেছেন।

এদিকে আওয়ামী লীগ নেতার দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় গত ১৮ মার্চ রাজশাহীর আদালতে দৈনিক আমার দেশ এর ভারপ্রাপ্ত

www.pathagar.com

সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, প্রকাশক আলহাজ্ব মোঃ হাসমত আলী ও রাজশাহী ব্যুরো চীফ সরদার এম. আনিছুর রহমানকে বিবাদী করে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ শামসুজ্জামান আওয়াল একটি মানহানি মামলা দায়ের করেন।

স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতাদের বিভিন্ন অপকর্ম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় গত ফেব্রুয়ারি মাসে পুঠিয়া পৌর আওয়ামীলীগের সেক্রেটারি আবদুল মালেক বার্তা সংস্থা এনএনবি'র ক্রাইম রিপোর্টার এবিএম সাইদুর রহমান নাজুকে পুঠিয়ায় মারধর করে তার মোবাইল ভেঙে দেয় এবং প্রয়োজনীয় বেশকিছু কাগজপত্র নষ্ট করে। পুঠিয়ায় যুবলীগ কর্মীর অপকর্ম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় ৬ ডিসেম্বর দৈনিক আমার দেশ এর পুঠিয়া প্রতিনিধি আব্দুল জব্বারকে অপহরণ করে ৫ ঘন্টা ধরে উপর্যুপরি শারীরিক নির্যাতনের পর মুক্তি দেয়। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেয়। গত ২৯ ডিসেম্বর দুপুরে উপজেলা চত্ত্বর থেকে আবারও তাকে অপহরণ করে এবং তিন ঘন্টা নির্যাতন চালায়। ওইদিন তিনি পুঠিয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। এছাড়া সাংবাদিক সাইদুর রহমান নাজু পুঠিয়ায় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়েছেন।

www.pathagar.com

জাতীয় প্রেসক্লাবে বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা বুমেরাং হবে

(আমার দেশ ঃ ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯)

দৈনিক আমার দেশসহ সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে সরকারি দলের হুমকি, হামলা, মামলা ও নির্যাতনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও পেশাজীবীরা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার পরিণাম ভালো হবে না বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তাঁরা বলেন এটা বন্ধ না করলে সরকারের জন্য বুমেরাং হবে।

সাংবাদিকরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম দেশকে, গণতন্ত্রকে পাহারা দিচ্ছেন উল্লেখ করে তারা বলেন, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে আর ফ্যাসিস্টদের বিপক্ষে জোরালো ভূমিকা নিয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছাড়া কোনোদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

আইন হাতে তুলে নিয়ে কোনো দেশ গণতান্ত্রিক হতে পারে না। সাংবাদিকদের নির্যাতন করে কোনো শাসক টিকে থাকতে পারেনি। হামলাকারীরা যতই ক্ষমতাশালী হোক, তারা কোনোদিন সাংবাদিক ও সংবাদপত্রকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।

দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে হুমকি, সাংবাদিক এম আবদুল্লাহর ওপর হামলা, দেশের বিভিন্ন স্থানে পত্রিকায় আগুন, মামলা ও পত্রিকা বিক্রিতে বাধা দেয়াসহ সারাদেশে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে গতকাল ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন সাংবাদিক সমাজ।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) যৌথ উদ্যোগে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে সাংবাদিক এবং পেশাজীবীরা সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

বিএফইউজে সভাপতি রুহুল আমীন গাজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, সাপ্তাহিক এখন-এর সম্পাদক ও আমার দেশ-এর সাবেক সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক আতাউস সামাদ, বিএনপি স্থায়ী

www.pathagar.com

কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার উইং কমান্ডার (অব.) হামিদুল্লাহ্ খান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক, জাতীয় প্রেসক্লাব সভাপতি শওকত মাহমুদ, দৈনিক আমাদের সময় সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান, নিউ নেশন সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন সবুজ, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের সাবেক সভাপতি আ.ন.হ. আখতার হোসেন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন সভাপতি আবদুস শহিদ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ বাকের হোসাইন, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের যুগ্ম মহাসচিব এ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ্ মিয়া, বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক মহাসচিব ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রো-ভিসি ড. মোহাম্মদ মুহিত, এনপিপি চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেন নিলু, ইকনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম সভাপতি নাজমুল আহসান, ছাত্রদল সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু প্রমুখ।

সমাবেশ পরিচালনা করেন সাংবাদিক ও কবি আবদুল হাই শিকদার ও বিএফইউজের নেতা আহমেদ করিম। বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে সাংবাদিক পেশাজীবীদের একটি বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি প্রেসক্লাব থেকে বের হয়ে হাইকোর্ট মোড় ঘুরে পুনরায় প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। সমাবেশে সংহতি প্রকাশ করে বক্তারা আরও বলেন, আমার দেশকে আক্রমণ শুধু দেশের একটি দৈনিক পত্রিকাকেই আক্রমণ নয় বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে আক্রমণ। বর্তমান সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে দেশে আবার বাকশাল কায়েম করতে চায়। দেশের সর্বস্তরের মানুষ সাংবাদিকদের সঙ্গে আছেন। তারা এ সরকারের পতন ঘটিয়ে এর সমুচিত জবাব দেবে।

প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, এ মুহূর্তে আমি যে কথা বলছি, বিগত ৩ দশক থেকেই সে কথা বলে আসছি। গণতন্ত্রের প্রতি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দুর্বলতা রয়েছে। গণতন্ত্রের শর্তগুলো হলো– সংবাদপত্র, মতপ্রকাশ ও

www.pathagar.com

সমাবেশের স্বাধীনতা। গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

নির্বাচিত সরকার গণন্ত্রের পথে চলবে– এটাই নিয়ম। সংবাদ সংগ্রহকারীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। তাদের সংবাদ প্রকাশে কোনো ভুল হলে দেশে প্রচলিত আইন আছে, আদালত আছে। কিন্তু নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার অধিকার গণতন্ত্র দেয় না। আমরা চাই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। আমি আজ এ সমাবেশের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি। সংবাদপত্রে অপূর্ণাঙ্গ ও ভ্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হলে তার জন্য আইন ও আদালত আছে। আইন হাতে তুলে নিয়ে কোনো দেশ গণতান্ত্রিক হতে পারেনি। আশা করি সরকার সব বিষয় গভীরভাবে অনুধাবন করবে।

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ঃ বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন প্রতিবাদ সমাবেশের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, আমি দৈনিক আমার দেশ-এর সাংবাদিককে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছি। দৈনিক আমার দেশ-এর উপর হামলা নয়, এই হামলা আমার দেশ, আমার মাতৃভূমির ওপর আক্রমণ।

এ সরকারের আক্রমণ নতুন কিছু নয়। এই আওয়ামী লীগ ৭৫ সালে গণতন্ত্র হত্যা করে বাকশাল কয়েম করেছে। ৪টি পত্রিকা রেখে সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছিল। কারণ আওয়ামী লীগ সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভয় পায়। তিনি বলেন, এ সরকার মানুষের সঙ্গে তাদের দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। ১০ টাকা কেজি চাল, বিনামূল্যে সার, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এবং প্রতি পরিবারে চাকরি দেবে বলেছিল অথচ এসবের একটিও পূরণ করতে পারেনি।

কিন্তু বিদেশি প্রভুদের কাছে দেয়া অলিখিত সব ওয়াদা পূরণ করে চলেছে। এ সরকার টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে প্রতিবাদ করছে না, সমুদ্রসীমা নিয়ে প্রতিবাদ করছে না, জ্বালানি সম্পদ লুটপাটের প্রতিবাদ করছে না। আর এসব বিষয়ে লেখার কারণে আমার দেশ-এর সাংবাদিকের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, বিএনপিসহ দেশের রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী মানুষ এর প্রতিবাদ জানিয়ে এ সরকারকে উৎখাত করে এর জবাব দেবে।

আতাউস সামাদ ঃ আমার দেশ-এর সাবেক উপদেষ্টা সম্পাদক ও সাপ্তাহিক এখন-এর সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলেন,

www.pathagar.com

সাংবাদিকদের ওপর যারা হামলা করেছে, তাদের নিকট-ভবিষ্যৎ ভালো হয়নি। বর্তমান সরকার দল-মত নির্বিশেষে পেশাদার সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে চলেছে। আমার দেশ, প্রথম আলো, যুগান্তর, জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন মতাদর্শের পত্রিকার সাংবাদিকদের নির্যাতন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী ইশতেহারে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়ন করলে নিরাপত্তার দাবিতে আমাদের রাস্তায় সমাবেশ করার কথা ছিল না। বিষয়টি গণতন্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় বিবেচনা করতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতীত কর্মকান্ডের জন্য মাফ চেয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। কিন্তু সরকার গঠনের পরদিন থেকে আবার সাংবাদিক নির্যাতন শুরু করেছেন।

যারা সাংবাদিক নির্যাতন করছে, শেখ হাসিনা বোধহয় তাদের আদর করেন। হয়তো এ কারণে পেটোয়া বাহিনী আরও আদর পেতে ধারাবাহিকভাবে সাংবাদিক নির্যাতন করছে। অতীত ইতিহাস উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১/১১-এর পরে অসাংবিধানিক সরকারের আমলে সাংবাদিকরা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। শেখ হাসিনা বিদেশে থাকাবস্থায় তার দেশে ফেরা নিয়ে জরুরি সরকারের জারি করা প্রেসনোটের বিরুদ্ধেও সাংবাদিকরা সোচ্চার ছিলেন।

এখন তাদেরকেই নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে। সাংবাদিকরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম দেশকে পাহারা দিয়েছে। হামলাকারীরা যতই ক্ষমতাশালী হোক কোনোদিনই আমাদের দমাতে পারবে না। প্রবীণ এই সাংবাদিক সাংবাদিকদের একাংশ হিসেবে যাতে আর বলতে না হয় সে জন্য সাংবাদিক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান : মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান বলেন, এখানে এত লোক সমবেত হয়েছেন তাদের সঙ্গে সমবেত হতে পেরে সত্যিই আমি গর্বিত। আমরাও আপনাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি। সংবাদপত্র রাষ্ট্রের চতুর্থ শক্তি। গণমাধ্যম দেশের চতুর্থ স্তম্ভ।

এর একটিতে আঘাত করলে বাকি সবগুলো আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এর থেকে বাঁচতে হলে দরকার সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আওয়ামী লীগ আগুন নিয়ে খেলছে, বাঘের লেজ দিয়ে কান চুলকানোর চেষ্টা করছে– এটা সরকারের জন্য শুভ নয়।

www.pathagar.com

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঃ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আর কত দিন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সমাবেশ করতে হবে। সংবাদপত্র গণতন্ত্রের স্তম্ভ। এই স্তম্ভে বার বার আঘাত করা হয়েছে। সাংবাদিকরা অতীতে সব আঘাত রুখে দিয়েছে।

এবারও রুখে দিতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। আমারা জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আপনাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি। আমরা আপনাদের জন্য যেকোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি।

মে. জে. (অব.) ইবরাহিম ঃ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মে. জে. (অব.) ইবরাহিম বলেন, সাংবাদিকদের উৎসাহেই আমি লেখালেখি শুরু করি। তাদের প্রতি সবসময়ই আমার সহমর্মিতা ও সমবেদনা রয়েছে। ১/১১-র পর জাতীয় সংসদের অনুপস্থিতিতে যারা তিলে তিলে গণতন্ত্রকে লালন করেছে তার নাম সংবাদপত্র। আমি আপনাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি।

সংবাদপত্র জনগণের কণ্ঠ। শুধু কণ্ঠ কম হলেই জনগণের কণ্ঠ হয় না। সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা বুমেরাং হয়ে যাবে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা স্বাধীন থাকবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

শফিউল আলম প্রধান ঃ জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান বলেন, কিছুদিন আগে আমি বিএনপির কাউন্সিলে বলেছিলাম খবর আছে। এর ১৫ দিনের মাথায় খবর হয়ে গেছে। সারাদেশ জেগে উঠেছে। সীমান্তে হামলা হয়েছে, পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়েছে, দেশ বিক্রির ষড়যন্ত্র চলছে।

আমার দেশ এসব ঘটনার প্রতিবাদ করায় আমার দেশের ওপর হামলা হয়েছে। এই হামলা শুধু দৈনিক আমার দেশের ওপর নয়, গোটা দেশের ওপর হামলা। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ওপর হামলা। তিনি বলন, তাপসের ওপর হামলার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই চার মাসের দুগ্ধপোষ্য শিশু আর গৃহবধূকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু আমার দেশ সাংবাদিকের ওপর হামলার এত সময় পরও সন্ত্রাসীদের কেন গ্রেফতার করা হয়নি।

সরকারকে কেবল ভাই-ভাতিজাদের দেখলে হবে না। জনগণ এর বিচার করবে। দেশপ্রেমিক মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাকশালীদের বিদায় করবে।

www.pathagar.com

শওকত মাহমুদ ঃ জাতীয় প্রেসকাবের সভাপতি শওকত মাহমুদ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারাদেশে সাংবাদিক নির্যাতনের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, এ ধরনের নির্যাতন অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমান সরকার সাংবাদিক নির্যাতনের অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। জয় ও তৌফিক-ই-এলাহীর বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করার পর সরকারের মন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে হুমকি দেয়ার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এই সাংবাদিক নেতা। তিনি মতিয়া চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনার স্বামীতো একজন সাংবাদিক ও সম্পাদক ছিলেন।

আপনি কিভাবে একজন সাংবাদিক ও সম্পাদককে হুমকি দিতে পারলেন। জাহাঙ্গীর কবির নানককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, নানক আপনি কেন সাংবাদিদের হুমকি দেন। আপনি নিজেও সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল করেছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যেরও তীব্র সমালোচনা করেন।

শওকত মাহমুদ বলেন, সাংবাদিকতার সব নীতিমালা মেনেই গত ১৭ ডিসেম্বর আমার দেশ জয় ও তৌফিক-ই-এলাহীর বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করেছে। সরকার কিভাবে বিনা টেন্ডারে এ কাজটি দিতে পারলো, সরকারের ক্রয়নীতি মালার মধ্যে এটা পড়ে কিনা তারাই বলুক। আমরা আশা করি বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি সম্মান জানাবেন। আপনাদের আচরণে জনগণ ফুঁসে উঠবে, সাংবাদিক সমাজের পাশে দাঁড়াবে।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি বলেন, বর্তমান সরকারের তথ্যমন্ত্রী ও প্রেস সচিব জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য। হামলা হয়েছে জাতীয় প্রেসক্লাবের একজন সদস্যের ওপর। আমি দেখতে চাই, আপনারা কি করছেন?

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারাদেশে ৩ জন সাংবাদিক খুনসহ দু'শতাধিক সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সরকারি রোষানলে পড়ে আহত হয়েছে আরও অনেকে। দুঃখের বিষয় কোনোটিরই বিচার হয়নি। গফরগাঁও, গৌরীপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, খুলনা, গলাচিপা, যশোর, সাভারসহ দেশের বিভিন্নস্থানে সাংবাদিকের ওপর হামলা-মামলা হয়েছে। এই সরকার যেদিন ক্ষমতায় এসেছে তার পর দিন থেকেই দেশে সাংবাদিক নির্যাতন শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না,

www.pathagar.com

তাহলে পঁচাত্তরের মতো সব পত্রিকা বন্ধ করে দেন। মনে রাখবেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছাড়া কোনো দিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

রুহুল আমিন গাজী : অনুষ্ঠানের সভাপতি ও ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রুহুল আমিন গাজী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পরদিন থেকেই টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত মফস্বল ও শহরে কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। বাসস, বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতার থেকে ভিন্নমতের সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুত করেছে।

এটা বাকশাল ও একদলীয় আচরণের লক্ষণ। সরকার সাংবাদিকদের ওপর হামলা বন্ধ না করলে আমরা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতবিনিময় করব। বিভাগীয় শহরে সাংবাদিক সমবেশ ও ঢাকায় প্রতিবাদ কনভেনশন করব। সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

নাঈমুল ইসলাম খান : দৈনিক আমাদের সময়-এর সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান বলেন, প্রশাসনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অসঙ্গতি প্রকাশ করাই গণমাধ্যমের কাজ। আমার দেশ পত্রিকায় তৌফিক এলাহী ও সজীব ওয়াজেদ জয়ের দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের পর একজন মন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় যে হুমকি দিলেন তা দুঃখজনক।

এই হুমকির পর সম্পাদকদের উচিত ছিল সমাবেশ করে পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করা। আমি এই সমাবেশে না আসলে হয়তো সম্পাদক কমিউনিটির জন্যও বিরাট পাপ হতো।

মোস্তফা কামাল মজুমদার : নিউ নেশন পত্রিকার সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার বলেন, সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলে সরকারের উপকার হবে। সরকার অনেক ভুলত্রুটি করেন। তাদের সেসব ভুলের তথ্য গণমাধ্যম তুলে ধরে, যা সরকারের এজেন্সিগুলো সরবরাহ করতে পারেন না। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা গণমাধ্যমের বিষয়ে বাস্তববাদী পদক্ষেপ নেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কামাল উদ্দিন সবুজ : জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কামাল

www.pathagar.com

উদ্দিন সবুজ বলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রায় অতীতেও আমাদের আন্দোলন করতে হয়েছে, এখনও করতে হচ্ছে। ওয়ান-ইলেভেনের পর দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় সাংবাদিকেরা আন্দোলন করেছিল। বর্তমান সরকারের আমলে আবারও আন্দোলন করছি।

আবদুস শহীদ ঃ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুস শহীদ বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ও গণমাধ্যম একসঙ্গে চলতে পারে না। আওয়ামী লীগের প্রথম শাসনামল ১৯৭২ থেকে '৭৪ সালে চারটি বাদে সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

'৯৬ সালে ফের ক্ষমতায় আসার পর আবার সাংবাদিক নির্যাতন শুরু করেছে। তিনি সাংবাদক নির্যাতন ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

মুহাম্মদ বাকের হোসাইন ঃ প্রতিবাদ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ বাকের হোসাইন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরদিনই সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়। গফরগাঁও, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা হয়েছে। আমরা এসব হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

শওকত হোসেন নিলু ঃ এনপিপি সভাপতি শওকত হোসেন নিলু বলেন, আজকের এই প্রতিবাদ সমগ্র জাতির বিবেকের প্রতিবাদ। সাংবাদিকদের প্রতি আঘাত হলে সমগ্র জাতি রুখে দাঁড়াবে। আমার দেশ পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ করেছে, ৩৭০ কোটি টাকার কাজ বিনা টেন্ডারে দেয়া হয়েছে।

এই সংবাদ প্রকাশের পরদিন সরকারের সৎমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী আমার দেশ সম্পাদককে হুমকি দিলেন। তিনি সরকারের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনও রেহাই পাননি। তাকেও ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিতে পড়তে হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন, কিসের ভিত্তিতে আপনারা এই কাজ বিনা টেন্ডারে দিলেন, জবাব দিন।

অ্যাডভোকেট ছানাউল্লাহ মিয়া ঃ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া, ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের

www.pathagar.com

উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ওয়ান-ইলেভেনের সরকারের বাবা হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে। তাদের এক বছর শাসনামলে বিচার বিভাগ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা পুরোপুরি নস্যাতের পথে।

আ.ন.হ. আখতার হোসেন ঃ সবেক সচিব প্রকৌশলী আ.ন.হ. আখতার হোসেন বলেন, আমরা প্রকৌশলী সমাজের পক্ষ থেকে সংহতি প্রকাশ করছি। প্রকৌশলী মাহমুদুর রহমানের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, আমার দেশ-এর ওপর এই হামলা দেশের স্বাধীনতার ওপর হামলা।

সেলিম ভূইয়া ঃ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়া বলেন, আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কথা বলেন, তাই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আক্রমণাত্মক ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন। সরকারকে বলতে চাই, মাহমুদুর রহমানকে হুমকি আমাদের পেশাজীবীদের ওপর হুমকি।

ড. মুহিত ঃ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. মুহিত বলেন, কণ্ঠরোধ করে যত নির্যাতন চালানো হবে পৃথিবীর ইতিহাস বাংলাদেশের ইতিহাস প্রমাণ করে প্রতিবাদ তত শক্তিশালী হবে। সত্যকে কখনও বন্ধ করে দেয়া যায় না। যত নির্যাতন হবে, মানবাধিকার লংঘন হবে, ততই মানুষ জেগে উঠবে।

নাজমুল আহসান ঃ ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি নাজমুল আহসান বলেন, আমার দেশ-এর সাংবাদিক এম আবদুল্লাহ ইআরএফেরও একজন সদস্য। আমরা তার ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। তিনি সরকারের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের ওপর হামলা করে অতীতে কেউ টিকতে পারেনি, এই সরকারও পারবে না।

সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু ঃ ছাত্রদল সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে এই দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যারা এই দেশে গণতন্ত্র হত্যা করে ও সংবাদপত্র বন্ধ করে বাকশাল কায়েম করেছে তারাই সংবাদপত্রের ওপর

www.pathagar.com

আবারও আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা বলতে চাই, নির্যাতন করে কোনো সরকার টিকতে পারেনি। এই সরকারও পারবে না।

সংহতি জানাতে আসেন যারা ঃ সমাবেশে অংশ নিয়ে সংহতি জানান সাবেক সচিব ব্যারিস্টার হায়দার আলী, বিটিভি'র সাবেক মহাপরিচালক একেএম হানিফ, সাবেক ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান হাবিব, সংসদ সদস্য লুৎফর রহমান কাজল, সাবেক সংসদ সদস্য সেলিম রেজা হাবিব, গোলাম মোস্তফা ও সালাউদ্দিন আহমেদ হেলাল, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাসচিব আনোয়ারুল নবী মজুমদার বাবলা, ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের মহাসচিব হারুন অর রশীদ, বিরোধী দলীয় নেত্রীর প্রেস সচিব মারুফ কামাল খান সোহেল, ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরন, বিজেপি মহাসচিব আবু নাসের রহমতউল্লাহ, এনপিপির মহাসচিব অ্যাডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, ষাট দশকের ছাত্রনেতা ও সাপ্তাহিক জনকথার সম্পাদক ইবরাহিম রহমান, মেঘনা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কামান্ডার আব্বাস উদ্দিন মাস্টার, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান, বর্তমান অর্থ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ইলিয়াস খান, বর্তমান অর্থ সম্পাদক জিয়াউল কবির সুমন, ঢাকা সাব-এডিটর কাউন্সিলের সাবেক সভাপতি হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির নেতা সালেকুজ্জামান সালেক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি শাহজাহান শুভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির মহাসচিব রেজাউল হক কৌশিক, প্রধান শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মাওলানা মোঃ দেলোয়ার হোসেন, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরামের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ, দৈনিক কিশোরগঞ্জ-এর সম্পাদক খালেদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ।

সংহতি জানান বিএনপির সহ-প্রচার সম্পদক মহিউদ্দীন খান মোহন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাবিবুন নবী খান সোহেল, সাধারণ সম্পাদক মীর শরাফত আলী সফু, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল বারী বাবু, ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলীম, সিনিয়র সহ-সভাপতি শহিদুল আসলাম বাবুল, যুগ্ম সম্পাদক আমিরুজ্জামান শিমুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আবদুল মতিন, যুগ্ম আহ্বায়ক ওবায়দুল হক নাসির, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রেদওয়ান হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা

www.pathagar.com

রফিক সিকদার, লেবার পার্টির মহাসচিব মোস্-াফিজুর রহমান ইরান, বিএমএ'র সাবেক কোষাধ্যক্ষ ডা. হারুন আল রশিদ, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, ডা. সালাউদ্দিন মোল্লা, জাগপা ঢাকা মহানগর সভাপতি মোহাম্মদ আহাদুজ্জামান, সিনিয়র সহ-সভাপতি আমিনুল হক, শ্রীনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি নজরুল ইসলাম, টাঙ্গাইলের বিএনপি নেতা হযরত আলী মিঞা, চাঁদপুর জেলা মহিলা নেত্রী মিসেস ফাতেমা খানম, বাংলাদেশ মজদুর লীগের সভাপতি এমএ আহাদ, এনপিপির সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফিরোজ মোঃ লিটন প্রমুখ।

এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষে সংহতি জানানো হয়। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক ফেডারেশন, কৃষাণ-লিটল ম্যাগ কর্নার বাংলাদেশ।

জাগপার মানববন্ধনঃ

আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদককে হুমকি, দেশের বিভিন্ন স্থানে উদ্দেশ্যমূলক মামলা ও রিপোর্টারদের ওপর হামলার প্রতিবাদে গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধানের নেতৃত্বে শতাধিক নেতাকর্মী প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল শেষে মানববন্ধন করে।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার জন্য অশনি সংকেত

এবিএম মূসা

তথ্যমন্ত্রী সম্প্রতি সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম সম্পর্কীয় দুটি বক্তব্য দিয়েছেন। এক. বেসরকারী টেলিভিশনে সংবাদ সম্প্রচার ও অনুষ্ঠান পরিবেশনা একটি নীতিমালার আওতায় আনা হবে। দুই. সরকার সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকদের আচরণবিধি প্রণয়ন করবে।

তাপসের প্রাণনাশের জন্য বোমা হামলা, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার, তেল-গ্যাস নিয়ে আন্দোলনের হুমকি, জঙ্গিবাদের বিস্তার, প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলের একটু-আধটু নড়াচড়া ইত্যাকার চাঞ্চল্যকর ও আকর্ষণীয় সংবাদের মধ্যে তথ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যটি পত্রিকার পাতায় তেমন গুরুত্ব পায়নি। আমি কিন্তু একই চরিত্রের দুটি খবরের মধ্যে স্বাধীন সাংবাদিকতাচর্চার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র বা মিডিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণের খাড়া নেমে আসছে, এমন আভাস পাচ্ছি।

এর বিপরীতে সাংবাদিকসমাজ, মানবাধিকার সংগঠন ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের যাঁরা অহর্নিশ বক্তব্য দিয়ে থাকেন, তাঁদের কোনো প্রতিক্রিয়ার আভাস পাইনি। তাঁরা বোধহয় তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মাজেজা অথবা অন্তর্নিহিত সত্যটি অনুধাবন করতে পারেননি।

আমি পেরেছি, মানে তথ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান সরকারের নীতিনির্ধারণের ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার দোহাই দিয়ে কী করতে চান, আমি তার আভাস পাচ্ছি। আমি ঘর পোড়া গরুদের অন্যতম, দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল সাংবদিকতার অঙ্গনে বিচরণকালে আমি বহুবার স্বৈরাচারী ও নির্বাচিত প্রায় সব কটি শাসনামলে শাসকদের মুখে সংবাদপত্রের নীতিমালা, আচরণবিধি প্রয়োজনীয়তার কথা শুনেছি।

সাংবাদিকদের শুধু বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার উপদেশবর্ষণ নয়, কীভাবে ভাতে মেরে, হাতে মেরে শেখানোর প্রচেষ্টা হয়, তাও বোঝার ও জানার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সে প্রচেষ্টা কী রূপের ও কী চরিত্রের ছিল, তা নিয়ে প্রথমে সে আলোচনা করব, স্মৃতির ইতিহাস ঘাটবো। পঞ্চাশের দশকে ভারত বিভক্তির অব্যবহিতপরের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সরকারের 'নসিহতের' বর্ণনা দিয়ে সেসবের মাজেজা ব্যাখা করব।

www.pathagar.com

আগের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের সুদীর্ঘকালটি নিয়েও আলোচনা শুরু করতে পারতাম। কিন্তু সে সময়ে গণমাধ্যম বা সংবাদপত্র দেশে আর্থসামাজিক ও বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক জগতে তেমন প্রভাব ফেলত না। তাই সেই যুগ আলোচনা করে এই প্রতিবেদন দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আপাততঃ দেশ বিভাগের পর ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান শেষে 'স্বাধীন' দেশে সাংবাদিকতার ও সাংবাদিকদের শাসকেরা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন, স্বল্পাকারে তা-ই স্মৃতির ভান্ডার থেকে তুলে আনব। বলা বাহুল্য, সেসব নিয়ন্ত্রণ এসেছে বাহ্যত আচরণবিধি নির্ধারণ ও বস্তুনিষ্ঠতা শেখানোর অছিলায়।

প্রসঙ্গত, স্বৈরতান্ত্রিক আমল থেকে গণতন্ত্রিক শাসনের নিশ্চয়তা প্রদানকারী সরকারের শাসনকালে সাংবাদিক নির্যাতনের ধারাবাহিকতা কীভাবে চলমান রয়েছে, তা স্মরণ করতে হবে। একই সঙ্গে নীতি ও আচরণ নির্ধারণের অজুহাতে শৃঙ্খলিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অতীতের সাংবাদিকসমাজ, পাঠকেরা ও সংবাদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার ইতিবৃত্ত আলোচনায় আসবে। প্রথমে জানাই আদি পূর্বে শুধু এ অঞ্চলে তথা পূর্ব পাকিস্তানে মোসলেম লীগ সরকারের আমলে সংবাদপত্র দলনের ইতিবৃত্ত। সাতচল্লিশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে দেশে কোনো দৈনিক পত্রিকা ছিল না।

ঢাকা ও কয়েকটি জেলা সদরে ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। সেসবের মিলিত প্রচারসংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। পূর্ব পাকিস্তানে যখন প্রথম অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছিল, তখন সাপ্তাহিকগুলোই সীমিত পরিধিতে সেই আগুন একটু-আধটু উসকে দিচ্ছিল। প্রচারসংখ্যা সীমিত হলেও এসব সাপ্তাহিক পত্রিকার শিক্ষিত ও রাজনীতিসচেতন জনগণের মধ্যে প্রভাব ছিল অপরিসীম। শাসকগোষ্ঠি সেই প্রভাবের প্রভা অনুধাবন করল প্রথম ভাষা আন্দোলনের প্রাক্কালে।

সীমিত প্রভাব বিস্তারকারী সাপ্তাহিকগুলোর ওপর খড়গ নেমে এল। নিষিদ্ধ করা হলো ঢাকায় ইনসাফ, সিলেটে নওবেলাল, ফেনীর সংগ্রাম, চট্টগ্রামের সীমান্ত। পরবর্তীকালে যখন দু-চারটি দৈনিকের আত্মপ্রকাশ ঘটল, তখনো সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রইল। বন্ধ করা হলো সদ্যপ্রকাশিত ইংরাজি দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার ও চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান। সম্পাদকদের কয়েকজন জেলে গেলেন।

প্রথম দিকে সাংবাদিকতার ওপর আদিতে যেসব আঘাত এসেছিল, তার প্রতিবাদ ও প্রতিহত করার জন্য কোনো সংঘবদ্ধ সাংবাদিকসমাজ তখনো গড়ে

www.pathagar.com

ওঠেনি। তবে ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলের জনগণের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ-সচেতনতার আকাড়া বৃদ্ধি পেয়েছিল। সে কারণে সংবাদপত্রের এবং সাংবাদিকতার ওপর আঘাত ও স্বাধীনচেতা সাংবাদিকদের নিপীড়নের বির"দ্ধে জনমনে অসন্তোষের সঞ্চার হয়েছিল। স্বাধীন মত প্রকাশের পথে মতাধরদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিরকারণও তাদের কাছে সুস্পষ্ট হতে থাকে। তারপর এল সামরিক শাসনের যুগ।

জেনারেল-পরবর্তী সময়ে ফিল্ড মার্শাল উপাধিধারী আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেন। সামরিক অধ্যাদেশ জারি করে প্রথমে সেন্সরশিপ এবং সংবাদ প্রকাশের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেন। সেই নিয়ন্ত্রণের ফাঁকফোকরের মধ্যেও সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং সম্পাদক ও সাংবাদিকেরা অতি কৌশলে একটু-আধটু স্বাধীন জনমত গঠনে ভূমিকা রাখছিলেন।

গণতন্ত্র ও জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হতে থাকলেন। সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার চার বছর পর সামরিক শাসক সেসব ফাঁকফোকর বন্ধ করার জন্য নতুন একটি কালাকানুন করল, 'সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রকাশনা অর্ডিন্যান্স'। সেই প্রথম সংবাদপত্রজগতের সবাই একসঙ্গে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলেন। মালিক, সম্পাদক ও সাংবাদিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করলেন। সেটিকে সাংবাদিকদের ও সাংবাদিকজগতের একটি নবজাগরণ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। সেই জাগরণের ঢেউয়ে ব্যাপক আন্দোলনের চাপে সামরিক শাসক অধ্যাদেশটি পুরোপুরি বাতিল না করলেও অনেকাংশে সংশোধন ও পরিমার্জন করল। কিন্তু সাংবাদিকদের ও সাংবাদিকতার প্রতি হুমকি অব্যাহত রইল।

কী ছিল সংবাদপত্র প্রকাশনা মুদ্রণ অধ্যাদেশে? স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক সরকারের আইন তথা অধ্যাদেশের মুখবন্ধে ছিল সেই কথাগুলো, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের তথ্যমন্ত্রির বক্তব্যে যার পুনরুক্ত শুনছি। অধ্যাদেশের মুখবন্ধের কথা ছিল, সংবাদপত্রের সংবাদ প্রকাশ নিয়ন্ত্রহীণ হতে পারে না। আইয়ুব সরকার কী ছাপা যাবে আর যাবে না, তা কতিপয় বিধিমালা আর নীতিমালা বাস্তবে নির্দেশনার মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিল। পরবর্তী সময়ে বিধিমালা তৈরির জন্য একটি পচ্ছন্ন সরকারি সংস্থা গঠন করা হয়।

নাম দেওয়া হয় 'প্রেস কাউন্সিল', যাকে দেওয়া হয় সংবাদপত্রের ওপর নজরদারি করার অধিকার। উল্লেখযোগ্য, সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠান সেই প্রস্তাব

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যান করায় সেই কাউন্সিল বিলুপ্ত হয়। অধ্যাদেশটির ধার কমলেও বর্তমানে বিশেষ মতা আইনের আদলে বিদ্যমান 'জননিরাপত্তা আইনে' আর সামরিক অধ্যাদেশে সাংবাদিক গ্রেপ্তার ও সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়নি। তবে এত সব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সামরিক শাসন ও স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকসমাজ যতটুকু সম্ভব সব ঝুঁকি নিয়ে সাহসী ভূমিকা পালন করেছিল।

সংবাদপত্র ভাষা আন্দোলনে যেমন সীমিত আকারে জনমত গঠন করেছিল, তার চেয়েও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনে ইন্ধন জোগাল। সাংবাদিকেরা নিজস্ব পেশার সীমানা ছাড়িয়ে বিভিন্ন আন্দোলনেও সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন।

অতঃপর স্বাধীনতার অব্যবহিতপরের অধ্যায়। বস্তুত, তখনই সাংবাদিকেরা নিজেদের স্বকীয়তা ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা রার সাহসিকতা ও প্রতিবাদী মনোভাব হারালেন। বাস্তবে সাংবাদিকতার এক ধরনের অবয়ের সূচনা হলো। সাংবাদিকসমাজের কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা দিল। ক্ষমতাসীনদের প্রতি অদ্ভুত বশ্যতা, মতাসীন সরকারের কৌশল ও ফাঁদে পড়ে নিজেদের মধ্যে বিভেদ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। তার পরও একটু-আধটু স্বকীয়তা ও স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় দেওয়ার কারণে স্বাধীন সাংবাদিকতা বিপাকে পড়েছিল।

স্বাধীন দেশে নিরবচ্ছিন্ন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল সরকারের তৈরী, বহুলাংশে ছিল স্ব-আরোপিত, যাকে বলা হলো সেলফ সেন্সরশিপ। সেই প্রতিবন্ধকতার বাধা দু-একটি সংবাদত্র অতিক্রম করার চেষ্টা করায় স্বাধীন দেশে ঔপনিবেশিক আমলের মতোই তাদের ওপর খাড়া নেমে এসেছিল। সম্ভাব্য প্রতিবাদী কণ্ঠ চিরতরে বন্ধ করে দিতে সরকার চারটি সংবাদপত্র নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে এনে বাকি গুলো বন্ধই করে দিল। এর সবই পুরোনো বাহিনী, বহুবার বলা হয়েছে। তাই বিস্তৃত পুনরাবৃত্তি করলাম না, আলোচনার ধারাবাহিকতায় শুধু স্বল্পাকারে উল্লেখ করলাম।

তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এতসবের কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না সংগ্রামী ঐতিহ্যধারী সাংবাদিকদের মধ্যে। বিনা প্রতিবাদে টু শব্দটি না করে তাঁরা সব মেনে নিলেন। এই মেনে নেওয়াই কাল হলো, তাঁদের নিজেদের ও ব্যাপকাকারে সাংবাদিকতার জন্য । তাই প্রতিরোধশক্তি হারিয়ে পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসনামলে দীর্ঘদিন উভয়ই নিস্তেজ হয়ে রইল।

পরবর্তী অধ্যায় সামরিক শক্তি স্বাধীন সাংবাদিকতা নিয়ন্ত্রণে নতুন পদ্ধতি

www.pathagar.com

আবিষ্কার করল। এক. সাংবাদিকদের প্রলোভিত করা; দুই. হুঁশিয়ার করা; তিন. শারীরিক লাঞ্ছনা, জীবননাশের হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার আমলের পদ্ধতির নাম দেয়া হয়েছিল 'প্রেস অ্যাডভাইস'। এই অ্যাডভাইস তথা 'উপদেশ' ছিল, ঠিক পথে চলো, না হলে খবর আছে। মিছেমিছি নিজেদের ওপর বিপদ টেনে আনবে না। আবার অতীতের সেলফ সেন্সরশিপ, সংযত ও সাবধানী সাংবাদিকতা যা ছিল প্রকারান্তরে কাপুরুষতা। জেনারেল এরশাদের আমলে একই অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে কাটল সাংবাদিকতার একটি দশক।

কালক্রমে সাংবাদিকসমাজ তখন একটু-আধটু প্রতিরোধশক্তিতে জেগে উঠল। অবশ্য স্বৈরাচারবিরোধী গণজাগরণের কারণে তাঁরা সাহসী হয়ে উঠলেন। সেই আইয়ুব মহলে যেমন, ঠিক তেমনভাবে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ও একাট্টা হলেন হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য। স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটল, বহুদিন পর জনগণ যেমন গণতন্ত্রের স্বাদ পেল, সাংবাদিকতাও পেল মুক্ত পরিবেশ। এদিকে বিধাতা অলক্ষে হাসলেন। সংবাদপত্র স্বাধীন, সাংবাদিকতার ওপর প্রকাশ্য বিধিনিষেধ নেই, কিন্তু সাংবাদিকদেরা রয়ে গেলেন ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপৎসংকুল।

সাংবাদিক প্রাণ হারাতে লাগলেন, নির্যাতিত হতে থাকলেন, পঙ্গু হয়ে গেলেন। এসবের বিবরণ সবার জানা, সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনে যে মতাসীন সরকারগুলোর প্রচ্ছন্ন মদদ ছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি । তবে সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার পাশাপাশি এসবের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের প্রতিবাদের শক্তি হরণেরও ব্যবস্থা নিয়েছে স্বাধীনতার কণ্ঠরোধকারী শক্তি। সাংবাদিকদের বিভক্ত করা হয়েছে এবং অদ্ভুতভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধে পুরোনো কালাকানুনগুলোও প্রয়োগ অব্যাহত রইল।

এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গণমাধ্যম জনগণের সব অধিকার আদায়ে স্বীয় কর্তব্য পালন থেকে বিচ্যুত হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে, গণমাধ্যমের মালিকানায় অপশক্তির অভ্যুদয়। সাংবাদিকরা যদিও সরকারের ভ্রূকুটি, বিভিন্ন মহলের নির্যাতন ও হত্যার ঝুঁকি সাহসিকতার সঙ্গে অগ্রাহ্য অথবা মোকাবিলা করেছেন, গণমাধ্যমে অর্থশক্তির অনুপ্রবেশ স্বাধীন সাংবাদিকতার পথে অভূতপূর্ব অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

জানি না, বিদ্যমান বিরূপ পরিস্থিতিতেও যেসব সাংবাদিক স্বাধীন মত কথা বলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। পরদিন শুক্রবার বিকেল ৪টা ১২ মিনিটে ওই একই হুমকি আসে জনকণ্ঠের সংবাদদাতা আব্দুর রউফ সরকারের

www.pathagar.com

মোবাইল ফোনে।

রংপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি সদর"ল আলম দুলু, যুগ্ম সম্পাদক জাভেদ ইকবালসহ অন্যান্য সাংবাদিক এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ সাংবাদিকদের হুমকিদাতাদের শনাক্ত করে তাদের গ্রেপ্তার ও দ"ষ্টাম্-মূলক শাস্-ির দাবি জানিয়েছেন।

*** লেখাটি ২৯ অক্টোবর ২০০৯, দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত হয়।*

www.pathagar.com

গনমাধ্যমকে একটু সম্ভ্রম দেখান

আতাউস সামাদ

জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিরোধী দল অংশ নিচ্ছে। আর সরকারী দলতো ছিলই। তাঁরা আছেন এবং থাকবেনও। কারণ সরকারপক্ষের সদস্য তাঁরা। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী বা জাতীয় পার্টির যে দলেরই হোক না কেন, ট্রেজারি বেঞ্চের হলে তাঁদের সংসদে হাজির থাকতেই হবে। না হলে তো তাঁদের সরকার থাকবেনা। তাঁদের সরকার না থাকলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর মাঝে মধ্যে বিতর্কে ভাগীদার হওয়ার মজাও উপভোগ করতে পারবেন না। তবে এখন অধিবেশন বর্জনকারী বিরোধী দল আবার এতে যোগ দেওয়ায় সংসদ অধিবেশন কিছুটা ভরাট লাগে। আমরা দেশবাসী এতে আনন্দিত হই। বিরোধী দল নিয়ে সংসদ বেশ জমে উঠেছে। আমরা এখন উৎসুক হয়ে আছি যে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী নেতা এবং অন্য নেতৃস্থানীয় সংসদ সদস্যরা বুদ্ধিদীপ্ত ভাষায় বিতর্ক করেন। আমরা চাই তাদের কথা শুনে মনে হবে যে তাঁরা জ্ঞানী এবং তাঁরা সত্য বলছেন। তাঁদের শানিত কিন্তু পরিশীলিত ভাষা দেখে আমরা মনে করব, তাঁদের কাছে শেখার আছে বটে। আর অতটা যদি না-ও হয় তাঁদের কথা শুনে আমরা অন্তত এটুকু যেন মনে করতে পারি, তাঁরা সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি খুইয়ে বসেননি। জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যদের কথাবার্তা শুনে মাঝেমধ্যে এ রকম বিষয়ে সন্দেহ জাগে।

সম্প্রতি বিরোধী দল বিএনপির নেতা ও সাবেক আইন মন্ত্রী মওদুদ আহমদ ৩ মার্চ সংসদে এ কথা তুলেছিলেন যে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিক নির্যাতন চলছেই। ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা নিউ এজের সম্পাদক নুরুল কবীরকে টেলিফোনে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির হত্যার হুমকি দেওয়া এবং দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের গাড়িতে হাতুড়ি ছুড়ে মারার কথা উল্লেখ করেন তিনি। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এ ছাড়া সারা দেশের সাংবাদিক নির্যাতনের পরিসংখ্যাণ দেন।

জবাবে সংসদ উপনেতা সাজেদা চৌধুরী বলেন, আজ মওদুদ আহমদ সাংবাদিক নির্যাতনের কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁরা ক্ষমতায় থাকাকালে ২১ আগষ্ট

www.pathagar.com

২০০৪ তারিখে আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলায় আহত সাংবাদিকের কথা সংসদে বলতে দেননি। সংসদ উপনেতা অরো বলেন, দৈনিক আমার দেশ বিএনপির কাগজ, জনগণের কাগজ নয়। সঙ্গে তিনি যোগ করেন পত্রিকাটি মিথ্যা ও অসত্য সংবাদ দেয়। তিনি মন্তব্য করেন, আমার দেশ সম্পাদক বহুরূপী, নানারূপী। তাঁকে সতর্ক করা হলে তিনি আরো খারাপ ভাষায় লিখেন। (সূত্র আমার দেশ)। আমি এক সময় আমার দেশ পত্রিকায় চাকুরী করতাম, এখন করিনা। তবে পত্রিকাটির পাঠক রয়ে গেছি। এর পরিবেশিত বহু খবরেই গ্রহণযোগ্য সূত্রের উল্লেখ থাকে। যেমন ধরা যাক, পত্রিকাটি খবর দিয়েছে, বাংলাদেশ এ বছর এবং পরের বছর ১৯৯৬-এর ফারাক্কা চুক্তি অনুযায়ী পানি ভারতের কাছ থেকে পায়নি। এ বছরের ব্যাপারে আমার দেশ বর্তমান জেআরসির সূত্র উল্লেখ করেছে।

সপ্তাহ কয়েক আগে একই পত্রিকা খবর দিয়েছে, যদিও প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার গত দিল্লি সফর সংক্রান্ত যৌথ ইশতেহার বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে চলাচলের জন্য ভারত ট্রানজিট দেবে; তবে বাংলাদেশ নেপালের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আগে কোন কথা বলে নেয়নি। আমার দেশ পত্রিকা এ খবরটি পরিবেশন করে তাঁর কূটনৈতিক সংবাদদাতা কাঠমুন্ডু গিয়ে নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যে সাক্ষাৎকার নেন, তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। কয়েক দিন আগে পত্রিকাটি গ্রেপ্তার অবস্থায় আটক ব্যক্তির মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে এই মর্মে খবর পরিবেশন করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সর্বশেষ মানবাধিকার রিপোর্টেও একই তথ্য দেওয়া হয়েছে। তো থাকগে, এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে হলে দৈনিক আমার দেশ বলবে। সেটা বলার অধিকারও তাঁদের আছে। কারণ সাজেদা চৌধুরী ওই পত্রিকা সম্পর্কে অভিযোগ তুলেছেন বা কটূক্তি করেছেন জাতীয় সংসদ অধিবেশনে, যেখানে পত্রিকার কর্তৃপক্ষের বা সাংবাদিকদের বক্তব্য রাখার বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ নেই। মাহমুদুর রহমানও যথাস্থানে তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন, তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের মামলা (আদালতে) তো আছেই। দুদকও নানান অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছে। মাহমুদুর রহমান বলেছেন, এসব মামলার আইনি মোকাবেলা তিনি করবেন। তো আমাদের মাথাব্যথা রইল বেগম সাজেদা চৌধুরী আমার দেশ পত্রিকাকে যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন তা নিয়ে, অর্থাৎ এই যে তিনি বললেন, 'আমার দেশ বিএনপির কাগজ, জনগণের কাগজ নয়'। আমাদের ভয়, যেহেতু ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ, এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের

www.pathagar.com

লোকেরা বাড়ি দখল, দোকান দখল, হলের রুম দখল, পুকুর দখল, বিল দখল, নদী দখল, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ও আরো নানা রকম দুর্নীতি করে চলেছে (যা থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বাদ পড়ে না) এবং সেগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় খবর বের হচ্ছে, তাই সাজেদা চৌধুরী ও তাঁর দলের নেতাকর্মীরা অদূর ভবিষ্যতে সব পত্রিকার ওপরই মহাখাপ্পা হয়ে যাবেন। তখন সংসদ উপনেতা ও তাঁর দলীয় সমর্থকরা এমন মন্তব্য করবেন; ওটা জাতীয় পার্টির পত্রিকা, এটা জামায়েতে ইসলামীর পত্রিকা, সেটা মাদ্রাসার পত্রিকা, ওটা ভূমি ব্যবসায়ী বা গার্মেন্টস মালিকের পত্রিকা, আর এইটা ফাস্টফুড ব্যবসায়ীর পত্রিকা। ওই রকম নাক সিটকিয়ে ক্ষমতাসীনরা সত্যকে মিথ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন না। আর অন্যায়-অত্যাচার প্রশ্রয় দিয়ে বা এর চেয়েও খারাপ হলো অত্যাচারীদের প্রশ্রয় দিয়ে সাজেদা চৌধুরী এবং তাঁর মতো প্রথম কাতারের আওয়ামীলীগ নেতারা নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন।

এখানে একটি বহুল প্রচলিত কাহিনী পুনরুল্লেখ করি। এটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার জার্মানির অবস্থা নিয়ে সম্ভবত আশির দশকে মার্কিন পত্রিকা টাইম ম্যাগাজিনের গল্পটি পুনরুল্লেখকরা হয়েছিল সত্তরের দশকে। জার্মানির নাৎসি শাসক হিটলারের জল্লাদ বাহিনী এস এস কমিউনিস্টদের গণহারে গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকাতে লাগল। তখন একজন উদারনৈতিক (লিবারেল) অধ্যাপক নাৎসিদের এই দুষ্কর্ম পর্যবেক্ষণ করেও কোনো প্রতিবাদ করলেন না। তিনি মন্তব্য করলেন ওরা কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করছে, এতে আমাদের প্রতিবাদ করার দরকার কী? এরপর হিটলার ইহুদি গণগ্রেপ্তার করা শুরু করল, তখন অধ্যাপক বললেন, 'ওরা ইহুদি ধরছে, আমাদের তো কিছুই করছে না।' ইহুদির বন্দি করার পর হিটলার উদারতাবাদীদের জেলে পাঠাতে থাকলেন। তখন সেই অধ্যাপক চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁদের জন্য প্রতিবাদ করার মতো কেউ অবশিষ্ট নেই। আমাদের ক্ষমতাসীন নেতারা আজ এই পত্রিকা, কাল ওই পত্রিকাকে গালমন্দ করবেন, আর জেলা শহরগুলোতে তাঁদের দলীয় লোক সমর্থকরা হাতুড়িপেটা করে সাংবাদিকদের হাত-পা ভাঙবেন, যেমন করেছেন যশোরের লোকসমাজ পত্রিকার শার্শা প্রতিনিধি মনিরুল ইসলামকে। তাঁরা আজ আহত করেছেন দুই দফায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ১০ জনকে। পত্রিকা অফিস ভাঙচুর করবেন, যেমন করেছেন বরিশালে। তারপরও আশা করবেন যে সাংবাদিক সমাজ ও সংবাদপত্র পাঠকরা চিরকাল তাঁদের পাশে থাকবেন, সেই গুড়ে বালি পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে কুখ্যাত এক-এগারোজরুরি আইনের সরকার আসার পর কী হয়েছিল, আওয়ামী লীগ নেতারা তা মনে করে দেখতে পারেন। ব্যাপারটা তো একেবারেই নিকট অতীতের। তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের উদ্যোগ ও হস্তক্ষেপ যখন বাংলাদেশের ওপর একটা অসাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ চেপে বসল, তখন শেখ হাসিনাসহ আওয়ামীলীগ নেতারা বলে বসলেন, 'এই সরকার আমাদের আন্দোলনের ফসল'। কিছুদিনের ভিতরেই ওই ফসল আওয়ামী লীগের জন্যও বিষবৎ হয়ে গেল। কারণ মইন-ফখরুদ্দীন সরকার প্রথমে শেখ হাসিনাকে দেশের বাইরে নির্বাসনে রাখার চেষ্টা করল এবং একই সঙ্গে দলে ফাটল ধরানোর উদ্যোগ নিল। তবে শেখ হাসিনা জোর করে দেশে ফিরলেন এবং তখন ওই সরকার তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা লাগিয়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করল। বিএনপি নেত্রী ও সাবেক প্রধনমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে দেশ থেকে তাড়াতে না পেরে তারা তাঁকেও জেলে দিল। জরুরী অবস্থা জারির পর থেকেই কয়েক সাংবাদিক এই পদক্ষেপের প্রতিবাদ করতে থাকেন। আর কয়েকটি সংবাদপত্র নানাভাবে জরুরী শাসনের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরতে থাকে এবং দেশের দুই প্রধান নেত্রীর মুক্তির জন্য জনমত গড়তে থাকে। সে সময় বিএনপির নেতাদের ওই সরকার প্রায় ঢালাওভাবে গ্রেপ্তার করায় তাদের সমর্থকরা হয় গা-ঢাকা দিয়ে, না হয় নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু আওয়ামী লীগের অবস্থা অতটা খারাপ না হওয়া সত্ত্বেও ওই দলের কর্মীদের কোনো আন্দোলনের উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন তাদের এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করে, তখনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বা তাদের অনুসারীদের আন্দোলন করতে দেখা যায়নি। ওই রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তায় প্রায় দুই বছর কারাবন্দি দুই নেত্রীর মুক্তি এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে দেশ শাসনের প্রয়োজনের কথা বলে গেছে সংবাদমাধ্যম। ক্ষমতাসীন দল বা জোটের নামে যারা রাজধানী ঢাকা ও দেশের অন্যত্র জঘন্য লুটপাট চালাচ্ছে এবং নিজেরাই অথবা পুলিশকে ব্যবহার করে সাংবাদিকদের ও যেকোনো বিরুদ্ধবাদীর ওপর অত্যাচার করছে, তাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম তো দূরের কথা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের আশপাশেও দেখা যায়নি। তাই ক্ষমতাসীনদের অনুরোধ করছি, সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমকে কিছুটা সম্ভ্রম দেখান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নিজেদের সমর্থকদের সাংবাদিকদের নির্যাতন করা থেকে বিরত রাখুন। এ সরকারের আমলে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে লাগাতারভাবে। এবিষয়ে বহির্বিশ্বও আর চোখে ঠুলি পরে নাই। কাজের

www.pathagar.com

সরকারের স্বস্তির দিন শেষ। এখন রাস টানার সময় এসে গেছে। সরকার যদি তা না করে, তাহলে হিসাব-নিকাশের ক্ষণটি এগিয়ে আসবে, এটা অবধারিত। সাংবাদিক নির্যাতনের ধারা দেখে মনে হয় না যে সরকার এ ব্যাপারে সচেতন হয়েছে।

গত ডিসেম্বরে ঢাকায় দিনে দুপুরে আমার দেশ পত্রিকার সাংবাদিক আবদুল্লাহর ওপর বনানীর মোড়ে যে হামলা হয়, পুলিশ এর কোনো তদন্ত করছে বলে মনেই হয় না। গত ১৪ মাসে ঢাকার বাইরে দুর্বৃত্ত কর্তৃক সাংবাদিকদের ওপর হামলা হয়েছে, সেগুলোতে কোনে অভিযুক্তের আদালতে বিচার হয়েছে বলে শুনিনি। একটি মানবাধিকার সংস্থা সংবাদপত্রের খবর ভিত্তি করে জানিয়েছে, এ বছর গত দুই মাসে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৭৩ সাংবাদিক। গত বছর নির্যাতন ও হুমকির শিকার হয়েছিলেন ২৬৩ জন। সাংবাদিকদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি রয়েই গেছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ এ ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আনেনি।

www.pathagar.com

আবার সাংবাদিক নির্যাতন!

মতিউর রহমান

বেশ কিছুদিন হলো পরিবার-পরিজন নিয়ে চুয়াডাঙ্গা ও গলাচিপার প্রথম আলোর দুই সাংবাদিক ঢাকায় পালিয়ে এসেছেন। তারা সরাসরি এসে প্রথম আলোর কার্যালয়ে ওঠেন। আমরা তাঁদের, বিশেষ করে দুই সাংবাদিকের স্ত্রী ও শিশুসন্তানদের ভয়ার্ত চেহারা দেখে গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছি।

গলাচিপা প্রতিনিধির ১০ বছরের কন্যা জুঁইরিয়ার ভয় ঢাকায় পৌঁছার পরও কাটছিল না। আমাদের কার্যালয়ে আসার পরও ভীতসন্ত্রস্ত শিশুটি কাঁদছিল। ঢাকায় এসেও সারাক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ করে ছিল। ৮ সেপ্টেম্বর রাতে বাড়িতে পুলিশি অভিযানের সময় তার বাবা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন, সেই স্মৃতি ভুলতে পারছে না।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি শাহ আলমকে শুধু সরকারি দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ভয়ভীতি প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর বাড়িঘরে হামলাও চালিয়েছিলেন। এই দুই সাংবাদিকের পরিবারকে আমরা সাহস দিচ্ছি, সহযোগিতার চেষ্টা করছি। কিন্তু তাদের ভয়ভীতি কাটছে না।

১৬ দিন ধরে যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও গলাচিপাসহ দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, সমকাল ও আমার দেশ পত্রিকার সাংবাদিকদের বাড়িঘরে হামলা, লুটপাট, ভাঙচুর এবং হুমকি ও মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য বেশ কয়েকটি মামলা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই সাংবাদিকদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে মানববন্ধন ও বিবৃতি দেওয়ায় অনেক সাংবাদিকের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সার্বিক এ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। দেশের সাংবাদিক সংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো এসব ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। দ্রুত এসব বন্ধ হওয়া উচিত। নইলে এগুলো কারও জন্য শুভ হবে না। সরকারের জন্যও ভালো কিছু বয়ে আনবে না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, এসব এলাকার সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের পেছনে সরকারদলীয় সাংসদ ও উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র এবং তাঁদের সমর্থক উচ্ছৃঙ্খল নেতা-কর্মীরা যুক্ত হয়ে পড়ছেন। এখন পর্যন্ত সরকারি দলের

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনো বক্তৃতা-বিবৃতি শুনতে পাইনি; যদিও গলাচিপার স্থানীয় আওয়ামী লীগের অনেক দায়িত্বশীল নেতা সাংবাদিক পীড়নের নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানা"ছি।

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ কার্যত কোনো ভূমিকা রাখছে না। আমাদের সাংবাদিকদের বাড়িঘরে হামলা হওয়ার পর ঢাকা থেকে উচ্চপর্যায়ে কর্মকর্তাদের বলে-কয়ে, অনুরোধ করে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠাতে হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরং সাংসদ, উপজেলা চেয়ারম্যান ও সরকারদলীয় নেতা-কর্মীদের পক্ষেই ভূমিকা রেখেছে।

এসব ভালো লক্ষণ নয়। আমরা সরকার, প্রশাসন, আওয়ামী লীগের সাংসদ ও স্থানীয় নেতৃত্বকে বলব, তাঁদের কাছে আমরা কি এই আচরণ আশা করেছিলাম। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে জনগণকে আশ্বাস দিয়েছিল, সংবাদপত্রের ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় তারা হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু ওই কথার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি না।

সরকারী দল কথা রাখছে না ঃ

চুয়াডাঙ্গা সদর আসনের আওয়ামী লীগের সাংসদ সোলায়মান হক জোয়ার্দার ও তার ভাই মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দারের বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে প্রথম আলো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন প্রকাশের পর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি শাহ আলমের বিরূদ্ধে এ পর্যন্ত তিনটি সাজানো মামলা দায়ের করা হয়েছে। একটি জামিন অযোগ্য ধারায় তথাকথিত ছিনতাই মামলা এবং দুটি মানহানির মামলা করা হয়েছে।

১১ আগস্ট চুয়াডাঙ্গায় প্রথম আলো পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা। চুয়াডাঙ্গার সরকারী কলেজ থেকে ছাত্রলীগের কর্মীরা মিছিল নিয়ে আমার দেশ পত্রিকার প্রতিনিধি ডালিম হোসেনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও বাড়ি, জনকণ্ঠ প্রতিনিধি রাজীব হাসানের কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর চালায়।

২ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগের কর্মীরা চুয়াডাঙ্গায় প্রথম আলো প্রতিনিধির বাড়িতে হামলা করে। প্রত্যদর্শীদের বরাত থেকে জানা যায়, স্থানীয় সাংসদ সোলায়মান জোয়ার্দারের ব্যক্তিগত গাড়িচালক আহাদের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা দা, রামদা, হকিস্টিক ও কিরিচ নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় বাড়িতে থাকা শাহ আলমের স্ত্রী ও সন্তান পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। বৃদ্ধ মা-বাবা অসুস্থ

www.pathagar.com

হয়ে পড়েন।

২১ আগস্ট প্রথম আলোতে 'গলাচিপায় নদীর তীর ভরাট করে চলছে মার্কেট নির্মাণের কাজ' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, নদী দখল করে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির (টি আর) চাল ও সাংসদের ব্যক্তিগত তহবিলের অর্থে এই মার্কেট করা হ"িছল।

স্থানীয় রণগোপালদী নদীর তীর ভরাট করে ওই স্থানটি বন্দোবস্ত দেওয়ার বিষয়ে আরেকটি প্রতিবেদনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা অবস্াতেই আওয়ামী লীগের স্থানীয় সাংসদ গোলাম মাওলার অনুসারীরা প্রথম আলোর প্রতিনিধির বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজির মামলা করে। রাতেই প্রথম আলোর প্রতিনিধির বাসায় পুলিশ আসে। গত সোমবার পর্যন্ত ইশরাত হোসেনের বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজি, এটি ধর্ষণ ও প্রতারণার অভিযোগে দুটি মামলা দেয়া হয়েছে। এই চারটি মামলাই করা হয়েছে জামিন-অযোগ্য ধারায়।

গলাচিপা প্রতিনিধি ইশরাত হোসেন তাঁর বাড়িতে পুলিশি অভিযান ও হয়রানির পর ৮ সেপ্টেম্বর রাতে এলাকা ছেড়ে ঢাকায় আশ্রয় নেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার দিকে শহরের পুরোনো লঞ্চঘাট এলাকায় ইদ্রিস বোর্ডিংয়ে গিয়ে ইশরাত হোসেন ধর্ষণ করেছেন বলে মিথ্যা মামল দেওয়া হয়েছে।

এসব ঘটনা শোনার পর ঘটনাস্থলে যাওয়ার সময় গলাচিপা ফেরিঘাটে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হন আরটিভি, বাংলাভিশন ও দিগন্ত টিভির সাংবাদিকেরা। প্রথম আলোর পটুয়াখালীর প্রতিনিধি শংকর দাস, চ্যানেল আইয়ের প্রতিনিধি খন্দকার দেলোয়ার জালালী ও মানবজমিনের আবু জাফর খান গলাচিপা গেলে ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁদের ধাওয়া করে।

একের পর এক মিথ্যা মামলাও সাংবাদিক লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিবাদে এবং গলাচিপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অপসারণের দাবিতে ১১ সেপ্টেম্বর পটুয়াখালী প্রেসক্লাবের সাংবাদিকেরা মানববন্ধন করেছেন। ২৭ আগষ্ট একই বিষয়ে আমার দেশ পত্রিকায়ও খবর ছাপা হয়। ইশরাত হোসেনের বিরুদ্ধে দায়ের করা চারটি মামলার মধ্যে তিনটিতে আমার দেশ প্রতিনিধিকেও আসামি করা হয়েছে।

প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি আরিফুর রহমানের হাত-পা ভেঙে দেওয়ারও হুমকি দেয় সরকারদলীয় কর্মীরা। যশোরে সমাবেশ করে যুবলীগের কর্মীরা ঘোষণা দেয়, 'আমাদের নেতাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখলে তার ঝাল

www.pathagar.com

টের পাবে প্রথম আলোর সাংবাদিক।' খুলনায়ও প্রথম আলোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছে সাংসদ ননীগোপাল মন্ডলের অনুসারীরা। এ ছাড়া আমাদের খুলনা প্রতিনিধি সামছুজ্জামানকে হাত-পা ভেঙে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

তিন মাস ধরে সরকারদলীয় নেতা-কর্মীদের নানা তৎপরতা, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেই দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের ওপর হামলা, মামলা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটানো হচেছ।

ইশতেহারে তো এমন কথা ছিল না ঃ

২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে 'গণমাধ্যমের তথ্যপ্রবাহ' অংশে বলা হয়েছিল, 'সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা হবে। সকল সাংবাদিক হত্যার দ্রুত বিচার করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং সাংবাদিক নির্যাতন, তাদের প্রতি ভয়-ভীতি-হুমকি প্রদর্শন এবং সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হবে।'

কিন্তু মতায় যাওয়ার আট মাসের মাথায় সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের অসহিষ্ণু ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম আমরা দেখছি। বরং আগের সরকারগুলোর মতোই সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের ওপর হামলা ও নির্যাতনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন তাঁরা।

আমরা স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এবং সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রথম আলোসহ অন্যান্য পত্রিকার সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন, হামলা ও মিথ্যা মামলার বিষয়ে অবহিত করেছি। আমরা তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের সঙ্গেও দেখা করে তাঁর কাছে সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধ ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছি। তাঁরা কী করেন তা দেখার জন্য আমরা অক্ষেপা করছি।

আমরা আমাদের কাজ অব্যাহত রাখব ঃ

গত এক দশকে প্রথম আলো এবং প্রথম আলোর সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে একাধিক সরকারের আমলে ভয়ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও সাংবাদিকেরা তাঁদের সাহসী কাজ অব্যাহত রেখেছেন। এ সময় একাধিকবার অশুভ মৌলবাদ ও জঙ্গিশক্তি আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে। মনগড়া প্রচারণা চালিয়েছে।

www.pathagar.com

বিশেষ করে সরকারদলীয় সাংসদ ও মন্ত্রী এবং নেতা-কর্মীদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রথম আলোর সম্পাদক, প্রকাশক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে সারা দেশে বহু হামলা, মামলা ও আক্রমণ হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের কার্যালয়ে আক্রমণ হয়েছে। প্রথম আলো সব সরকারের সময় সরকারি চাপ, বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া, ভয় ভীতি প্রদর্শনের সামনে দাঁড়িয়ে স্বাধীন ও দল নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা অব্যাহত রেখেছে।

আমরা এখনো বলব, স্বাধীন সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের কাজ অব্যাহত থাকবে।

www.pathagar.com

সরকারি দলের ক্যাডাররা পিটিয়েছে হালুয়াঘাটের ২ সাংবাদিককে

প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে আসামিরা-

টেন্ডারবাক্স ছিনতাইকারীদের ছবি তোলায় আওয়ামী লীগ, যুব লীগ ও ছাত্র লীগ ক্যাডাররা বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের দুই সাংবাদিককে। এই ঘটনায় মামলার আসামিরা এখন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাদের ধরছে না।

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলা পরিষদ কার্যালয় থেকে গত ১৫ মার্চ দুপুরে শত শত মানুষের সামনে হাটবাজার ইজারার টেন্ডারবাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যায় আওয়ামী লীগ যুব লীগ ও ছাত্র লীগের ক্যাডাররা। টেন্ডারবাক্স ছিনতাই করে উপজেলা আওয়ামী লীগ লীগ অফিসে নিয়ে বাক্সটি ভেঙ্গে ভিতরে থাকা বিডি সহ দরপত্র গুলো রেখে অফিসের পিছনের দর্শা নদীতে ফেলে দেয়া হয়। পরে পুলিশ নদী থেকে টেন্ডারবাক্সটি উদ্ধার করে। এদিকে টেন্ডারবাক্স ছিনতাইয়ের পর ছিনতাইকারীরাই পাল্টা ইউএনও'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলের ছবি তুলতে গেলে হালুয়াঘাটের যুগান্তর প্রতিনিধি হাতেম আলী ও সংবাদ প্রতিনিধি হুমায়ুন কবীর মানিককে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে আওয়ামী লীগ, যুব লীগ ও ছাত্র লীগ ক্যাডাররা। এসময় সাংবাদিক হাতেমের ক্যামেরা ও মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে যায় হামলাকারীরা।

গুরুতর আহতক সাংবাদিক হাতেম বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত সাংবাদিক হাতেম আলী বাদী হয়ে ১৬ মার্চ উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আওলাদ হোসেন, যুবলীগের সহ-সভাপতি নাজিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান মোঃ হান্নান, ছাত্রলীগের আহ্বায়ক শহীদুল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক গোলাম মোস্তফা, ছাত্র লীগ নেতা রফিকুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন ও আব্দুল্লাহ আল নোমানকে আসামি করে হালুয়াঘাট থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

এদিকে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে স্থানীয় সাংবাদিকদের বেধড়ক পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করার ঘটনায় মামলা হওয়ায় এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও

www.pathagar.com

পুলিশ এখনো কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করেনি। আসামিরা পুলিশের নাকের ডগায় উপজেলা সদরে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকি এলাকার সংসদ সদস্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট প্রমোট মানকিনের সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসামিদের দেখা গেছে। আসামিরা পুলিশের সাথে খোশগল্প করলেও পুলিশ বলছে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

হালুয়াঘাট থানার ওসি ফজলুল করিম জানান, আসামিদের খোঁজা হচ্ছে। তবে কাউকে এখনো গ্রেফতার করা যায়নি। তদন্ত চলছে। আর মামলার আসামিরা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করার কোনো কারণ নেই। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

স্থানীয় লোকজন জানান, আওয়ামী লীগ, যুব লীগ ও ছাত্র লীগ ক্যাডারদের টেন্ডারবক্স ছিনতাই ও সাংবাদিকদের মারধরের ঘটনার পরদিন ১৬ মার্চ এলাকায় আসেন এলাকার জাতীয় সংসদ সদস্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন। তিনি উপজেলার ধারা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ বেশ কিছু অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এসময় তার সাথে সাংবাদিক নির্যাতন মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা আওলাদ হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা শহিদুল ইসলাম শহিদ ও যুবলীগ নেতা সম্পাদক ইমরান মোঃ হান্নানকে দেখা গেছে। হালুয়াঘাট উপজেলা চেয়ারম্যান আলী আজগর, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সঞ্জয় চক্রবর্তী ও হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু মোঃ ফজলুল হক এসময় মন্ত্রীর সাথে ছিলেন। এদিকে পুলিশের উপস্থিতিতে প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাংবাদিক নির্যাতন মামলার আসামিদের ঘুরাফেরার ঘটনায় ময়মনসিংহের সাংবাদিক ও সুশীল সমাজ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এ ব্যাপারে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট প্রমোদমানকিন এমপির সাথে মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “আমি তো জানিনা কারা মামলার আসামি”। আমার কাছে তো নালিশ নেই। আর আমি এখন হালুয়াঘাটেই আছি। সাংবাদিকদের সাথে বসব।”

উপজেলা প্রশাসন ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গত ১৫ মার্চ ছিল হালুয়াঘাট উপজলোর ৩৭টি হাট-বাজার ইজারার দরপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ। দুপুর পৌনে দুইটার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আওলাদ হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা যুব লীগ সহসভাপতি নাজিমুদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক হান্নান, উপজেলা ছাত্র লীগ আহ্বায়ক, যুগ্ম আহ্বায়ক

www.pathagar.com

মোস্তফা, রফিকসহ ৪০/৫০ সরকার দলীয় কর্মী ইউএনও'র কার্যালয়ের সামনে রক্ষিত টেন্ডারবাক্সটি ছিনতাই করে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে নিয়ে যায়। সেখানে টেন্ডারবাক্সটি ভেঙ্গে ভিতরে রাখা ব্যাংকড্রাফটসহ দরপত্রগুলো বের করে বাক্সটি অফিসের পিছনের দর্শা নদীতে ফেলে দেয়।

এর কিছুক্ষণ পর সোয়া দুইটায় বাক্স ছিনতাইকারী আওয়ামী লীগ নেতা আওলাদ একটি দরপত্র নিয়ে ইউএনও অফিস গিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে দরপত্র কোথায় জমা দিবে জানতে চান। এসময় ইউএনও তাকে (আওলাদ) গ্রেফতার করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন। পুলিশের এস আই মামুন তাকে অফিসে বসিয়ে রাখেন। আটকের খবর ছড়িয়ে পড়লে আওলাদের সাঙ্গপাঙ্গরা ইউএনও অফিসে এসে জোরজবরদস্তি করে পুলিশের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এসময় পুলিশের সাথে আওয়ামী লীগ ও যুব লীগ কর্মীদের বাকবিতন্ডা হয়।

পরে বিকেলে পৌনে তিনটার দিকে আওলাদের নেতৃত্বে টেন্ডারবাক্স ছিনতাইকারীরা আওয়ামী লীগ কার্যালয় থেকে একটি লাঠি মিছিল বের করে। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিআরডিবি মহিলা মার্কেটের সামনে পৌঁছালে স্থানীয় সাংবাদিকরা মিছিলের ছবি তুলতে যান। এসময় মিছিলকারীরা সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে। উপজেলা যুবলীগের সহ-সভাপতি নাজিমুদ্দিন দৈনিক সংবাদের স্থানীয় প্রতিনিধি হুমায়ুন কবির মানিককে কিলঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। এসময় ছবি তুলতে থাকা দৈনিক যুগান্তরের সাংবাদিক মোঃ হাতেম আলীকে আওয়ামী লীগ নেতা আওলাদ, যুব লীগ নেতা নাজিমুদ্দিন, ছাত্র লীগ নেতা শহীদ, মোস্তফাসহ সরকার দলীয় ক্যাডাররা বেধড়ক লাঠিপেটা করে। গুরুতর আহত সাংবাদিক হাতেম আলী বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। লাঠির আঘাতে হাতেমের বাম হাতের কুনুই, বাম চোখ, মাথাসহ শরীরের বিভিন্নস্থানে গুরুতর জখম হয়েছে। এঘটনায় স্থানীয় সাংবাদিকদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

হালুয়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সঞ্জয় চক্রবর্তী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, "সোমবার (১৫ মার্চ) দুপুর দুইটায় ইউএনও অফিসে হালুয়াঘাট উপজেলার ৩৭টি হাট-বাজার ইজারার টেন্ডার দাখিলের শেষ সময় ছিল। যথারীতি আগ্রহীরা টেন্ডার দাখিল শুরু করলে উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আওলাদ হোসেনের নেতৃত্বে ৪০/৫০ জনের একটি দল টেন্ডারবাক্স জোর করে ছিনতাই করে নিয়ে যায়। ছিনতাইয়ের পর আওলাদ

www.pathagar.com

অফিসে এসে একটি দরপত্র জমা দেয়ার জন্য আমার কাছে টেন্ডারবাক্স কোথায় জানতে চান। আমি তাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করি 'আপনিই তো টেন্ডারবাক্স নিয়ে গেছেন, আবার এসেছেন বাক্স খোঁজ করতে'। এসময় উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের তাকে গ্রেফতার করতে বলি। পুলিশের এস আই মামুন তাকে অফিসে বসিয়ে রাখে। একটু পরেই আওলাদের লোকজন এসে তাকে (আওলাদ) জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে লিখিত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। টেন্ডারবাক্স ছিনতাইয়ের পর ১৩টি দরপত্র অফিসে জমা হয়েছে।"

উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আওলাদ হোসেন জানান, টেন্ডারবাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। হালুয়াঘাট ও ধারা বাজার ইজারা সম্পর্কে উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতাদের আহ্বানে একটি সমঝোতা বৈঠক হয়। বৈঠকে সমঝোতা না হওয়ায় সময় শেষ হওয়ায় ১০ মিনিট আগে দুটি বাজারের দরপত্র জমা দিতে পারিনি। ঘটনা ভিন্ন খাতে নেয়ার জন্য আমাকে দোষারোপ করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের মারধর প্রসঙ্গে আওলাদ হোসেন বলেন, "মিছিলের সামনে ছবি তোলার সময় আমি তাদের নিষেধ করি। তারপরও তারা না যাওয়ায় উত্তেজিত লোকজন তাদের মারধর করে।"

এদিকে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, হালুয়াঘাট, গৌরীপুর ও ত্রিশালে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে।

ঈশ্বরগঞ্জ প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির উদ্যোগে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাব সভাপতি মনসুর আহাম্মেদ আকন্দ, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাংবাদিক সোহরাব পাশা, সাইফুল ইসলাম তালুকদার, আতাউল করিম দুলু, হারুনুর রশিদ, আব্দুল হাদী, রকিবুল হাসান রুবেল, আব্দুল হক নাহার, মোঃ সেলিম, আব্দুল আওয়াল প্রমুখ।

নান্দাইল প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল ভূঁইয়া, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইসলাম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক এ বি সিদ্দিক খসরু প্রমুখ।

ত্রিশাল প্রেস ক্লাবের প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন, সভাপতি খোরশিদুল আলম মুজিব, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবীর, সাংবাদিক গোলাম মোস্তফা। হালুয়াঘাট প্রেস ক্লাবে জরুরী প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন নাদিম আহমেদ ও

www.pathagar.com

হুমায়ুন কবীর মানিক।

গৌরীপুর প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে শহীদ হারুন পার্কে অনুষ্ঠিত সমাবেশ হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করে বক্তব্য রাখেন, প্রেস ক্লাব সভাপতি ম. নুরুল ইসলাম, সম্পাদক ইকবাল হোসেন জুয়েল, উপজেলা সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম মিন্টু, রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি কমল সরকার, সম্পাদক কাজী আবুদল্লাহ আল আমীন, সাংবাদিক আজম জহিরুল ইসলাম, এইচএম খায়রুল বাশার, সাজ্জাতুল ইসলাম সাজ্জাত, আলী হায়দার রবিন, শামীম খান, আসাদুজ্জামান রমেন্স, রইছ উদ্দিন প্রমুখ।

রংপুরে ২৪ ঘন্টায় তিন সাংবাদিককে হত্যার হুমকি

রংপুরে ২৪ ঘন্টায় তিন সাংবাদিককে মোবাইলে ফোন করে এবং মেসেজ পাঠিয়ে হত্যার হুমকি দিয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় সন্ত্রাসীরা। যাঁদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন দৈনিক ইত্তেফাক ও চ্যানেল ওয়ানের প্রতিনিধি এবং রংপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ওয়াদুদ আলী, দৈনিক সমকালের রংপুর অফিসপ্রধান ইকবাল হোসেন ও জনকণ্ঠের রংপুর সংবাদদাতা আব্দুর রউফ সরকার। এ ব্যাপারে ওই তিন সাংবাদিক জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে কোতোয়ালি থানায় পৃথক তিনটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। এ ছাড়া তাঁরা বিষয়টি জেলার পুলিশ সুপার ও র‍্যাবের ক্যাম্প ইনচার্জকে অবহিত করেছেন।

প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ওয়াদুদ আলী জানান, গত বৃহস্পতিবার বেলা ১ টা ৩৫ মিনিটে তিনি তাঁর অফিসে বসে কাজ করার সময় এক ব্যক্তি নিজ পরিচয় গোপন রেখে ০১৭২২ ৮৫৫ ৯৪৮ নম্বরের মোবাইল থেকে তাঁকে ফোন করে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে। তিনি তার পরিচয় এবং গালাগালের কারণ জানতে চাইলে ওই ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, আমাদের খবর লেখিস নাই, তাই তোর হাড্ডি গুঁড়ো করে মেরে ফেলব- একথা বলেই সে

www.pathagar.com

লাইন কেটে দেয়। একই দিনে বেলা ৩টা ৩৪ মিনিটে সমকালের রংপুর অফিসে বসে কাজ করার সময় অফিসপ্রধান ইকবাল হোসেনকে ওই নম্বর থেকে একই কথা বলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। পরদিন শুক্রবার বিকেল ৪টা ১২ মিনিটে ওই একই হুমকি আসে জনকণ্ঠের সংবাদদাতা আব্দুর রউফ সরকারের মোবাইল ফোনে।

রংপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি সদরুল আলম দুলু, যুগ্ম সম্পাদক জাভেদ ইকবালসহ অন্যান্য সাংবাদিক এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ সাংবাদিকদের হুমকিদাতাদের শনাক্ত করে তাদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

সাংবাদিক নির্যাতন

কয়েকটি সম্পাদকীয়

মানহানি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানার বিধান বাতিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত

(দৈনিক সংবাদ ঃ ১০ ডিসেম্বর, ২০০৯)

গত সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (সংশোধন) আইন-২০০৯-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে। খসড়া আইনে দন্ডবিধির ৫০০,৫০১ ও ৫০২ ধারা সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে মানহানির মামলায় প্রকাশক, সম্পাদক, সাংবাদিক এবং লেখককে গ্রেফতারের প্রচলিত বিধান বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

খসড়া আইন অনুযায়ী মানহানির মামলায় সরাসরি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পরিবর্তে সমন জারি করা হবে। প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে সরকার এই সংশোধনী এনেছে। খসড়া আইনটি এখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে শিগগিরই এটা চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করবে।

যার মধ্য দিয়ে সাংবাদিকদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণ হবে। সাংবাদিক সমাজ বহু বছর ধরেই মানহানির মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির বিধান বাতিলের দাবি করে আসছিল। কিন্তু আগের কোন সরকারই বিষয়টি আমলে নেয়নি। অবশেষে বর্তমান সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিল আমরা একে স্বাগত জানাই।

সংশোধিত আইনটি কার্যকর হলে অযথা হয়রানির হাত থেকে সাংবাদিক-লেখকেরা অনেকটাই রেহাই পাবেন। এখন সংশোধিত আইনকে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে একে কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করবে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা। মতপ্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এটা

www.pathagar.com

জরুরি। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রকেই শক্তিশালী করে।

দেশে গণতন্ত্রের ভিত যে কয়েকটি কারণে দুর্বল তার একটি হচ্ছে- নানা উপায়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করা হচ্ছে। ঔপনিবেশিক আমলে এই অপচেষ্টাই করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবেই তখন মানহানির ধুয়া তুলে বহু সাংবাদিক-লেখককে গ্রেফতার, হয়রানি করা হয়েছে। এটা সাংবাদিক নির্যাতন ছড়া আর কিছুই নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীন বাংলাদেশেও এতদিন সাংবাদিক নির্যাতনের এমন একটি আইন রয়েছে।

অতীত সরকারগুলো এবং একশ্রেণীর প্রভাবশালী মানহানি মামলার নামে সাংবাদিক-লেখদের অযথা হয়রানি করেছে, স্বাধীন মতপ্রকাশে বাধা দিয়েছে। বিশেষ করে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকদের এতদিন 'মানহানির মামলার আতঙ্ক নিয়েই কাজ করতে হয়েছে। নতুন আইন বলবৎ হলে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গ্রেফতার আতঙ্ক কেটে যাবে। সাংবাদিকেরা ভীতিমুক্ত পরিবেশে কাজ করার সুযোগ পাবেন।

কোন সংবাদ ভুল বা অসত্য হলে তার প্রতিকারের অনেক ব্যবস্থাই রয়েছে। সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠানো যেতে পারে, প্রেস কাউন্সিলে প্রতিকার চাওয়া যেতে পারে। সর্বশেষ আদালতের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। এসব পথ আগেও খোলা ছিল, এখনও রয়েছে। সুতরাং মানহানির অজুহাত তুলে প্রথমেই মামলা করে সাংবাদিককে গ্রেফতার করার কোন যুক্তি নেই।

যারা শুরুতেই মান হানির অজুহাতে সাংবাদিকের হাতে হাতকড়া পরাতে চান তাদের উদ্দেশ্যকে সৎ বলা যাবে না কিছুতেই। তারা জনমতে আস্থা বাখেন বলেও মনে হয় না। কারণ অপসাংবাদিকতাকে জনগণই প্রত্যাখ্যান করে। আর সৎ সাংবাদিকতাকে জনগণই উচ্চে তুলে ধরে- তা সেই সাংবাদিকতার হাতে যতই হাতকড়া পরানো হোক না কেন। অতীতে, সব আমলেই এর বহু নজির রয়েছে।

সাংবাদিকরা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা হুমকি!

(দৈনিক সংবাদ ঃ ৫ জানুয়ারী, ২০১০)

'সাংবাদিকরাও এখন প্রধানমন্ত্রীর জন্য হুমকি' শীর্ষক সহযোগী দৈনিকে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, দেশের ১৬টি সংবাদপত্র ও

www.pathagar.com

সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য শনিবার চট্টগ্রামে সফররত প্রধানমন্ত্রীর দু'টি অনুষ্ঠানের খবর কাভার কারার জন্য ইস্যু করা হয়নি 'সিকিউরিটি পাস'।

এমনকি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংশ্লিষ্টদের নির্দেশে অনুষ্ঠানের আয়োজক কর্তৃপক্ষও বিভিন্ন জাতীয়, স্থানীয় সংবাপত্র ও সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য ইস্যু করতে পারেনি কোন আমন্ত্রণপত্র। আমরা এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করছি। সাংবাদিকরা সিকিউরিটি পাস পাবেন না, আমন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষও তাদের আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন না এটি তো একটা গণতান্ত্রিক সিভিল সমাজের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

সাধারণত প্রচলিত নিয়ম হলো, সরকারের তথ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের অফিসে ফোন করে তাদের নাম নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করে পুলিশের বিশেষ শাখার কাছে। বিশেষ শাখা নিয়ম অনুযায়ী তাদের নামে ছবিসহ পাস ইস্যু করে। এটাই নিয়ম এবং বরাবর ঘটে আসছে। কিন্তু এবারই প্রথম ঘটল এর ব্যত্যয়।

এবার তথ্য আধিদপ্তরে তৈরি করা তালিকাটি নেয় এসএসএফ এবং ব্যাপক কাঁটাছেঁড়া করে সেটি পাঠায় পুলিশের এসবি অফিসে। সেখানে দেখা যায়, সংবাদ, নিউ এজ, ইউএনবি, মানবজমিন, অবজারভার, আমাদের সময়সহ সর্বমোট ১৬টি পত্রিকার সাংবাদিকদের নাম কলম দিয়ে কেটে বাদ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এক সরকারি কর্মকর্তা 'আনঅফিসিয়ালি' জানান, নিরাপত্তার স্বার্থেই এটি করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো সংবাদ, ইউএনবি, অবজারভারসহ ১৬টি পত্রিকার সাংবাদিক কি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য হুমকি? এটা নির্ধারণ করল কে বা কারা? কোন তথ্যের ভিত্তিতে?

সাংবাদিকরা গেলে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা কীভাবে এবং কী কারণে বিঘ্নিত হবে তার ব্যাখ্যাটা জানতে চাই। এ বিষয়ে তথ্য অধিদপ্তরের পাঠানো তালিকায় নাম কে বা কারা কেটেছে তারও নামটা জানার প্রয়োজন বোধ করছি। এ অস্বাভাবিক ব্যত্যয়ের কারণে সাংবাদিকদের নিউজ কাভার করতে না পারায় তথ্য পাওয়ার অধিকারকে বাধা দেয়া হয়েছে বলে আমরা মনে করি। সাংবাদিকদের পেশাগত ইমেজেরও এতে যে ক্ষতি হয়েছে তাও অনাকাঙ্খিত।

আমরা ঘটনাটি কে বা কারা কি কারণে ও কীভাবে ঘটাল তা জানার জন্য একটি তদন্ত দাবি করছি। আমরা অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধীরা দেশের ভেতরের ও বাইরের

www.pathagar.com

অনেক শত্রু শেখ হাসিনাকে নিশ্চিহ্ন করে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিতে চায়।

সে হিসেবে শেখ হাসিনার নিরাপত্তার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। কিন্তু তাই বলে সাংবাদিকরা কী করে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা হুমকি হয়ে উঠতে পারে সেটি আমাদের বোধগম্য নয়।

সরকার একদিকে তথ্য অধিকার আইন পাশ করবে অন্যদিকে নিরাপত্তার নামে সরকারি সংস্থর লোকেরা সাংবাদিকদের প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহে বাধা দেবে এ দ্বিমুখী নীতি চলতে পারে না।

আমরা এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। এই অনাকাঙ্খিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে।

সাংবাদিক নিপীড়ন

(জনকণ্ঠ ঃ ১০ ডিসেম্বর, ২০০৯)

সাংবাদিকদের ওপর নিপীড়ন বা অত্যাচার এ দেশে নতুন কিছু নয়। অথচ সবাই জানে, গণতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সাংবাদিকরাই সংবাদত্রের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত তথ্য জনগণকে অবহিত করেন। তাই তাদের বলা হয় সত্যের সৈনিক। তবে সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোতে সাংবাদিকদের প্রায় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। অনেক দেশেই এই ধরনের সরকার হয় স্বৈরাচারী।

এসব দেশে গনতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কিংবা বিরোধী দল কারোই তেমন শ্রদ্ধা থাকে না। ক্ষমতাসীনরা প্রায়শই তাদের ব্যক্তিস্বার্থ বা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে অনেক সময় অনৈতিক পথ খোঁজেন। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি একটি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু সাংবাদিকরা যখন ক্ষমতাসীনদের এসব দুনীতির খবর পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেন, তখন তাদের অনেকেরই জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ।

ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী সাংবাদিকদের শায়েস্তা করতে প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশকে ব্যবহার করেন। বাংলাদেশে তারা ফৌজদারি দন্ডবিধি ৫০০, ৫০১ ও ৫০২ ব্যবহার করে প্রায় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করে

www.pathagar.com

তাদের হাজতখানায় পাঠায়। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আমলে এই আইনের অপব্যবহার আমরা খুব বেশি লক্ষ্য করেছি।

পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক আইন জারির পর অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরন করা হয়েছিল। সে সময় অনেক সৎ ও দেশপ্রেমিক সাংবাদিককেই কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এই ফৌজদারী দন্ডবিধি চালু ছিল। সুখের বিষয়, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ফৌজদারি দন্ডবিধির ৫০০, ৫০১ ও ৫০২ ধারা তিনটি শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মন্ত্রিসভায় এই তিনটি ধারা শিথিল করার কথা ঘোষণা করে বলা হয়েছে, এখন থেকে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যাবে না। বরং এ ধরনের মামলা দায়ের করলে আদালত প্রথমে সমন জারি করবে। ব্যাপারটি শুধু সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেই নয়, বরং একই সঙ্গে তা সম্পাদক, প্রকাশক, লেখক ও সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে।

অতীতে ৫০০, ৫০১ ও ৫০২ ধারার অপপ্রয়োগ আমরা বহুবার লক্ষ্য করেছি। ফৌজদারি দন্ডবিধির ধারা শিথিল করার প্রস্তাব অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা বাস্তবিকই একটি যুগান্তকারী সিদ্ধন্ত নিয়েছে। এর পর দেশে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যজগতে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে উঠবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘকাল সাংবাদিকরা ফৌজদারী দন্ডবিধির এই ধারা বাতিলের দাবি জানিয়েছে। দুঃখের বিষয়, এতদিন কোন সরকারই সাংবাদিকদের এই ন্যায্য দাবি মেনে নেয়নি।

এতকাল পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহাজোট সরকার সাংবাদিকদের এই দাবি মেনে নিয়েছে। তারা ফৌজদারি দন্ডবিধির তিনটি ধারা সংশোধনের লক্ষ্যে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দেশের সংগ্রামী সাংবাদিকদের দীর্ঘদিনের একটি দাবির বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনাও আর বাধাগ্রস্ত হবে না কোন অপশক্তির হুমকিতে। তারা স্বাধীনভাবে সৃজনশীল সাহিত্যরচনায় অগ্রসর হতে সম হবেন। ঔপনিবেশিক আমলের মতো কোন বই হয়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে না। কিংবা কোন লেখককে একটি কবিতা বা প্রবন্ধ রচনার দায়ে কারারুদ্ধ হতে হবে না। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আরও জোরদার করবে বলে আমরা মনে করি।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার ওপর আঘাত
হামলাকারীদের শাস্তি দিতে হবে
(প্রথম আলো ঃ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৯)

চুয়াডাঙ্গার সরকারি দলের সাংসদের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের পর ওই শহরের দুই সাংবাদিককে এলাকা ছেড়ে যেতে হয়েছে। তাঁরা জানতে পেরেছিলেন তাঁদের ওপর শারীরিক আক্রমণ চালানো হবে, এমনকি প্রাণে মেরে ফেলাও বিচিত্র নয়।

সত্যিই আক্রমণ চালানো হয়েছে। প্রথম আলোর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি শাহ আলমের বাড়িতে গত বুধবার রাতে ২০-২৫ জন সন্ত্রাসী রামদাসহ ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। অবশ্য তারা তাঁকে পায়নি, কারণ এই সাংবাদিক আগেই বাড়ি ছেড়েছেন। তাঁর শিশুপুত্র ও শাশুড়িকে নিয়ে বাড়ির পেছনের পথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে তাঁর স্ত্রীকে।

হামলাকারী সন্ত্রাসীদের মধ্যে স্থানীয় সাংসদের সাবেক গাড়িচালককে প্রত্যদর্শীরা চিনতে পেরেছে। এটা পরিষ্কার যে, সাংসদের পেটোয়া বাহিনীই ওই হামলা চালিয়েছিল। হামলার আগে সাংসদের ভাই চুয়াডাঙ্গার মেয়রের বাসায় তারা সভাও করেছিল বলে জানা গেছে। হামলাকারীদের মধ্যে ভাড়াটে খুনিও ছিল।

সাংবাদিকের বাড়িতে হামলার ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ প্রথমে ছিল নির্বিকার। ঢাকা থেকে পুলিশ ও র‍্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের টেলিফোন-আদেশ পাওয়ার আগে পর্যন্ত তারা সক্রিয় হয়নি। হামলাকারীরা সাংবাদিকের বাড়ি তছনছ করে চলে যাওয়ার পরই কেবল তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে।

এর মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়, সরকারদলীয় স্থানীয় সাংসদের সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে সেখানকার আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার রাতেও চুয়াডাঙ্গার আরেক সাংবাদিকের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। ওই শহরের সংবাদকর্মীদের মধ্যে এখন স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তাহীনতার ভীতি সৃষ্টি হয়েছে, যা তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধার কারণ হচ্ছে।

কিন্তু দিনবদলের অঙ্গীকার করে এসেছে যে সরকার, তার আমলে এমনটি হওয়ার কথা নয়। তারা দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলে

www.pathagar.com

নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অবাধ তথ্যপ্রবাহ, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এই সরকারের লিখিত অঙ্গীকার। তথ্য অধিকার আইন পাস করেছে এই সরকার। অথচ একজন সাংসদের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের খবর জানানোর দায়ে সাংবাদিকের বাড়িতে সন্ত্রাসী হামলা হচ্ছে, কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না- এর উত্তর কী?

শুধু তা-ই নয়, সাজানো মামলার আসামি বানিয়ে সাংবাদিকদের হয়রানির ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। বিএনপির ছাত্রলীগের সংঘর্ষের পর ছাত্রলীগের এক কর্মী যে মামলা করেছেন, তার আসামির তালিকায় প্রথম আলো ও আমার দেশ-এর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধিদের নাম ঢোকানো হয়েছে। তাঁদের একজনের বিরুদ্ধে ছিনতাই, অন্যজনের বিরুদ্ধে দা দিয়ে কোপানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। আরেকটি মামলা করা হয়েছে মানহানির অভিযোগে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ যে হাস্যকরভাবে অমূলক, তা জেনেও স্থানীয় পুলিশ ওই মামলাগ্রহণ করেছে। কারণ, মামলা করেছে সরকারদলীয় স্থানীয় সাংসদের লোক। তিনি নাকি চুয়াডাঙ্গাকে ফেনী বানাতে চান।

এছাড়া যশোরে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-দপ্তর সম্পাদক এক সমাবেশে প্রথম আলোর সাংবাদিকের হাত-পা ভেঙে তাঁকে যশোর থেকে বিতাড়নের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান সম্পর্কে প্রথম আলোয় সংবাদ প্রকাশের কারণেই এই হুমকি।

একটি গণতন্ত্রিক সরকারের পক্ষে এমন ক্ষতিকর প্রবণতা আর হয় না। আমরা সরকারের উর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সংবাদমাধ্যমের ওপর দমন-পীড়ন চালানোর ফলে অতীতে প্রতিটি সরকারের ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।

তবে শুধু সরকারর ভাবমূর্তিই নয়, জনগণের তথ্য জানার অধিকার, স্বাধীনভাবে জনগণকে তথ্য জানানোর অধিকার রক্ষার স্বার্থে সরকারকে এই ধরনের নেতিবাচক. হঠকারী ও সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। চুয়াডাঙ্গার সাংবাদিকের বাড়িতে হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, তাদের যারা লেলিয়ে দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হবে।

www.pathagar.com

সাংবাদিক নির্যাতন
বাপ্পী থেকে মাসুম---র‍্যাবের হাতে কেউই নিরাপদ নয়
(প্রথম আলো ঃ ২৭ অক্টোবর, ২০০৯)

যে নিষ্ঠুরতার শেষ দেখা যাচ্ছে না, র‍্যাবের অপরাধ দমন হয়ে উঠছে তারই শিরোনাম। যাদের দায়িত্ব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তারাই জনমনে তৈরি করছে নিরাপত্তাহীনতার বোধ। ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ-এর সাংবাদিক এফ এম মাসুমকে আটক-নির্যাতন র‍্যাবের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের সাম্প্রতিক নজির।

এফ এম মাসুমকে যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার সাংবাদিকতার পরিচয় সম্পর্কে সজ্ঞান হয়েই তাকে নিপিড়ন করা হয়েছে, তা ভাবা অমূলক নয়। তাকে সবার সামনে প্রহার করে তার ঘরে মাদকদ্রব্য রেখে তা ভিডিওতে ধারণ করা এবং মাদকব্যবসায়ী হিসেবে অভিযুক্ত করার মতো কাজ যে কোনো আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা করতে পারে, এটা অভাবনীয়। কিন্তু এই অভাবনীয় অমানবিক কাজই করা হয়েছে।

অপরাধী ও আইনের রক্ষকদের আচরণের মধ্যে পার্থক্য লোপ পেলে কেবল আইনের শাসনই হুমকিগ্রস্ত হয় না, সমাজের মানবিকতার ভরসাটাই ভেঙে পড়ে। আইনের নামে এ রকম ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটলে, রক্ষক এভাবে ভক্ষকে পরিণত হলে নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা বলে কিছু আর থাকে না। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন তখন মিথ্যা হয়ে যায়।

কিছুদিন আগে র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারে' নিরাপরাধ যুবক বাপ্পী নিহত হওয়ার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই সাংবাদিক নির্যাতনের এই ঘটনা সেই কঠিন সত্যই প্রকাশ করে গেল।

আরেক দিক থেকে এ ঘটনা বিচিছন্ন নয়। সব সরকারের আমলেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সাংবাদিক ও সংবাদ-প্রতিষ্ঠানগুলো আক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে অপরাধী গোষ্ঠী আর সরকারী সংস্থার আচরণ অনেক সময়ই একাকার হয়ে যায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এ ঘটনাকে অনাকাঙ্খিত বলে, অন্যায় ঘটে থাকলে তার জবাবদিহির আশ্বাস দিয়েছেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এর আগে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদকে পুলিশ আহত করলে তিনি একইভাবে দুঃখ

www.pathagar.com

প্রকাশ করেন।

উপর্যুপরি এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা কৌশল হিসেবে ভালো হতে পারে, কিন্তু এটা নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে না। দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এ ধরণের দঃখ প্রকাশ অর্থহীন হয়ে
দাঁড়ায়।

আমরা দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নিশ্চয়তা ও তার বাস্তবায়ন দেখতে চাই।

www.pathagar.com

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ মাধ্যমকে সরকার প্রধান বাধা হিসেবে ধরে নিয়েছেন-

মাহমুদুর রহমান

দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক ও সময়ের সাহসী কলামিস্ট মাহমুদুর রহমান বলেছেন, বর্তমান সরকার প্রধান অন্তত ২০২১ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার যে বাসনা ব্যক্ত করেছেন তাতে তিনি স্বাধীন এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ মাধ্যমকে তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার প্রধান বাধা হিসেবে ধারণা করে নিয়েছেন। এই কারণেই সম্ভবত সাংবাদিকরা রাষ্ট্রযন্ত্রের সরাসরি নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশে ক্ষমতাশালীরা নানা রকম দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সাংবাদিকরা যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই এসব দুর্নীতির কাহিনী জনসমক্ষে নিয়ে আসে, কাজেই তারা সব ক্ষমতাবানেরই প্রতিপক্ষে পরিণত হয়।

মাহমুদুর রহমান বলেন, পনেরো মাসের মধ্যে চারশ' সাংবাদিক ও সম্পাদক নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এক নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকার সমর্থক সাংবাদিক গোষ্ঠী নীরব সমর্থন দিয়ে এই অপকর্মের কেবল বৈধতাই দিচ্ছেন না, ভবিষ্যতের জন্য এমন একটি মন্দ উদাহরণ রাখছেন যার ফলে এ দেশে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চর্চা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, দলমত নির্বিশেষে সব সাংবাদিক সব ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিয়ে সাংবাদিকতার মহান পেশাকে গৌরবোজ্জ্বল করে তুলবেন। বর্তমান মহাজোট সরকারের হামলা-মামলার শিকার নির্ভিক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এক সাক্ষাতকারে এসব কথা বলেন। সাক্ষাতকারটি প্রশ্নোত্তর আকারে নিচে তুলে ধরা হলো-

প্রশ্ন ১ ঃ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে সাংবাদিক নির্যাতন বাড়ছে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য বিশেষ করে বাংলাদেশে সাংবাদিক নির্যাতনের ধারণা, ধরণ ও পেক্ষাপট সম্পর্কে সংপেে কিছু বলুন।

মাহমুদুর রহমান ঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকরা নির্যাতিত হওয়ার ভিন্ন প্রেক্ষাপট থাকে, এক সময় ল্যাটিন আমেরিকায় সাংবাদিকরা সামরিক জান্তা

www.pathagar.com

এবং ফ্যাসিবাদী শাসকের হাতে নির্যাতিত হতেন। এখন প্রধানত সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত দেশগুলোতে সাংবাদিক নির্যাতনের মাত্রা বেশি। অবশ্য ল্যাটিন আমেরিকা, যখন ফ্যাসিবাদ দ্বারা আক্রান্ত ছিল তখনও পেছন থেকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীই কলকাঠি নাড়ত। বাংলাদেশের বর্তমান চিত্রের সঙ্গে ষাট ও সত্তর দশকের ল্যাটিন আমেরিকার যথেষ্ট মিল রয়েছে। এ দেশ এখন নির্বাচিত ফ্যাসিবাদী সরকার কর্তৃক শাসিত হচ্ছে। মতাসীনদের মদত দিচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন-ভারতের সমন্বয়ে গঠিত সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তি। কাজেই ভিন্ন মতের কিংবা সত্য প্রকাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সব সাংবাদিকই যে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং সরকারি দলের পেটোয়া বাহিনীর হাতে নির্যাতিত হবেন এটাই বাস্তবতা।

প্রশ্ন ২ ঃ বাংলাদেশে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রধান কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

মাহমুদুর রহমান ঃ আগেই বলেছি, ঐতিহ্যগতভাবে ফ্যাসিবাদী মানসিকতাসম্পন্ন একটি দল এখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রমতায় অধিষ্ঠিত, ফ্যাসিবাদ চরিত্রগতভাবেই অগণতান্ত্রিক, অসহিষ্ণু এবং ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী। তারা সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে ভিন্ন মত স্তব্ধ করে দিতে চায়। তদুপরি, বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শক্তি ভারতের একচ্ছত্র সমর্থন সরকারি দলকে দুর্বিনীত করে তুলেছে। দেশের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে একটি সংসদ পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হলেও বর্তমান সরকার প্রধান অন্তত ২০২১ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। তিনি স্বাধীন এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ মাধ্যমকে তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার প্রধান বাধা হিসেবে ধারণা করে নিয়েছেন। এই কারণেই সম্ভবত সাংবাদিকরা রাষ্ট্রযন্ত্রের সরাসরি নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশে ক্ষমতাশালীরা নানা রকম দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সাংবাদিকরা যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই এসব দুর্নীতির কাহিনী জনসমক্ষে নিয়ে আসে, কাজেই তারা সব ক্ষমতাবানেরই প্রতিপক্ষে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ৩ ঃ রাজধানীর চেয়ে মফস্বলে সাংবাদিকরা বেশী নির্যাতিত হয়। এর কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

মাহমুদুর রহমান ঃ বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রে মফস্বলের জনগণ

www.pathagar.com

তুলনামূলকভাবে অধিকতর নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করেন, এটাই বাস্তবতা। সেখানে কেবল যে প্রশাসনই নির্যাতন চালায় তা নয়, এলাকার বিভিন্ন সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতেও সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত হয়। অধিকাংশ সময়েই এসব সন্ত্রাসী সরকারি দলের প্রশ্রয় লাভ করে থাকে। সাংবাদিকরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো গোষ্ঠী নন। জনগণের অংশ হিসেবে তারাও নির্যাতিত হন। তার ওপর প্রশাসন, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীদের অপকর্মের সংবাদ এই সাংবাদিকরাই প্রকাশ করে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ৪ ঃ সাংবাদিকদের প্রতিপক্ষ কারা? প্রধান প্রতিপক্ষ কে?

মাহমুদুর রহমান ঃ সব ক্ষমতাবান গোষ্ঠীই সাংবাদিকদের প্রতিপক্ষ। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, রাজনৈতিক মতভিন্নতার কারণে এদেশে এখন অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকরাও সাংবাদিকের প্রতিপক্ষ। তবে, সব জমানাতেই প্রধান প্রতিপক্ষ অবশ্যই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং সরকার। এক এগারোর সরকারের কথাই ধরুন না। তখন তো আর কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় ছিল না। তারপরও প্রায় দুই বছর ধরে কয়েকটি চিহ্নিত দালাল ছাড়া সব সংবাদ মাধ্যমের ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয়েছে তার তুলনা কেবল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এবং বর্তমান সময়ের সঙ্গেই হতে পারে। সাংবাদিকদের বিশেষ সংস্থার লোকজন উঠিয়ে নিয়ে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে, প্রতিদিন ফোন করে সংবাদ নিয়ন্ত্রণ করেছে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার টক শোতে কারা আসবেন সেটি নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর হুমকি দেয়া তো ডাল-ভাত ছিল। হতাশার বিষয় হচ্ছে, শেখ হাসিনার সরকার জেনারেল মইনের প্রদর্শিত পথ কেবল অনুসরণই করছে না, অনেক ক্ষেত্রে অতিক্রমও করছে।

প্রশ্ন ৫ ঃ নির্যাতনের শিকার সাংবাদিকরা বিচার পাচ্ছেন কি?

মাহমুদুর রহমান ঃ যে দেশে বিচার ব্যবস্থা চরম দলীয়করণের প্রভাবে প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে সেখানে সাংবাদিকের বিচার আশা করাটাই বোকামি। আমার দেশ পত্রিকার একজন সাংবাদিকের উদাহরণ দিলেই আপনার প্রশ্নের কবাব পেয়ে যাবেন। চুয়াডাঙ্গায় আমার দেশ পত্রিকার প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম ডালিম সেখানকার পৌর চেয়ারম্যান সংক্রান্ত একটি সংবাদ আমার দেশ

www.pathagar.com

পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর সরকারি দলের সন্ত্রাসী বাহিনী কেবল তার বসতবাড়িতেই আক্রমণ করে ভাংচুর চালায়নি, সেই সাংবাদিকের কয়েক মাসের শিশু পুত্রের গায়েও হাত তুলেছে। সেই সাংবাদিক অনেক ঝুঁকি নিয়ে রাতের আঁধারে ঢাকায় পালিয়ে আসার পর স্থানীয় থানায় উল্টো তার বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের হয়েছে। সেই মামলায় জেলও খাটতে হয়েছে। অথচ আওয়ামী লীগ দলীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি স্থানীয় প্রশাসন। বর্তমান বাংলাদেশে সাংবাদিকরা সরকার দলীয় ক্যাডার এবং পুলিশ উভয় দিক দিয়েই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আর তথাকথিত স্বাধীন আদালত ক্ষমতাসীন মহলের নির্দেশে পরমানন্দে পরিচালিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে এ দেশ ক্রমেই বিবেকশূন্য হয়ে পড়ছে।

প্রশ্ন ৬ ঃ আপনি অতি অল্প সময় হলো সাংবাদিকতায় এসেছেন, এই সময়ের মধ্যেই একজন সাহসী ও নির্ভিক সাংবাদিক হিসেবে জনমনে স্থান করে নিয়েছেন। আপনার সাহসের জন্য কী ধরণের খেসারত দিতে হচ্ছে?

মাহমুদুর রহমান ঃ আমার সাহস কিংবা বিবেকের খেসারত এক এগারোর পর থেকেই দিতে হচ্ছে। জরুরি সরকারের সময় প্রতিটি রাতই গ্রেফতার হওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে কাটিয়েছি। অনেক দিনই আমার পরিচিত সাংবাদিকরা ফোন করে বাসায় না থাকার পরামর্শ দিতেন। আমার একটাই জবাব ছিল, গ্রেফতার অথবা নিহত যাই হই না কেন নিজ বাসস্থানে থেকেই হব। কাপুরুষের অপবাদ নিয়ে মরতে পারব না। এই সরকারের সময়ও একই নির্যাতন চলছে। হুমকি, শারীরিক আক্রমণ, এ যাবৎ ২৭টি মামলা, বিদেশ যাওয়ায় বাধা এবং সর্বশেষ ক্ষুধার্ত শিয়ালের মতো দুদকের পিছু নেয়া–কিছুই বাদ যায়নি। তারপরও সত্য কথা বলা, লেখা এবং প্রকাশ থেকে পিছপা হব না কোনোদিন। আমি গভীরভাবে বিশ্বাসী মানুষ। মহান আল্লাহতায়ালা যে তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির পরিণতি নির্ধারণ করে রেখেছেন, এটা বিনাপ্রশ্নে মেনে নেয়া আমার বিশ্বাসেরই অংশ। দেশ ও জনগণের পক্ষে দাঁড়ানোর সব রকম খেসারত আমি দিতে প্রস্তুত।

প্রশ্ন ৭ ঃ ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশে আপনার উপর হামলা হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা হত্যার হুমকিও দিয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে আপনি কতটা শঙ্কিত? বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে সরকার আপনাকে নিরাপত্তা

www.pathagar.com

দিচ্ছে কি?

মাহমুদুর রহমান : আমি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য শঙ্কিত না হলেও পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে অবশ্যই শঙ্কিত। সরকার আমার মনোবল ভাঙতে না পেরে এখন আমার পরিবারকেও হয়রানি করছে। পরিবারের সদস্যদের নির্যাতন করার বিকারগ্রস্ত আচরণ জেনারেল মইন এদেশে চালু করে গেছে। বিদেশি শক্তির অনুচর সেই জেনারেলের অনুকম্পায় ক্ষমতা লাভ করে শেখ হাসিনাও ভিন্ন মতাবলম্বীর পরিবারের সদস্যদের নির্যাতনের কুৎসিত পথ বেছে নিয়েছেন। এটা এক প্রকার ব্ল্যাকমেইলিং।

আমি নিজেকে এ দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেই বিবেচনা করি। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এদেশের প্রতিটি নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভ করার সমান অধিকার রয়েছে এবং সেই বিবেচনায় আমাকেসহ প্রতিটি নাগরিককে নিরাপত্তা দেয়া সরকারের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু সরকারই যেখানে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, সংবিধানের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ দেখাচ্ছে না, সেই পরিস্থিতিতে এদের কাছে নিরাপত্তা চাওয়াই তো অপমানজনক।

প্রশ্ন ৮ : আনার উপর কখন কিভাবে হামলা হয়? হত্যার হুমকি কতবার পেয়েছেন? এ পর্যন্ত কতগুলো মামলা হয়েছে? আপনার নিরাপত্তার জন্য আইনী সহায়তা চেয়েছেন কি?

মাহমুদুর রহমান : আমার ওপর দেশ-বিদেশ মিলে সরাসরি হামলা হয়েছে চারবার। গত সেপ্টেম্বরে প্রথম হামলা হয়েছিল এয়ারপোর্ট সড়কে নৌবাহিনীর সদর দফতরের কাছে, দ্বিতীয় হামলা জানুয়ারি মাসে এফডিসি'র সামনের রাস্তায় এবং ফেব্রুয়ারিতে তৃতীয় বারের হামলায় তেজগাঁও সাত রাস্তার মোড়ে হাতুড়ি ছুড়ে মেরে আমার গাড়ির কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে এই তিনবারের হামলার প্রতিবারই আমি গাড়িতে ছিলাম। দেশের বাইরে মার্চের ১২ তারিখে লন্ডনে চাকু নিয়ে হামলা করা হয়েছে। আর হুমকির তো কোনো হিসাবই রাখিনি। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে মতিয়া চৌধুরী, জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং মাহবুবুল আলম হানিফ জনসভা থেকে এবং সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী সংসদে দাঁড়িয়ে আমাকে হুমকি দিয়েছেন।

মামলার সংখ্যা এ যাবৎ ২৭টি। মামলা না করলেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে দুদক পরিবারসহ আমাকে অব্যাহতভাবে হয়রানি করে

www.pathagar.com

চলেছে। নিরাপত্তার জন্য আইনি সহায়তা না নিলেও বিদেশে যেতে আমাকে বেআইনিভাবে সরকারের বাধা দেয়ার বিরুদ্ধে মামলা করে উচ্চআদালত থেকে আমার পক্ষে রায় পেয়েছি। তাছাড়া, সরকারি দলের লোকজনের দায়ের করা ২৭টি মামলা মোকাবেলা করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ তো হতে হচ্ছেই।

প্রশ্ন ৯ ঃ সাংবাদিকতায় আসার আগে আপনি একজন দক্ষ প্রকৌশলী হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। একজন উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হিসবেও আপনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সাংবাদিকতায় আসার আগে সাংবাদিকদের সম্পর্কে আপনার কি ধরণের ধারণা ছিল? এখণ সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা সম্পর্কে আপনার ধারণার হেরফের হয়েছে কি?

মাহমুদুর রহমান ঃ সাংবাদিকদের আমি কখনোই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বিবেচনা করিনি। বিগত প্রায় দুই যুগ বিভিন্ন পেশাগত কারণে দেশের অনেক সাংবাদিকের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাদের জীবন সংগ্রাম, দুঃখ-বেদনা আমার খুব কাছ থেকে দেখা। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন ভালো এবং মন্দের দ্বন্দ্ব চলছে, একই চিত্র সংবাদ মাধ্যমেও বিরাজমান। সরাসরি সাংবাদিকতা জগতে আসার পরও সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্কে কোনো ফাটল ধরেনি। তবে ব্যতিক্রম যে একেবারে নেই এমন মিথ্যা দাবি করব না।

প্রশ্ন ১০ ঃ এই সময়ে সাংবাদিক নির্যাতনের মূল কারণ কি? এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

মাহমুদুর রহমান ঃ সাংবাদিক নির্যাতনের প্রধান কারণ আপনার দুই নম্বর প্রশ্নের জবাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। এবার বরঞ্চ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দেখার চেষ্টা করি। আওয়ামী লীগের মানসিকতায় এক প্রকার ফ্যাসিবাদী দর্শন এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে যে, ভিন্ন মত সহ্য করা এই দলটির পক্ষে সম্ভব নয়। ১৯৭২ থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিবের সরকার সংবাদ কর্মীদির ওপর অবিরাম নিগ্রহ চালিয়েছে। আবদুস সালাম, কবি আল মাহমুদ, এনায়েতুল্লাহ খান, ইরফানুল বারী, আফতাব আহমাদের মতো বিশাল মাপের মানুষদের কেবল সংবাদ প্রকাশের অপরাধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। গণকণ্ঠ পত্রিকা দিনের পর দিন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছে। ১৯৭৫ সালে একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মাত্র চারটি পত্রিকা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় রেখে দেশের সব

www.pathagar.com

সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। সেই সময় হাজার হাজার সাংবাদিক চাকরিচ্যুত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

১৯৯৬ সালে দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতা হাতে পেয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার বিচিত্রা এবং দৈনিক বাংলা বন্ধ করে দিয়েছে। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকদের অধিকাংশ আওয়ামী লীগ সমর্থন করেন না–কেবল এই অভিযোগে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী বিচিত্রা এবং দৈনিক বাংলার মতো পত্রিকা বন্ধ করা হয়েছে। একই দল এবার ক্ষমতায় এসে পরিবর্তিত আইনের কারণে ভিন্নমতের সংবাদপত্র বন্ধ করতে না পেরে সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। মাত্র পনেরো মাসের মধ্যে চারশ সাংবাদিক ও সম্পাদক নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এক নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকার সমর্থক সাংবাদিক গোষ্ঠী নীরব সমর্থন দিয়ে এই অপকর্মের কেবল বৈধতাই দিচ্ছেন না, ভবিষ্যতের জন্য এমন একটি মন্দ উদাহরণ রাখছেন যার ফলে এ দেশে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চর্চা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আশা করি, দলমত নির্বিশেষে সব সাংবাদিক সব ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিয়ে সাংবাদিকতার মহান পেশাকে গৌরবোজ্জ্বল করে তুলবেন।

www.pathagar.com

সাংবাদিকদের ওপর নেমে এসেছে নির্যাতনের ভয়াবহ ষ্টিম রোলার

-------------------- *নূরুল কবীর*

(সম্পাদক, নিউ এজ ও সাপ্তাহিক বুধবার)

স্পষ্টবাদী, আপোসহীন, সাহসী সাংবাদিক নূরুল কবীর বহুল পরিচিত ইংরেজী দৈনিক নিউ এজ এবং সাপ্তাহিক বুধবার-এর সম্পাদক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সরকারী দলের নেতাকর্মীদের অপরাধ ও অপকীর্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার সংবাদকর্মীদের ওপর নেমে এসেছে নিপীড়ন নির্যাতনের ভয়াবহ ষ্টীম রোলার। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী প্রশ্রিতি ভঙ্গ করেছে। করে চলেছে এখও। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণ, ত্রুটি, বিচ্যুতি ও অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতি সমালোচনাকারী পত্র-পত্রিকা ও সংবাদিকর্মীদের প্রতি বৈরী আচরণ আওয়ামী লীগ অব্যাহত রেখেছে। নুরুল কবীর বলেন, সরকারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংবাদকর্মীদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ প্রতিবাদই বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির প্রধান পথ। তাঁর সাক্ষাৎকার হুবহু নিম্নে প্রদত্ত হল-

প্রশ্ন ১ : বর্তমান নির্বাচিত সরকারের অধীনে সংবাদকর্মীদের স্বাধীনতার অবস্থা কি রকম বলে আপনার কাছে মনে হয়?

উত্তর : স্বাধীনতাটা 'অধীন' হয়ে পড়ছে ক্রমশই সরকারের অধীন, সরকারী নানান গোয়েন্দা সংস্থার অধীন এবং বিশেষতঃ সরকারী দলের নেতা-কর্মীদের অধীন, ইত্যাদি। এই অধীনতা থেকে সংবাদ মাধ্যম, সংবাদকর্মী ও সাংবাদিকতার মুক্তি প্রয়োজন। সমাজ ও রাষ্ট্রের গণতন্ত্রায়নের সাথে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। 'অধীনের' সাংবাদিকতা জনগণের কোন কাজে আসেনা। জনস্বার্থেই অতএব সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা দরকার।

প্রশ্ন ২ : বিষয়টি আরেকটু বিস্তারিত বলবেন কি?

উত্তর : খুবই সহজ, সরল ও দৃশ্যমান এই অধীনতা। গণতন্ত্রপরায়ন

সাংবাদিকতার শ্বাশত কর্তব্য হল নির্বাচিত সরকারের ওপর জনগণের তরফ থেকে নিরন্তর নজরদারী জারী রাখা। জনগণের প্রতি নির্বাচনপূর্ব প্রতিশ্রুতি সরকার পালন করছে কি-না, জনগণের সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষণ ও বিকাশ করার প্রশ্নে সরকার সক্রিয় রয়েছে কি-না, প্রভৃতির ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখা গণতান্ত্রিক সাংবাদিকতার প্রধান কর্তব্য। কিন্তু সংবাদিকতার এই কর্তব্যের প্রতি পৃথিবীর সকল সরকারই বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। আমাদের দেশের অতীতের সকল সরকারের মধ্যেও, নানান মাত্রায়, এই প্রবণতা সক্রিয় ছিল– যা নানান পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া, সরকারী বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করা, সংবাদকর্মীদের ওপর শারিরীক ও মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়ণ প্রয়োগ করা, ইত্যাদির ভেতর দিয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ অবস্থা প্রবলভাবে বর্তমানেও জারী রয়েছে।

এবার ক্ষমতারোহনের পূর্বে আওয়ামী লীগ 'পরিবর্তনের রাজনীতি' চর্চার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ কথা দিয়েছিল, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অতীত সরকার কি নির্বাচিত, কি অনির্বাচিত যে অগণতান্ত্রিক আচরণ করেছে, ভিন্নমতের প্রতি যে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছে, এইবার লীগ তা করবে না।

আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, করে চলেছে এখনও। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণ, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতি সমালোচনাকারী পত্র-পত্রিকা ও সাংবাদকর্মীদের প্রতি বৈরী আচরণ লীগ অব্যাহত রেখেছে, ইলেক্ট্রনিক সম্প্রচার মাধ্যমগুলোতে সরকারের সমালোচনামূলক অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্যে সরকারের কোন কোন গোয়েন্দা সংস্থা টিভি কর্মকর্তাদের ওপর থেকে মনস্তাত্ত্বিক চাপ জারী রাখছে, স্পষ্টবাক রাজনীতি-বিশ্লেষকদের কোন আলোচনায় আমন্ত্রণ না জানানোর জন্যে অনানুষ্ঠানিক নির্দেশ দিয়ে চলেছে এখনও। সর্বোপরী, সরকারী দলের নেতা-কর্মীদের অপরাধ ও অপকীর্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার সংবাদ কর্মীদের ওপর নেমে এসেছে নিপীড়ন নির্যাতনের ভয়াবহ ষ্টীম রোলার।

ঢাকা ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন অধিকার এর হিসেব অনুযায়ী, ২০০৯ সালের জানুয়ারী থেকে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময় কালে সারা দেশে তিন জন সংবাদকর্মী নিহত হয়েছেন, ১৮৮ জন আহত হয়েছেন এবং দুই জন সংবাদ কর্মী অপহৃত হয়েছেন। এ ছাড়াও, ৮৬ জন সংবাদকর্মী নানান হুমকি-ধামকির শিকার হয়েছেন। মামলার শিকার হয়েছেন ২৫ জন সংবাদকর্মী। উল্লেখ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবাদকর্মীদের ওপর নিপীড়ন নেমে এসেছে

www.pathagar.com

সরকারী দলের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে। এ চিত্র ভয়াবহ যা ভিন্নমতের প্রতি সরকার ও সরকারী দলের পুরনো অসহিষ্ণুতারই পরিচয় বহন করে।

প্রশ্ন ৩ ঃ কোন কোন সম্পাদকের ওপরও হামলা হয়েছে, রুজু হয়েছে হয়রানিমূলক মামলা। আপনাকেও হত্যা করার হুমকি দিয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসীরা। নয় কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব মাহমুদুর রহমানের গাড়ীর ওপর হামলা হয়েছে। তিনি সরকারী দলের শীর্ষ পর্যায়ের কোন কোন নেতার দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ সংক্রান্ত খবর ছেপেছিলেন। প্রতিক্রিয়া হিসেবে সরকারী দলের যুব ফ্রন্টের নেতারা, যাদের মধ্যে মন্ত্রীও রয়েছেন, প্রকাশ্য দিবালোকে মাহমুদুর রহমানকে 'দেখে নেবার' হুমকি দিয়েছেন। এর পর পরই তার গাড়ীতে আক্রমণ করা হয়েছে। হুমকি ও আক্রমণের মধ্যে যোগসূত্রটি খুবই প্রত্যক্ষ। তাছাড়া, তাঁকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে দেশের নানান জেলার বিভিন্ন আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে সরকারী দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।

আর হ্যাঁ, আমি গত মাসে অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে একাধিকবার হুমকি পেয়েছি। গণমাধ্যমে আমার লেখালেখি ও কথাবার্তায় সন্ত্রাসীপ্রবর খুবই অসন্তুষ্ট এবং তাদের সন্তোষ বিধানে ব্যর্থ হলে আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের প্রাণ হরণ করা হবে একথাটি জানাবার জন্যে তিন দিনের ব্যবধানে একই নম্বর থেকে দুবার ফোন করেছে আমাকে। আমি যথারীতি, পুলিশকে জানিয়েছি। কিন্তু পুলিশ এখনও কাউকে খুঁজে বের করতে পারেনি। আমার ধারণা, সরকারের কিংবা সরকারী দলের কোন না কোন অংশ এই সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই অবহিত ছিল। কিংবা সরকারী কোন সংস্থার কোন অতি উৎসাহী কর্মকর্তা সরকারকে খুশী করার জন্যেও আমার প্রতি এই সন্ত্রাসী আচরণ উসকে দিয়ে থাকতে পারে। সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ড ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি সরকারের অসহিষ্ণু আচরণের ব্যাপারে আমি বরাবরই প্রতিবাদ করেছি, করে চলেছি এখনও, ভবিষ্যতেও করব। গণতান্ত্রিক মূল্যাবোধের প্রতি অঙ্গিকারাবদ্ধ যে কোন সংবাদকর্মীরই এটা একটা সাধারণ পেশাগত কর্তব্য। সাংবাদিক হিসেবে, আমার দিক থেকে, এ কর্তব্য অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। গত বছরের মার্চেও সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা আমার গাড়ী তাড়া করেছিল। সে ঘটনার সাথে একটি সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত

www.pathagar.com

ছিল বলে আমার ধারনা। তখনও আমি পুলিশকে অবগত করেছি। কিন্তু কোনই লাভ হয়নি।

শুধু আমার প্রতি নয়। আমার একজন তরুণ সহকর্মীকে কয়েক মাস আগে খামোখাই ধরে নিয়ে গিয়ে র‍্যাব এর কর্মকর্তারা নির্মমভাবে শারীরিক নিপীড়ন করেছে। নির্যাতন করার সময় তারা আমার সাংবাদিক তৎপরতার ব্যাপারে তাদের রাগের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আমার সহকর্মীকে। ঐ ঘটনার পর র‍্যাবের বিরুদ্ধে আমরা মামলা করতে গেলে 'উপরের নির্দেশে' সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা মামলাটাও গ্রহণ করেনি।

র‍্যাব বাংলাদেশে অসংখ্য বিচার-বহির্ভূত, ফলে বেআইনী, হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। আমি বরাবরই এই অবৈধ হত্যাকান্ডের বিরোধিতা করেছি। এই সব হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে র‍্যাব রাষ্ট্রকে সাধারণ ক্রিমিনালের পর্যায়ে অধঃপতিত করে ফেলেছে। এর প্রতিবাদ করা আমার নাগরিক কর্তব্য। সে কারণেই র‍্যাব আমার ওপর ক্ষিপ্ত। তার মাশুল দিতে হয়েছে আমার একজন তরুণ সহকর্মীকে। র‍্যাবের এই অন্যায় দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের প্রশয় ভোগ করছে।

স্পষ্টতই, সংবাদপত্র ও সংবাদকর্মীদের স্বাধীন মত প্রকাশের প্রতি বর্তমান সরকারের কোন শ্রদ্ধা নেই। এ অবস্থার অবসান হওয়া জরুরী। নির্ভয়ে জনস্বার্থপরায়ন সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, আর আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর নিশ্চিত করার জন্যেই বর্তমান অবস্থার অবসান প্রয়োজন।

প্রশ্ন ৪ ঃ কিভাবে এ অবস্থার অবসান হতে পারে?

উত্তর ঃ সরকারী নিপীড়ণের বিরুদ্ধে সংবাদ কর্মীদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ প্রতিবাদই বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির প্রধান পথ। তাছাড়া, সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ কর্মীদের বর্তমান 'অধীনতা' সম্পর্কে বৃহত্তর পাঠক সমাজকেও সচেতন করে তুলতে হবে। অধীনতার সাংবাদিকতা কেন এবং কেমন করে জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী তারও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমাজের সামনে নিয়মিত তুলে ধরা প্রয়োজন।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, সংঘবদ্ধ কার্যকর চাপ প্রয়োগ ছাড়া পৃথিবীর কোন সরকার সংবাদ মাধ্যমের যথার্থ স্বাধীনতা নিশ্চিত করে নি, বর্তমান সরকারও করবে না। কেননা, পৃথিবীর সকল সরকারই আপন আপন গণবিরোধী তৎপরতাকে বৃহত্তর সমাজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়।

www.pathagar.com

সেক্ষেত্রে স্বাধীন সাংবাদিকতা পৃথিবীর তাবৎ সরকারেরই চক্ষুশূল।

বাংলাদেশেও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে, সরকারী নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে সংবাদকর্মীদের মুক্ত রাখতে হলে, গণতন্ত্রপরায়ণ সাংবাদিকতার পক্ষে সংবাদকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ সক্রিয়তা অপরিহার্য্য। সাংবাদিকদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ভেতরই সমস্যার সমাধান নিহিত।

নির্যাতিত সাংবাদিক এম আবদুল্লাহ

বাসা থেকেই আমাকে ফলো করা হচ্ছিল-

এই সময়ের একটি আলোচিত নাম এম আবদুল্লাহ। তিনি দৈনিক আমার দেশ-এর বিশেষ প্রতিনিধি। তিনি বর্তমানে ফ্যাসিবাদী সরকারের লেলিয়ে দেয়া দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হন। প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানী উপদেষ্টা তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী পুত্র সজিব ওয়াজেদ জয়ের দুর্নীতির রিপোর্ট করার কারণে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০০৯ প্রকাশ্য দিবালোকে রাজধানীর বনানীতে এম আবদুল্লাহর গাড়িতে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। এ নগ্ন হামলায় সাংবাদিক আবদুল্লাহ আহত হন এবং তাঁর গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি দ্রুত গাড়ি ছেড়ে একটি চলন্ত বাসে উঠে পড়ায় প্রাণে রক্ষা পান। শুধু হামলাই নয়, ওই রিপোর্টের জন্য সাংবাদিক আবদুল্লাহ ও আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রকাশকের বিরুদ্ধে ২৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিস্তারিত জানতে চাইলে ১৯ ডিসেম্বর হামলার বিবরণ দিয়ে এম আবদুল্লাহ বলেন, আমি প্রতিদিনকার মত টঙ্গীর নিজ বাসা থেকে মটর কার যোগে কারওয়ান বাজারে আমার দেশ অফিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি বিকেল তিনটার দিকে। এয়ারপোর্ট রোডে আসার পর চালক গাড়িটি বার বার লেন পরিবর্তন করে চালাচ্ছিল। আমি চালকের উপর বিরক্ত হচ্ছিলাম। কিন্তু চালক তখনও আমাকে কিছু বলেনি।

স্টাফ রোড রেল ক্রসিং পার হয়ে আর্মি স্টেডিয়াম অতিক্রম করার সময় হঠাৎ বিকট শব্দে গাড়ির পেছনের গ্লাস চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। শব্দটি ককটেল বিস্ফোরণের মত মনে হয়। তখন চালক আমাকে বলে যে, স্যার অনেকক্ষণ

www.pathagar.com

যাবৎ দু'টি মটর সাইকেল আমাদের গাড়ি ফলো করছিল। সেই মটর সাইকেল থেকেই হামলা করা হয়েছে। সন্দেহ হওয়ায় আমি গাড়ি বার বার লেন পরিবর্তন করে চালাচ্ছিলাম।

ড্রাইভারের কথা শুনে পেছন ফিরে দেখি দু'টি মটর সাইকেলে চার যুবক আমাদের গাড়ির পেছনে ধেয়ে আসছে। আমি চিফ রিপোর্টার আবদাল ভাইকে হামলার ঘটনা সংক্ষেপে জানাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গুলশান থানাকে জানান। আমি দ্রুত গাড়ি চালাতে বলি। কিন্তু বনানীর দীর্ঘ সিগনালের জটে গাড়ি আটকে পড়ে। পেছন ফিরতেই দেখি হেলমেট পরা এক যুবক আস্ত ইটের অর্ধেকটা ভাঙ্গা গ্লাস দিয়ে আমার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারছে। মূহুর্তে আমি মাথা বাম দিকে সরিয়ে নেই। ইট পড়ে আমার পিঠে।

এরই মধ্যে চালক গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়ে। চলন্ত গাড়ির সামনের দিকটা ফুটপাতের সাথে প্রচন্ড ধাক্কা খায়। যানজটে আটকে থাকা বিভিন্ন যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেও কেউ হামলাকারি যুবককে নিবৃত্ত করতে উৎসাহী হননি। এরই মধ্যে গ্রীণ সিগনাল পেয়ে সব যানবাহন চলে যাচ্ছে। আমি বাম দিকের দরজা খুলে দ্রুত নেমেই কেন্দুয়া থেকে ঢাকার মহাখালিগামী বাসে উঠে পড়ি। ওই বাসেরযাত্রী ও হেলপাররাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। তারা আমার কাছে জানতে চায় কী হয়েছে। এদিকে আমাকে নাগালের মধ্যে না পেয়ে সন্ত্রাসীরা গাড়ি চালক আক্কাসকে কিল-ঘুষি মারতে থাকে। আমি গাড়িতে উঠেই ড্রাইভারকে ফোন করলে সে ফোন অন করে বলতে থাকে 'স্যার আমাকে ওরা মারছে, আপনি আসেন, আমাকে বাঁচান'। আমি অফিসে আবারও ফোন করে দ্রুত পুলিশ পাঠাতে বলি। মহাখালী নেমে একটি সিএনজি নিয়ে অফিসে চলে আসি। পুলিশের গুলশান জোনের এডিসি, গুলশান থানার ওসি ও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চালককে ও গাড়ি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

হামলাকারী কারা চিনতে পেরেছেন কিনা জানতে চাইলে এম আবদুল্লা বলেন, আমি রাতে বাসায় ফিরে জানতে পারি হামলাকারীরা আমার গাড়ি ফলো করেছে বাসার সামনে থেকে। স্থানীয় মসজিদের ইমাম পরদিন সকালে আমাকে দেখতে এসে জানান, তিনি আমার বাসার সামনে থেকে গাড়ির পেছনে পেছনে দু'টি মটর সাইকেলে চারজন অপরিচিত যুবককে যেতে দেখেছেন। তখন তার সন্দেহ হয়েছিল। পরে টেলিভিশনে হামলার ঘটনা দেখে তিনি নিশ্চিত হন যে ওই যুবকরাই হামলাকারী। হেলমেট পরা যে যুবক ইট ছুড়ে মেরেছে তার গায়ে চকলেট কালারের জ্যাকেট ও পরনে জিন্স প্যান্ট ছিল। শারীরিক গঠনে বেশ

www.pathagar.com

মোটা । দ্বিতীয় দফায় ইট ছুড়ে মারার সময় মটর সাইকেল রাস্তার পাশে রেখে হেঁটে এসেছিল। উপস্থিত অন্যান্য যানবাহনের লোকজন ইচ্ছা করলে তাকে আটক করতে পারত বলে আমার বিশ্বাস।

যে রিপোর্টের জন্য এ হামলা তা কি বস্তুনিষ্ঠ ছিল? এমন প্রশ্নের উওরে সাংবাদিক আবদুল্লাহ্ বলেন, তৌফিক এলাহী ও জয়ের বিরুদ্ধে ৫ মিলিয়ন ডলার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ শিরোনামে প্রতিবেদনটি আমার দেশ-এ লীড রিপোর্ট হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৭ ডিসেম্বর।

এম আবদুল্লাহ্ বলেন, তার লেখা প্রতিবেদনের সকল তথ্য মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার নথিপত্র হতে প্রাপ্ত। সাংবাদিকতার নীতিমালা অনুসরণ করে জ্বালানি সচিব, শেভরনের পরিচালক ও পেট্রোবাংলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বক্তব্য প্রতিবেদনে দেয়া হয়েছে। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য নেয়ার ও চেষ্টা করা হয়েছে। তৌফিক এলাহী ও জয় দু'জনই আমেরিকায় ছিলেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মন্ত্রণালয়ে নম্বর চেয়েছি। কোন ফোন নম্বর পাওয়া যায়নি। জয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য ফোন নম্বর সংগ্রহ করে ফোন করি। কিন্তু সে নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে তার মধ্যে কোন আশংকা কাজ করেছিল কিনা জানতে চাইলে এম আবদুল্লাহ্ বলেন, হামলা-মামলার আশংকা যে ছিল না তা নয়। তবে এমন গুরুতর অভিযোগ পেয়ে তা চেপে যাওয়াও সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা বিরোধী বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া আমার সাহসের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। তাঁর মত অসীম সাহসী ব্যক্তিত্বকে সম্পাদক হিসেবে পেলে যে কোন রিপোর্টারের বুকের পাটা অনেক চওড়া থাকার কথা। আমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ছিল না। হামলা-মামলার ঘটনায় সম্পাদক মাহমুদুর রহমান যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন তার নজীর সংবাদপত্র জগতে বিরল। হামলার ঘটনার সময় মাহমুদুর রহমান আশুগঞ্জে একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে নরসিংদী ক্রস করছিলেন। ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাড়ি ঘুরিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং সর্বাত্মক সহানুভূতি ও সাহস যোগান।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Repression On Journalists 2009

Bangladesh Federal of Union Journalists (BFUJ)

www.pathagar.com

Editor:

Ruhul Amin Gazi

Board of Editorials

Shaukat Mahmood
MA Aziz
Kamal Uddin Sabuj
Abdus Shahid
Muhammad Baker Hossain
Jahangir Feroze
Rafiq Hasan

Date of Publication:

April- 2010

Published By:

Bangladesh Federal Union of Journalists (BFUJ)
Jatiya Press Club
18, Topkhana Road
Dhaka-1000

www.pathagar.com

Editor's Note

Democracy is yet to take deep root in Bangladesh. As a result, the freedom of expression and newspapers remained as allusive. The journalism which is the main barometer for judging the standard of democratic values in a society, often comes under attack here.

Four journalists were killed and more than seven hundred injured throughout the country just in a year. The family members and off springs of the journalists were also not spared from the repression.

Since the present Awami League government came to power, there were incidents of journalists repression almost everyday. As soon as this government took over the ruling party thugs swoop on the journalists in fascist style in many areas. They beat up the journalists mercilessly causing serious injuries on their bodies and some of them became cripple even.

They attacked on the houses of reporters vandalized valuable furniture, threatened of dire consequences and set fire on the copies of newspapers concerned. They blasted bombs at newspapers, news agencies and TV channels offices.

There were also incidents of kidnapping and confining the journalists in a room for several hours. A number of journalists including some editors received death threats over telephone for criticizing the government and writing against the ruling party high ups.

Journalists were also repressed through false and fabricated criminal cases, defamation suits and barring from going abroad. The ministers of the government, members of the parliament from treasury bench, district and Upazila level leaders of the political coalition in power were the main perpetrators of repression on journalists and journalism.

www.pathagar.com

A ruling party MP physically assaulted a photo-journalists just two months after this government took over.

Many journalists could not stay at home and had to flee from the area in fear. Some others went hiding or forced to leave journalism.

A number of journalists mainly reporters resigned from the newspapers concerned as those were highly critical of the government and ruling party thugs.

The law enforcing agencies mainly police remained indifferent even after getting the information of attack on the journalists. In many cases they took a stand in favour of ruling party leaders and activists. The police even refused to register the complaint when the journalists went to file cases.

The journalists were fired, suspended and transferred from the job in government organisations. Many were given posting for punishment as they were identified as the supporters of opposition groups.

The journalists community also raised the voices and protested the repression by the government and ruling party coalitions.

They brought out processions and held massive protest rally. The victim journalists and their fellow colleagues also organized human chain in Dhaka and different places in the country.

Actually, there is no freedom of expression or freedom of press in Bangladesh. The parties in power particularly the Awami League, always try to suppress the journalists and silence the independence voices.

This Awami League had banned all the newspapers except four while it was in power in 1975. Observing the aggressive attitude by the ruling party high ups this time many senior journalists expressed concern over the situation and feared the repetition of controlling press like in 1975.

www.pathagar.com

The journalists leaders and members of civil society observed that no government could survive oppressing the journalists in the past and this government would also do so if it does not stop the repression on journalists immediately.

We, the Federal Union of Journalists (BFUJ)- the main platform of the Journalists published this booklet to preserve the incidents of atrocities so, the Journalists become aware & remaim alert about any attempt to suppress the Journalists and independent voices.

www.pathagar.com

Repression on Journalists During Present AL Regime

Zahed Chowdhury

At least four journalists have been killed in the last 14 months since the Awami League government came to power on January 6, 2009. We got a list of 1000 journalists who have been victims of attack, false cases and various other repressions.

Large number of journalists have been injured during this period. Many journalists are on the dock. Many others are working under pressure of threats by the ruling party cadres. There are also reports of filing cases against more than one hundred journalists.

Besides, there were also incidents of creating obstacles in distributing newspapers, setting fire on newspapers and its agents shop.

The police forces along with ruling party cadres have also showed interest in repressing journalists. In many cases the police forces themselves found out complainants and got cases filed against the journalists.

The victim journalists are: Atiqul Islam Atique, video editor of NTV in Dhaka in February, Nurul Islam Alias Rana- a staff reporter of Mukta Mon- a fortnightly published from Dhaka, in July, M M Ahsan Habib Bari - executive editor of weekly Shamprotik Shomoy in August and Abul Hasan Arif vice president of Rupganj Press Club and a correspondent of the Daily Inquilab. All these killings took place in Dhaka Division.

www.pathagar.com

Three editors came under physical attack since the present government came to power. Mahmudur Rahman, editor of the Amar Desh, came under attack several times in last one year. Nurul Kabir, editor of the New Age and Naimul Islam Khan, editor of vernacular daily the Amader Shomoy have been threatened.

The terrorist attacks on journalists and newspapers are still going on by the ministers, members of parliaments and ruling party cadres throughout the country. Many journalists left homes following the repressive measures taken by the influential people and ruling party cadres. Some others are languishing in the jail. Some even became cripple.

After publishing the report of taking bribe of $ 5 million by Sajeeb Wazed Joy, the son of Prime Minister and Energy Advisor Dr. Towfiq Elahi Chowdhury in the case of Gas Compressure purchage-- the editor of the daily Amar Desh and the reporter concerned came under direct attack. Some ministers also threatened them of taking actions after publishing the news.

The ruling party men filed 25 cases against them in different district courts to harass them. The ruling party also tried to convince the attorney general for influencing the court so that it rejects the bail petition by Mahmudur Rahaman.

Like this many journalists are moving around keeping an arrest warrant above their head. The editor of the Amar Desh was barred from going abroad for harassing. Later, the high court instructed the government not to bar him from going abroad.

On February 25, a person identifying himself as

www.pathagar.com

Masum threatened Nurul Kabir, editor of the New Age from a cell phone. He asked Nurul Kabir to refrain from writing and speaking against terrorism and violence. Other wise, Kabir and his family members would have to face dire consequences, he threatened.

Editor of vernacular daily the Amader Shomoy Naimul Islam Khan was also threatened of killing. The journalists of the Amar Desh were the worst victims of repression since the present government came to power.

The journalists of other newspapers like the Prothom Alo, the Shomokal, the Jugantor, the Naya Diganta, Manab Zamin, The New Age, The Daily Star, the Janakantha, the Songbad, The Independents, the Jai Jai Din and the Bhorer Kagoj were also more or less victims of repression.

The reporters of electronic media like Channel One, Channel i, NTV, ATN Bangla and Diganta TV also came under attack. The journalists of regional newspapers published from different districts were also victims of attack and court cases.

On investigation of journalist repression, we found that the influential people become angry on the newspapers and journalists concerned whenever the news of corruption, tender manipulations and encroachments are published.

They resort to attack and court cases bringing misery to the journalists. The culprits mainly belong to the ruling party. They swoop on the journalists whenever any news goes against their interest even if some of those newspapers belong to their like minded party or group.

Sometimes they attack on the journalists just on the

www.pathagar.com

basis of suspicion that the news may go against their interest.

In Rajshahi University, the cadres of Bangladesh Chatra League-the student wing of ruling Awami League have mercilessly beaten 10 journalists while they were taking snaps of beating a Shibir activist. None of the journalists whichever group he belongs to was spared from the attack.

This intolerance is the main accusation of the people against the Awami league politics. They had to give hard price for this several times in the past but never came out from this vicious cycle.

The journalist repression by the Awami League is not new. The previous Awami League government also resorted repression on the journalists in fascists style. At least 10 journalists were killed and many others were victims of attack and torture in the South-Western region of the country when the Awami League had come to power in 1996.

Several thousands journalists became jobless when the Awami League government in 1975 banned all newspapers except four.

The Awami League cadres started repression on journalists immediate after the national election was over on December 29. They chopped staff reporter Foisal Hossen of Gramer Kagoj in Jessore on December 31, 2008.

Although, there was a case filed with the police station in this regard, the culprits are moving freely in the locality. In January the following month, bombs were hurled to the offices of NTV, UNB and office of Mohsin

www.pathagar.com

Milon at Benapole. Milon was a correspondent of Jessore based news paper the Lokosomaj. Fearing further attack Milon resigned from the Lokosomaj.

Besides, in that very month, Moshiour Rahaman a correspondent of Channel One in Benapole was mercilessly beaten on broad daylight. The attackers also took away money from him.

B M Asad, the health reporter of the Lokosomaj was also beaten by the illegal blood traders in front of Jessore General Hospital in presence of hundreds of people. Police did not arrest any one even after filing cases. In contrary, the perpetrators filed case against the victim Asad.

Jahangir Alam Akash of Rajshahi received death threat two times in the month of January. The threat was given by the followers of Bangla Bhai- a prominent Jongi (religious extremist) leader.

In Rupganj, the journalists are receiving death threat continuously from the illegal drug traders for publishing news related to illegal drug trade and drug takers in the area. As a result, around 25 journalists are spending days in lack of security and serious uncertainty.

In July, extortion cases were filed against eight journalists.

The terrorists kidnapped Songram Sinh in Syhelt. He was also tortured. Abdul Malek- general secretary of Puthia municipal unit of ruling Awami League mercilessly beat a journalist of A N B in Thrimohini area.

Al Amin Biplab- a correspondent of the Daily Shomokal in Gafargaon in Mymensingh came under attack. He had an altercation with Giasuddin Ahmed a

www.pathagar.com

member of parliament (MP) from the area in the morning.

As a result, a group of cadres belonging to Chatra League and Jubo League swoop on him while he was writing a report at the Ghani Computers. The assailants also chopped him indiscriminately. He was under treatment for long time and became cripple.

Following the incident a total of 25 journalists lodged a general diary with the local police station seeking the security of their lives.

In another incident, two journalists were seriously injured as the terrorists attacked on the Press Club at Koira in Khulna. A section of local Chatra League leaders were behind this attack as they were angry on some news published by those journalists.

In another incident, the president of Khulna district Krishak League filed a defamation case against 12 journalists for the same reason.

"If you want to do journalism in Rajshahi city, you would have to know SI Kamruzzaman. If you do not know you are not a journalist," arrogantly said SI Kamruzzaman of Rajpara thana and tore up the identity card of a Rajshahi University correspondent of the Daily Bhorer Kagoj. The incident took place in February this year.

In July, extortion cases were filed against eight journalists in Faridpur in consequence of publishing news. In those cases a total of 15 were accused including Nazmul Haq, a correspondent of the Daily Naya Diganta at Boalmari, Reazaul Haq of the Ittefaq, Amirul Haq Chowdhury of the Daily Destiny and Rafiqul Haq and Monwar Hossen-managing editor and reporter of local weekly Al Helal Respectively.

www.pathagar.com

On July 5, an extortion case was filed with Kotwali thana against Bakaul- a correspondent in Faridpur of the daily Inquilab.

An UP chairman in Bhanga filed extortion case against Ajoy Dash and Abdul Mannan--- Bhanga correspondents of the Daily Prothom Alo and the Daily Jugantor.

In the same month, seven months imprisonment, Tk five thousand fine and another six months for non realisation of fine was awarded to Raihan Alam a correspondent of ATN Bangla in Rani Nagar and his accompanies Rafiqul Islam, James and Tota in a verdict of an extortion case. There was no reference to the cause of the incident.

There was news in a national daily about constructing building for market encroaching river in Golachipa in Patuakhali district. After publishing the news, the reporter concerned was harassed various way by the followers of local Member of Parliament. They also filed two cases against the reporter. One of the cases was filed alleging extortion and another alleging rape.

In spite of that the police raided the house of the reporter and misbehaved with the family members. The reporter concerned and his family members left the house and fled from the area.

In consequence of that incident the ruling party cadres also harassed a number of journalists in the area. The police rescued the harassed journalists but expressed inability to provide security.

Before these, there were reports of journalist's harassment on the news papers in Chuadanga, Jessore and

www.pathagar.com

Rajshahi. In all the incidents of journalist's harassment the allegation was against the ruling party.

Fifteen journalists were victims of torture in South-Western region in eight months of Mohajote government's rule.

'The allegation of journalists torture by RAB', this was a banner headline of a national daily the Prothom Alo on October 23.

The day before, a group of RAB-10 members went to the rented house at Jatrabari of F M Masum a correspondent of the English daily the New Age in civil dress. They knocked the door repeatedly and asked them to open the door.

As they delayed in opening the door, the RAB members under the leadership of Flight Lt. Anisur Rahman, arrested Masum and start beating him mercilessly.

When Masum identified himself as a journalist the RAB members became more furious. At one stage, they tied his hand, leg and blind folded him. They also kept drug in his house and conducted a VEDIO shooting of it accusing him as an illegal drug trader.

Masum was released after intervention by the higher authority of the newspaper. This was an instance of recent activities of RAB members of arrest and torture.

On November 6, the correspondents of the Prothom Alo, the Shomokal and Manobzamin in Bancharampur went to gather information about illegal drug trade, they were attacked by the drug traders and Jubo League cadres under the leadership of Mominul Islam, labour secretary of Upazila Awami League. The journalists were also

www.pathagar.com

confined in a local shop for more than one hour. The journalists were released after signing an agreement that they would not write against the ASSAILANTS and illegal drug traders.

To protest the incident the journalists held a protest rally presided over by the president of Bancharampur Press Club Abdul Awal.

A group of youth in the name of Chatra League and Jubo League set fire on the coppies of the daily Jugantor and the daily Amar Desh along with some other newspapers at mission square of Lalmonirhat town. This was published in the newspapers on November-12.

They alleged that false and fabricated news were published in those newspapers.

Some journalists already fled Lalmonirhat town fearing terrorists attack. The family members of those journalists are in serious fear and anxiety.

www.pathagar.com

Repression on Journalists
Month-wise Picture

January 2009 : There were a total of 10 incidents of journalist repression. 18 journalists were victims. Out of them 5 received death threats. Another 11 received different types of threats. One was physically assaulted.

During this time, Songram Sinh --a senior reporter of the daily Jugantor in Sylhet was kidnapped and tortured.

The bombs were hurled to the offices of the Daily Inqilab, NTV, UNB, the office of Mohsin Milon at Benapole, who is the correspondent of Jessore based The Lokoshamaj on January-9.

On January-15, Kazi Shahjahan Sabuj and Moshiur Rahman correspondents of Channel one and Islamic television at Beanpole respectively were mercilessly beaten.

On the same day, three journalists came under attack at the Rajshahi University campus as they went to take snap of assaulting a teacher of folklore department by the cadres of Bangladesh Chatra League. The journalists are: Sayem Sabu of the daily Jugantor, Akhando Mohammad Zahid of the daily News Today and Asadur Rahman of Focus Bangla.

The journalists did not get any justice though they had submitted a memorandum to the vice-chancellor containing three point demands including expulsion of the BCL cadres from the university.

The journalists of different national newspapers and

www.pathagar.com

electronic media did not get access to the Jatiya Sangsad Bhaban on January 31, for covering the special committee and house committee meeting of the parliament even after showing security pass.

Asadullah Chowdhury- the deputy sergeant at arms told the journalists that according to the directives by the speaker no journalist would be allowed to enter into the Songshad Bhaban in absence of parliament session.

February : A total of 30 journalists have been repressed in 16 incidents during this month. The terrorists shot dead Atiqul Islam Atique -the video editor of NTV. The incident occurred at Moghbazar- the down town of Dhaka city.

The muggers shot him in a bid to snatch his motor bike when he was returning home from the office at night after performing his professional duties. Besides, four journalists were threatened of death. Another 19 received different types of threats.

Contempt of court case was filed against one journalist. Two faces abduction case and one was kidnapped while two were assaulted.

The cadres of Awami League and Jubo League beaten up Humayun Kabir- correspondent of the daily Amar Desh at Motherganj Upazila on February -2. They also snatched away his motorbike. The motor bike was, however, returned to him. The Chatra League and Jubo League cadres at Sharishabari in Jamalpur have beaten up Munshi Shafiqul Islam, the correspondent of the Daily Prothom Alo in front of some journalists.

The ruling party terrorists attacked Abdul Mannan- a

www.pathagar.com

correspondent of the daily Naya Diganta at Sharsha in Jessore on February-7. The Manobzamin correspondent was beaten up by the ruling party cadres in the same month.

On February-18, the assailants mercilessly beat up B M Asad a correspondent of local newspaper The Lokoshmaj at the gate of Jessore General Hospital. Police did not arrest the accused in the case. Rather, the accused went to the police station and filed a false case against Asad.

The general secretary of Puthia Poura Unit of Awami League Abdul Malek beat up A B M Saidur Rahman Nazu- the crime reporter of NNB at Puthia. He also broke down the cell phone set of Nazu and destroyed some valuable papers and documents.

March : At least 17 journalists were subject to torture in 13 incidents in the month. Twelve journalists were attacked and injured in different ways. One journalist received death threat while two were physically assaulted.

One journalist was threatened and another was accused in a false case.

Ansar Ali- correspondent of the daily Bangla Bazar was beaten up by the ruling party terrorists at Dhanbari Upazila on March-13.

The Jubo League cadres physically assaulted Prof. Joynal Abedin a correspondent of the daily Ittefaq at Gopalpur of Tangail district.

April : There were 9 incidents of journalist's repression during the month. 19 journalists were the

www.pathagar.com

victims of those incidents. Out of them five received death threat and 7 were attacked.

Five journalists at the Jahangir Nagar University who were in the hit list of the Chatra League cadres have been threatened. The members of an influential family at Kuliarchar in Kishorganj threatened of grabbing the house of the correspondent of the Daily Songbad.

On the other hand, the officer in-charge of Khulshi Police Station in Chittagong lodged a general diary against journalist as he reported on corruption and illegal activities of police officer Enayet Karim.

On April -11, Abdullah Al Amin Biplob the correspondent of the daily Shomokal at Gafargaon came under attack. Biplob had an altercation with the local MP Giasuddin Ahmed at the crossing of Maizbari at Gafargaon at noon.

In the evening, the Chatra League musclemen of the local MP chopped Biplob at the Upazila headquarter with lethal weapons. Biplob first came under attack by the Chatra League cadres when he was writing a report sitting at Ghani computer shop. He was seriously injured by indiscriminate chopping. He had to go for long treatment and became a cripple person.

"I am the member of parliament from Gafargaon for five years none would be allowed to write against me. I would not spare anyone who would dare to write against me," declared Gisauddin.

On April-11, the proctor of Rajshahi University Prof. Chowdhury Mohammad Zakaria sent a guideline for the journalists to the authority of local press club. The journalists will have to apply directly to the proctor office

www.pathagar.com

for becoming a member of the Press Club; this was mentioned in the guideline. But this is contradictory to the constitution of the Press Club.

According to the constitution of the press club one has to apply only to the president of the club. The students of the university are only eligible for becoming a member.

When the journalists went to the proctor office for discussion on the issue, the proctor threatened of canceling the studentship of six journalists including Mahfuzur Rahman Munshi of BSS, Ali Asgor Khokon of The Jai Jai Din, Ershadul Bari Kornel of The Amar Desh, Monsur Ali of the daily Dinkal and Shamsul Islam Kamrul of The Naya Diganta.

The proctor also locked the press club on April-24. The Rajshahi University press club which is a centre of various cultural and literary activities is still locked even after directives by the Supreme Court.

May : Three incidents of journalist repressions were reported this month making 24 journalists victims of assaults. In consequence of newspaper report, a local Krishak League leader filed a defamation suit against 12 journalists.

In Rupganj, terrorists threatened of death to 10 journalists. On the other hand, former president Hossain Muhamad Ershad lodged complaint case in Dhaka against two journalists.

Ahammad Ali Shahin- a correspondent of the daily JaiJai Din and Jessore based The Lokoshamaj at Sharsha came under attack on April-13 while he was on his official duty.

www.pathagar.com

The ruling party thugs mercilessly beat him up turning him serious injured. The police however, did not take any case in this regard. Rather, Shahin was accused in a false case filed by the assailants.

The Amar Desh correspondent at Dewanganj Saiful islam was physically assaulted by the cadres of Chatra-League and Jubo League at the Upazila headquarters on May-13.

The Chatra League activists at Chittagong University attacked Rashed Khan Menon- the CU correspondent of the daily Amar Desh while he was on duty on May-15.

The Chatra League activists led by Rakib and Sakib beat Menon mercilessly at CU rail station. They also hit his head by brick in a bid to kill him. As a result, cracks developed on his head. The assailants left him thinking dead as he fell unconscious.

The fellow journalists recovered him soaked with blood and admitted to Chittagong Medical College Hospital. Although Rashed filed a case with Hathazari Police Station in this regard police could not arrest anyone.

On May-17, the terrorists attacked the residence of Hanif Mondal a journalist of Mathabhanga newspaper at Ramnagar in Darshana. They beat up Hanif and vandalized valuable furniture at his house.

The terrorists of Chatra League and Jubo League also vandalized the house of Proshanta Biswas, Alamdanga correspondent of Chuadanga based Dainik Gramer Kagoj. The same group beaten up the Alamdanga correspondent of the daily Borer Kagoj in the month of July.

www.pathagar.com

June : The incidents of repression were 10 victimizing 19 journalists. In this month 9 journalists were threatened of death and 10 were injured and victims of torture.

On June-1, there was a cultural function at Dowel community centre organized by the daily Amar Desh. The function was disturbed by the terrorists. The police present at the place did not take any action to bring the situation under control.

The staff reporter of The Amar Desh Jahirul Islam complained to the police in this regard. At one stage, the AASP Nizamuddin arrived on the spot with police force and abused journalist Zahirul Islam.

He blasted Islam terming him as journalist of (bearish) unknown newspaper. He also used slung language while blasting the journalists. The police swoop on him when he tried to draw the attention of police super.

Police force of 10/12 led by Nizamuddin charged baton on Zahirul injuring him seriously. At that an angry Nizamuddin claimed himself as one of the relatives of prime minister. "I do not care anyone and law," he said.

Hearing the noise, people rushed to the spot and protested the police action. Police dragged Zahirul into the community centre and confined him in a room.

The police also forced him to sign on a white paper. Hearing the news a group of senior journalists went to the police and rescued Zahirul. He was sent for treatment.

At Shitakund, Chittagong, four journalists were attacked by the ruling party supporters on June-10. The musclemen of Mamun the son of local MP Abul Kashem tried to take over four shipyards at the seashore at Kumira.

www.pathagar.com

When the journalists went there to collect information in this regard, the musclemen of Mamun attacked on Pronab Bal of the Prothom Alo, Photo journalist Rashed Mahmud, local journalist Forkan Abu and Sekandar Hossen.

The hand of Rashed Mahmud was injured seriously as he was hit by stick. The journalists were also threatened of killing.

The local Awami League cadres attacked Shahinoor Kibria, president of a faction of Boalkhali press club during the month of Ramadan. He was physically assaulted. He was attacked as he reported against a local Awami League leader.

Saiful Islam Shawpon the district correspondent of the daily Jai Jai Din in Laxmipur was injured in front of the press club by police action.

July : Eighteen journalists have been tortured in 10 incidents. Of them Nurul Islam alias Rana a staff reporter of fortnightly Muktamon was beaten to death by the terrorists in Dhaka. One was assaulted by the police and another as accused by police case.

Another 11 journalists were accused in different cases. Three journalists were subject to attack and police case while the court issued a warrant of arrest against the editor of the daily Inqilab.

The terrorists attacked Anwar Ali Himu, the staff correspondent of the Daily Star in Rajshahi on July-13. The assailants attacked the office cum residence of Himu and seriously beaten him and his wife.

Kafil Mahmud a correspondent of the daily News Today in Khagrachari was assaulted by the activists of

www.pathagar.com

Jubo league as he went to cover the public meeting of Dipankar Talukder, a minister of the government. He was admitted to the local hospital.

The musclemen of Awami League swoop on the house of Selim Sardar, the editor of weekly Ishwardi and correspondent of the daily Shomokal. The attackers also vandalized the house. Selim fled the house for saving life. He also filed a case with local police station.

August : Six journalists were repressed in six incidents during this month. M M Ahsan Habib Bari, the executive editor of weekly Shamprotik Somoy in Dhaka was shot dead by terrorists in Gazipur.

Besides, three journalists were repressed and one was threatened of death. The terrorists grabbed the land of Shanchita Nizam a staff reporter of the daily Amader Shomoy at Badda violating the Supreme Court ruling.

The terrorists hurled bombs on the house of Shamiul Monir correspondent of The Amar Desh at Shayamnagar on August-14, and house of Abdur Rahim -local correspondent of The Naya Diganta at Chowgacha on August-24.

Shohag Kumar Biswash, correspondent of The Amar Desh at Shoilkupa was injured by the attacks of Chatra League cadres. They also attacked on his residence.

The terrorists surrounded the house of Mukurul Islam Mintu a correspondent of The Lokoshomaj at Chowgacha to kill him. Minto could save his life as he fled from the house.

The terrorists led by a local Awami League leader attacked Nurul Islam president of Cox's Bazar Press club

www.pathagar.com

and correspondent of the New Age at Chokoria on August, 29.

The attack was carried out for extortin for constructing a building at his home. Eleven construction workers were also injured by the attack.

On August -29 the local thugs belonging to Jubo League beat up Khalilur Rahaman a correspondent of the daily Shomokal and the Channel One at Netrokona when he went to Shidhly Bazar under Kolmakanda for colleting news.

None was arrested though a case was filed with Kolmakanda police station.

Procession was brought out at Kustia and copies of The Amar Desh were set on fire after publication of a news under the headline 'He is the godfather of the terrorists' in the daily Amar Desh, on August -29.

September : There were 25 occurrences of journalists repression in the month. A total of 33 newsmen became the victims of repression. Six journalists were injured and two were threatened.

Three journalists were sent to jail one for harassment case and two for alleged extortion. Cases were also filed against another two journalists alleging extortion, rape and misappropriation of money. Five journalists were assaulted and two were threatened of death.

Monirul Islam Moni a correspondent of Jessore based The Lokoshamaj resigned from the newspapers feeling insecurity.

The cadres of Jubo League and Chatra League set fire on the business house of Ariful Islam Dalim- a

www.pathagar.com

correspondent of The Amar Desh at Chuadanga after publishing news in The Amar Desh.

The headline of the news was Mejho Bahi and Choto Bhai run Chuadanga.

They also burnt down the shop of The Amar Desh agent at Chuadanga. The assailants filed a false attempt to murder case against him with the local police station.

The terrorists also assaulted aged old father of Dalim and his wife. They also attacked the house of Dalim's father in law. They did not spare even one year old baby. Dalim had to flee from Chuadanga. The Chatra League and Jubo League cadres continued violence against the Prothom Alo and The Amar Desh at Chuadanga for long16 days.

Dalim went to Chudanga court for bail but he was rejected as the PP an APP's vehemently opposed though the BNP activists got it in the same case. He spent Eid vacation in the jail as his bail petition was rejected repeatedly.

The members of his family became very frustrated facing such intolerable situation. The general people also shed tears in sympathy observing the lamenting of his age old mother.

The one year old son of Dalim often trembles in fear since the attack. The relatives also become concerned looking at his fearful face. His mother says her family has been destroyed only for a report.

Moreover, procession was brought out in Chuadanga and Alamdanga and the assailants threatened of breaking down hands and legs of the correspondents of the Prothom Alo and The Amar Desh.

www.pathagar.com

At the same time the ruling party cadres attacked the house of Shah Alam Sunny the correspondent of the Prothom Alo at Chuadanga. He had to leave Chuadanga with family members for Dhaka.

A case was filed against Sunny along with Dalim accusing robbery on September-1. Two separate defamation cases were filed against Kamrul Hasan special correspondent of the Prothom Alo and district correspondent Shah Alam Sunny on September-4, and 6.

The cadres of Chatra League and Jubo League attacked and vandalized the business house of Rajib Ahmed Kachi a correspondent of the Daily Janakantha at Chuadanga on September-1.

They also vandalized the agent office of the Prothom Alo. They threatened the journalists of other news papers in Chuadanga. They could not send reports of these violent activities due to fear.

The local Awami League leaders also created pressure on the Press club to send letters to the head office of those news papers for expelling the correspondent of The Amar Desh and special correspondent of the Prothom Alo.

It was, however, told that the president of the press club and former publicity secretary of district Awami League Ajat Malitha spontaneously sent those letters.

October : There were 15 incidents of journalist's repression in the month. The number of victims was 41. This is the highest number of journalists repressed in a single month in the year 2009. The terrorists shot dead Abdul Hannan a journalist of the daily Rupali on October-

www.pathagar.com

2. Four journalists were injured and two received death threat. Seven were assaulted and one was harassed.

The terrorists confined two journalists in a room in Singair, Manikganj for publishing news against them. Besides, 22 journalists were victimized by various police cases, compensation and general dairy with police station.

A reporter of the daily Jugantor was harassed in Tongi for publishing news about open sell of drug. One was attempted to murder and terrorists kidnapped Amir Hossen a photo-journalists in Narayanganj and tried to chop him to death over a land dispute. One was arrested in this regard.

Abdul Hannan Akhand a journalist of the daily Destiny was assaulted by the Jubo League cadres. In the same month Hasan Habib a correspondent of the daily Khabor Patra in Gaibandha was asked to leave journalism. One the other hand, the activists of Awami league wounded Sheikh Habibur Rahman.

November : Around 30 journalists have been repressed in 13 incidents. Of them three were beaten by the cadres of a local Awami League in Brahmmonbaria while they were composing a news item on drug trade.

The deputy commission of Bogra directed to file a case against journalists for publishing news. On the other hand, Goalm Moula Rony a member of parliament from Patuakhali filed a defamation suit against the journalists and editors of four national dailies this month.

On November-8, the Chatra League cadres set fire on the offices of Jamaat-e-islami and BNP at Lalmonirhat. This news was published in The Amar Desh on

www.pathagar.com

November-9.

After that the Chatra league cadres with arms were looking for Hasan-ul Aziz the correspondent of The Amar Desh at Lalmonirhat.

They used abusive wards over cell phone as he was in hiding. He lodged a general diary with Lalmonirhat police station seeking the security of his life.

On November-12, unidentified gang send message over cell phone to Abu Sufian the president of Chittagong Press Club and general secretary Rashed Rouf and threatened of bomb attack on the club.

An Upazila correspondent of a local newspaper at hatibandha in Gaibandha was taken to a paddy field while he was returning home after office duty by the Chattra League cadres. He was beaten and seriously wounded. But he did not file any case in this regard fearing safety of his life.

In Shaghata under Gaibandha, the activists of Chatra league assaulted Mizanur Rahman a correspondent of The Amar Desh on Novemebr-19. Earlier, they had threatened Moniruzzaman Bulen a journalist of the daily Naya Diganta.

The cadres of ruling party MP Major (retd) Jashim attacked the Lalmohan Press Club. A correspondent of Barisal Protidin at Daulat Khan in Bhola

was assaulted by a group of terrorists.

December : Twenty journalists were repressed in 13 incidents. In Rupganj, Abul Hasan Asif vice-president of Rupganj press club and a correspondent of the daily Inqilab were killed in sequence of a news item.

www.pathagar.com

Eight came under attack and seven were victims of police cases. Another two were beaten, one harassed another journalist was raped in this month.

At Puthia in Rajshahi, the activists of Jubo League kidnapped Abdul Jabbar the correspondent of the daily Amar Desh and he was confined and tortured for five hours. He sustained injuries. He was released after five hours but abducted again on December-29 from the Upazila campus. He was released after three hours. He lodged a written complaint with Puthia police station.

A harassment case was filed in Bheramara in Kustia against five journalists on decmber-9. The accused in the case are: Rezaul Karim a correspondent of the Daily Jugantor, Shah Zamal of Manobzamin, Ismail Hossain Babu of Bhorer Kagoj, Raisul Islam Asad of the Destiny and Abu Bakar Bishwas of the Deshbhumi published from Kustia.

Rafiqul Islam, the correspondent of The Amar Desh and Masud Rana of the Prothom Alo at Dhunat in Bogra were attacked on December-17.

A group of musclemen of ruling party MP Ektramul Karim swoop on Nurul Amin district correspondent of the Amar Desh on December 18, following publication of a series of investigative reports on Noakhali.

Nurul Amin was dragged down from a rikshaw at Maizdi Bazar and beaten. The president of Noakhali press club who was also in the rikshaw tried to resist the assailant's but was assaulted by them. The local people rescued Amin and admitted to a local clinic.

A report alleging taking bribe of $ 5 million by

www.pathagar.com

energy advisor Toufiq-e-Elahi Chowdhury and Sajeeb Wazed Joy son of the Prime Minister Sheikh Hasina was published in the daily Amar Desh on December-17.

The following day, the Minister for Agricluture Motia Chowdhury, state minister for LGRD Jahangir Kabir Nanok and joint secretary general Mahbubul Alam Hanif in a public meeting threatened the editor of The Amar Desh Mahmudur Rahman of not to allow him to come out on the street.

On December-19, the reporter concerned and special correspondent of the Amar Desh M Abdullah came under attack at Banani. Bombs were thrown at his car smashing glasses. He was wounded as brick petals were also thrown to him. He jumped out of the car and gets a running bus for saving life.

On December-31, the terrorists chopped and wounded Foisal Hossen staff

Correspondent of Gramer Kagoj.

January-2010 : Eighteen journalists were injured, five were threatened one harassed and one faced false cases.

The Chata League Cadres mercilessly beat Harunur Rashid Raju a correspondent of the daily Mathabhanga published from Chuadanga on January-4.

On Januray-3, Sheikh Sirajul Islam Siraj the editor of weekly Moumachi Kantha from Moulvibazar sadar was harassed by the police.

The Chatra League cadres beat Rabiul a correspondent of the daily Dinkal at Mission crossing of Lalmonirhat town. He was admitted to Lalmonirhat Sadar

www.pathagar.com

Hospital with critical condition. The family members did not dare to file a compliant with the police due to lack of security.

The Chatra League cadres entered into the room number 221 at Sheikh Mujibur Rahman Hall of Rajshahi University and beat Munsur Ali university correspondent of the daily Dinkal and online news agency redtimes.com.

Seven to eight leaders and workers of BCL took part in the attack led by Delwar Hossen, Khaled Hasana and Imtiaz.

Protesting the attack, the working journalists at the Rajshahi University brought out procession and gheroued the resiedence of the VC in the night demanding arrest of the assailants, exemplary punishment and expulsion from the university.

The journalists also organsied a human chain and submitted a memorandum to the VC giving an ultimatum to 72 hours for implementing their four point demands.

Abu Zayed Kari Khan, a journalist of The Dainik Jana Songket was wounded by Sundarganj Upazila Shechasebak League leader Debashis Das on January 25.

February-2010 : Fourteen journalists have been wounded, eight received threat and eight were harassed this month. Two journalists were attacked and one faced defamation case.

The activists of Chatra League physically assaulted Arafatuzzaman a human right activist and a correspondent of the daily Shokaler Khobar at Munshiganj.

The ruling party MP Abdur Rahman Bodi from Teknaf filed a defamation case in Cox's Bazar against the

www.pathagar.com

editor of The Amar Desh Mahmudur Rahman special correspondent Zahed Chowdhury and publisher Hasmat Ali. The case followed news in The Amar Desh alleging extortion by the MP and his accompanies.

www.pathagar.com

ODHIKAR

Freedom of Media 2010

www.pathagar.com

Sl. No	Victim/s (person /organisation /facility)	Identity of Victim/s	Identity of perpetrator/s	Area	Killed	Injured	Assaulted	Attacked	Arrested
1	A journalist	Unknown	AL	Jhenaidah		1			
2	Sheikh Sirajul Islam Siraj	Editor: The weekly Moumachhi Kantha	Police	Moulvibazar Sadar					
3	Amzad Hossain	Jai Jai Din Correspondent, Narshingdi	Leader of Student wing of BNP	Moulvibazar Sadar					

www.pathagar.com

Abducted	Threatened	Sued	Miscellaneous	Description	Follow up	Action taken	Date of Incident	Source
				He was injured during a clash between two factions of AL.			01.01 **2010**	Nayadiganta 02.01.2010
			1	A day after Siraj had a scuffle with two fourth grade officials of Moulvibazar Chief Judicial Magistrate office, the OC of Moulvibazar Sader PS summoned him and when he came to the PS, he was detained for severalhours. He was reportedly kept confined at the PS up to the time when the report wasprepared at 8 pm on Jan 2, 2010.Accroding to the OC of Moulvibazar Sadar PS, Siraj was taken to the police station for interrogation upon order of the Chief Judicial Magistrate.			03.01 **2010**	Amar Desh 04.01.2010
	1			BNP student wing leader Mahmud Choudhury Shuman threatened him for his report. Amzad was also threatened that if he does not inform Shuman about his story on locla railway service before he publishes it. 'Action' would be taken against him.			06.01 **2010**	Jai Jai Din 07.01.2010

Sl. No	Victim/s (person /organisation /facility)	Identity of Victim/s	Identity of perpetrator/s	Area	Killed	Injured	Assaulted	Attacked	Arrested
4	Rabul Isam	The daily Dinkal Correspondent, Hatibandha Lalmonirhat	AL student wing cadres	Lalmonirhat Sadar		1			
5	Morshed Shahriar	The Daily Manab Zamin Correspondent, Narshingdi	Miscreants	Narshingdi					
6	Shafiqul Islam Shafiqe	JPhotojournalist, the daily Karotoa	Student wing of AL	Bogra Sadar		4			
7	Thanda Azad	JPhotojournalist, the daily Kaler kantha							
8	SM Siraj	JPhotojournalist, the daily Satmatha							
9	Abdur Rahim	JPhotojournalist, the daily Muktobarta							
10	Hasan Raja	JPhotographer, the daily Prothom Alo	Agitating employees of DMCH	Dhaka			1		
11	M. Nurul Karim Arman	Amar Desh Correspondent, Lama, Bandarban	Unknown	Lama, Bandarban					

www.pathagar.com

Abducted	Threatened	Sued	Miscellaneous	Description	Follow up	Action taken	Date of Incident	Source
				Rabiul was severely injured as AL student cadres beat him. The reasons behind the incident was not mentioned in the news report.			08.01 2010	Jugantor 09.01.2010
	1			He was threatened with murder and asked to stop reporting.			11.01 2010	Manab Zamin 13.01.2010
				They were injured while performing their professional duty during a clash between police and the student wing activists of AL.			11.01 2010	Nayadiganta 12.01.2010
				He was beaten while he was taking snapshots of an incident of violence			13.01 2010	Prothom Alo 14.01.2010
	1			He received death threats for his news report			14.01 2010	Amar Desh 15.01.2010

www.pathagar.com

Sl. No	Victim/s (person /organisation /facility)	Identity of Victim/s	Identity of perpetrator/s	Area	Killed	Injured	Assaulted	Attacked	Arrested
12	Shahnewaz	Photojournalist, Prothom Alo	Student wing activists of AL	BL College Khulna		4			
13	M. Nayon	Cameraman Diganta TV							
14	SM Milon	Desh TV							
15	Matiur Rahman	Bangla Vision							
16	Abu Toiyeb	Correspondent, ntv							
17	Tuhin Aranya	Correspondent, Prothom Alo, Meherpur	Student wing activists of AL	Meherpur Govt.College Meherpur		3			
18	Palash Khandaker	Correspondent, Amar Desh, Meherpur							
19	Mizanur Rahman	Photojournalist, the daily Desh Tathya							
20	M. Mahibullah Farhad	President, Fulgazi Press Club	Fulgazi upazila AL President M. Ruhul Amin	Fulgazi Feni					

www.pathagar.com

Abducted	Threatened	Sued	Miscellaneous	Description	Follow up	Action taken	Date of Incident	Source
			1	Shahnewaz, Nayon, Milon and Matiur were injured as AL student wing activists attacked them during a clash between student wings of AL and Jamaat. during the incident, AL student wing activists snatched video cassettes froom Abu Toiyeb at gunpoint.			Undated	Prothom Alo 16.01.2010
				AL student wing activists allegedly beat and injured them wile they were on their professoinal duty during a clash between activists of student of AL and Jamaat.			Undated	Prothom Alo 16.01.2010
	1			After Farhad spoke against miscreants at the monthly meeting on law and order situation at Fulgazi, AL leader Ruhul Amin threatened that if any was reported against AL leaders, hands and legs of the journalists would be broken.			20.01 **2010**	Amar Desh 22.01.2010

www.pathagar.com

Sl. No	Victim/s (person /organisation /facility)	Identity of Victim/s	Identity of perpetrator/s	Area	Killed	Injured	Assaulted	Attacked	Arrested
21	Mintu Marma	Member of Manikchari Press Club and Manikchari Correspon-dent of national daily Suprobhat Bangladesh. He was also local reporter of regional.	Miscreants	Manikchari Khagrachhari		1			
22	Sarder M Anisur Rahman	Chief of Amar Desh office at Rajshahi	A man called Mahiuddin claimed to a member of Sharbahara Party.	Rajshahi					
23	Altaf Hossain	Prothom Alo Correspond-ent, Bodar-ganj Rangpur	Hena M Ferdous, General Secretary, Bodargang upazila unit of the lative Party.	Bodarganj Rangpur					
24	Nazir Ahammed	Manab Zamin correspon-dent, Hatia, Noakhali	Nazim Uddin and Rajib Uddin	Hatia, Noakhali		1			

www.pathagar.com

Abducted	Threatened	Sued	Miscellaneous	Description	Follow up	Action taken	Date of Incident	Source
				He received several threats over the cell phone following a news report. One Jan-22, a group of 7-8 miscreants including Arif, Rafique and Mostsfa beat him away to the local AL office while beating.			22.01 **2010**	Manab Zamin 23.01.2010
	1			Mahiuddin allegedly introduced himself as the chief of Sharbahara Party and demanded mony from him as extortion. Anisur was threatened that if he did not pay the mony demanded, he would be killed.			23.01 **2010**	Amar Desh 24.01.2010
		1		The Party Jatiya leader Ferdous allegedlyfiled a false case against Altaf Hossain with allegation of extortion.			24.01 **2010**	Prothom Alo 27.01.2010
				The perpetrators beat him when he went to collect information of an incident of rape.		Nazir Ahammed filed a case In this connection at Hatia PS on 27 Jan 2010		Manab Zamin 28.01.2010

www.pathagar.com

Sl. No	Victim/s (person /organisation /facility)	Identity of Victim/s	Identity of perpetrator/s	Area	Killed	Injured	Assaulted	Attacked	Arrested
25	Jakirul Islam	Sangbad Correspondent, Islami University	Student and Police	Islami University		2			
26	SM Roni	Andoloner Bazar Correspondent, Islami University							
27	Saiful Islam Swapon	Jai Jai Din Correspondent, Luxmipur	ASP M. Akteruzzaman	Luxmipur		2			
					0	18	1	0	0

www.pathagar.com

Abducted	Threatened	Sued	Miscellaneous	Description	Follow up	Action taken	Date of Incident	Source
				They were injured during a clash between the students and the police.			28.01 **2010**	Prothom Alo 29.01.2010
				ASP Akteruzzaman allegedly beat Swapon severely and kept him comfined to the office of the OC OF Luxmipur Sadar PS. Reasons behind the incident were not available in the report.			28.01 **2010**	Jai Jai Din 29.01.2010
0	**5**	**1**	**2**					

www.pathagar.com

Massive Demonstration and Protest Rally at Jatiya Press Club

Attempt to stop the voices of Media Would be Boomerang

The journalists, intellectuals, politicians and professionals of the country expressed deep concern over the incidents of attacks and cases filed by the ruling party against the daily Amar Desh and other newspapers in a bid to stop the voices of the media.

They warned that the result of stopping media would not be good for the government. They observed that if they (the government) do not refrain from this attempt it would be boomerang for them.

Referring to the long history of the journalists in safeguarding the country and democracy, they pointed out that the journalists and newspapers always took a strong position in favour of democracy and against the fascist.

The establishment of democracy can never be possible without the independence of newspapers; they said adding that no ruler could survive by repressing the journalists.

How much powerful is the assailant, they would not be able to suppress the newspapers, the speakers said.

The journalist's society organized a massive rally in front of the Jatiya Press Club protesting the journalist's repression throughout the country including attack on

www.pathagar.com

Mahmudur Rahman the editor of the Amar Desh, journalist M Abdullah, setting fire on newspapers and creating obstacles in distributing newspapers at different places.

The rally was jointly organized by the Bangladesh Federal Union of Journalists (BFUJ) and Dhaka Union of Journalists (DUJ).

The journalists and professionals brought out a procession after the rally demanding stoppage of journalist's repression and protecting the independence of newspapers.

Former vice-Chancellor of Dhaka University and renowned political scientist Dr. Emaj Uddin Ahmed, the former editor of the Daily Amar Desh and editor of weekly Ekhon Ataus Samad, the standing committee member of BNP Dr. Khondoker Mosharraf Hossen, senior joint secretary of BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Sector commander in freedom fighting Wing Commander (Rtd) Hamidullah Khan, the chairman of Bangladesh Kollayan Party Major General (Rtd) Syed Muhammad Ibrahim, (Bir protik) President of Jatiya Press Club Shaukat Mahmood, editor of the daily Amader Shomoy Naimul Islam Khan, Editor of the New Nation Mostafa Kamal Majumder, General Secretary of Jatiya Press Club Kamal Uddin Sabuj, President of Jatiya Gonotatrik Party Shafiul Alam Prodhan, Former President of Engineering Institution A N H Akhter Hossen, President of Dhaka Union of Journalists (DUJ) Abdus Shahid, General Secretary Mohammad Baker Hossian, Joint Secretary General of Jatiyatabadi Ainjiby Samity Advocate Sanaullah Mian, Co-ordinator of Bangladesh Shikhkhak

www.pathagar.com

Karmachary Oikkay Parishad Principal Selim Bhuiyan, Former President of Bangladesh Medical Association BMA Dr. A Z M Zahid Hossain, Pro-Vice Chancellor of South Asian University Dr. Mohammad Muhit, Chairman of N PP Sheikh Shawkat Hossen Nilu, Preisdent of Economic Reporters Forum Nazmul Ahsan, President of Chatra Dal Sultan Salahuddin Tuku addressed the rally presided over by BFUJ president Ruhul Amin Gazi.

Poet Abdul Hye Shikder and BFUJ leader Ahmed Karim conducted the rally. After the rally the protesting journalists brought out a big procession which paraded main thoroughfare of the city and ended coming back to the press club.

Expressing solidarity with the rally, the speakers further said that the attack on the Amer Desh was not an attack on a news paper virtually it was on the independence and sovereignty of the country. The present government wants to establish BAKSAL again after stopping the freedom of press.

All walks of people are with the journalists. They would give proper response by toppling this government, the speakers said.

Prof. Dr. Emaj Uddin : The former vice-chancellor of Dhaka University Emaj Uddin Ahmed said, I have been saying for last three decades what I am saying this moment. The general people of Bangladesh have a soft corner for democracy. The first condition of democracy is freedom of express, gathering and news paper. The rule is that the elected government will follow the path of democracy. The newsmen would have to be allowed to

www.pathagar.com

work freely.

If there is any mistake in publishing news the people can go to the court. But the democracy does not give right to anyone to take law at own hands. We want the democracy should be established in the country. I am expressing solidarity with this rally. Taking law in own hand is not democracy. I hope the government would deeply realise all these things.

Dr. Khondoker Mosharraf Hossen: I condemn and strongly protest the attack attempting to kill the journalist of the daily Amardesh, said Khondoker Mosharraf Hossen a member of BNP standing committee expressing solidarity with the protest rally.

This is not the attack on the daily Amar Desh, this is an attack on my country and my mother land. The attack of this government is not new. This Awami League had established BAKSAL in 1975, after killing democracy. It had banned all the newspapers except four.

Because, the Awami League fears the newspapers and newsmen. He said that the present government violated the commitment to the people. It had promised to provide rice at Tk 10, per KG, fertilizer free, power to every household and one job opportunity for every family.

But it could not fulfill any pledges. But this government had been fulfilling all the unwritten pledges it had made with the foreign masters. This government does not protest the issues like construction of dam at Tipaimukh, dispute with maritime boundary and misappropriation of mineral resources.

Rather, they attack on the Amar Desh for writing

www.pathagar.com

against those issues, he observed.

He said the people including BNP supporters would give proper response by protesting and overthrowing this government.

Ataus Samad: Former Advisory editor of the Amar Desh and prominent journalists Ataus Samad said, the near future was not good for those who attacked on the journalists. The present government has been attacking on the professional journalists irrespective of party affiliation.

The journalists belonging to the Amar Desh, the Prothom Alo, the Janakantha, the Jugantor have been repressed. We would not have to organize this rally if the prime minister had fulfilled her commitment of freedom of press and newsmen in the election manifesto, he pointed out.

The matter would have to be considered on the basis of democracy, samad said. He said Prime Minister Sheikh Hasina came to power by seeking apology for misdeed in the past. But she started journalist's repression again on the very following day.

Sheikh Hasina probably loves those who repress journalists, the prominent journalist observed. For that reason the loyal force (petua bahini) repress the journalist continuously for getting more love.

Referring to the history, Samad further said, the journalists spoke out against the emergency rule during the unconstitutional regime after 1/11. The journalists were also against the press note by the emergency government on her returning home from abroad. Now they are subject to get repressed. The journalists guarded the

www.pathagar.com

country generation after generation.

The assailants can never suppress us how much powerful they might be. The prominent journalists also called upon the journalists to be united so they are not mentioned as a portion of journalists.

Wing Commander Hamidullah Khan: The sector commanders in the freedom fighting Wing Commander Hamidullah Khan said, I feel proud participating in this mass gathering. We are expressing solidarity with you. The newspaper is the fourth state and media is the fourth pillar of the country.

All the pillars of it suffer injuries if one pillar is hit. Struggle against the government necessary to save from this. The Awami League is playing with fire. This is not good for the government.

Mirza Fakhrul Islam Alamgir: The senior joint secretary of the BNP Mirza Fakhrul islam Alamgir said how long we will have to gather for the freedom of press. News paper is the pillar of democracy. The pillar was attacked repeatedly.

The journalists resisted all the attacks in the past. This time they would be able to resist the attack inshalllah.

We are expressing solidarity on behalf of the Bangladesh Jatiyatabadi Dal. We are ready to sacrifice anything necessary.

Major General (Rtd) Ibrahim: The Chairman of Kollayan Party Major General (Rtd) Ibrahim said, I started writing as the journalists encouraged me. I have all

www.pathagar.com

empathy and sympathy for them.

The newspapers has taken care of democracy after 1/11 in absence of the

Jatiya Songshad. I am expressing solidarity with you. The newspapers are the voices of the people. The attempt to stop the voices of newspapers would be boomerang. We expect that the news papers and journalists would be independent.

Shafiul Alam Prodhan: Jatiya Gonotantrik Party President Shafiul Alam Prodhan said, I had said few days back at the BNP council that there was a news. Within 15 days of that the news broke out. The whole country woke up. The border was attacked. The army officers were killed in the BDR mutiny at the Pilkhana. There is conspiracy to sell out the country.

The Amar Desh was attacked as it protested. This attack is not only on the daily Amar Desh rather it was on the whole country. The attack is on the independence sovereignty of the country. A housewife with a four years old baby was arrested within 24 hours of attack on Tapash. But the terrorists who attacked on the journalists of Amar Desh was not arrested even after passing so much of time.

The government can not remain satisfied only taking care of brothers and nephews. The people will try this. The patriotic people will say good by to the followers of Bakshal through united efforts, Prodhan said.

Shaukat Mahmood: President of Jatiya Press Club Shaukat Mahmood presented the statistics of journalist repression throughout the country since the present

www.pathagar.com

government came to power. He said this type of torture reminded us the atrocities in the past. The present government broke all the previous records in journalist repression.

We strongly condemn and protest these repressions. The journalist leader also condemns the incidence of threat by the ministers of the government in public rally to the Amar Desh editor Mahmudur Rahman after publication of a news against joy and Toufiq-e-Elahi Chowdhury.

Pointing to Motia Chowdhury he said, your husband was a journalist and editor, how come you threat a journalist and editor? He questioned. Referring to Jahangir Kabir Nanok, Shaukat Mahmood said, Nanok, why have you threatened the journalists while you had brought out processing protesting the journalist repression.

He also strongly criticised the statements of joint secretary general of Awami League.

Shaukat Mahmood said, the Amar Desh published the news against Joy and Toufiq Eleahi Chowdhury on December-17 following all the rules and ethics of journalism.

How the government allocated the job without tender? They should say whether the governments procurement rule allows or not.

We hope that the present government would show respect to the rules and regulations of the democracy.

The people will raise their voices and stand beside journalists.

The Jatiya Press Club president said the information minister and information secretary of the present

www.pathagar.com

government are the members of press club. The attack was on one of the members of the press club. We want to see what you do.

. Three journalists have been killed and more than two hundreds were repressed throughout the country since the present government came to power. Many others were injured by the atrocities of the government. But none was tried.

Journalists were attacked at different places of the country including Gafargaon, Gouripur, Chuadanga, Kustia, Khulna, Golachipa, Jessore and savar.

The journalist repression started from the very following day of the present government came to power. He said if the news against politicians can not be published then you should ban all the news papers like in 1975.

You should keep in mind that the establishment of democracy can not be possible without the independence of the news papers.

Ruhul Amin Gazi: The President of Federal Union of Journalist Ruhul Amin Gazi said the Awami League has been attacking on the journalists from Teknaf to Tentulia since the following day it came into power.

They fired the journalists belonging to opposition group from BSS, BTV, and Bangladesh Betar. These are the signs and attitude of BAKSAL and single party rule. We would exchange views with all political parties if the government does not stop repressing the journalists.

We would also organize journalists rally at every divisional head quarters and protest convention in Dhaka.

www.pathagar.com

The agitation would continue till the trial of the persons related to the attack on journalists, he declared.

Naimul Islam Khan: The Editor of Dainik Amader Shomoy, Naimul Islam Khan said the media's job is to reveal the corruption, illegal activities of the administration. It is regrettable that a minister gave threat at a public meeting after publishing news in the Amar Desh related to corruption by Sajeeb Wazed Joy and Toufiq Elahi Chowdhury.

After the incidence, the editors were supposed to declare follow up action program through organizing protest rally. It would have been a sin for the Editors community if I had not joined this rally, he observed.

Mostafa Kamal Mojumdar: The Editor of the New Nation Mostafa Kamal Mojumdar said government would be benefited if news paper can work freely. The government does many mistakes and the media expose those mistakes which the intelligence agencies of the government can not provide. He hoped that the government authority would take steps regarding media on the basis of reality.

Kamaluddin Sabuj: The general secretary of Jatiya Press Club Kamaluddin Sabuj said we are fighting for keeping the independence of the news papers which we had to do in the past. The journalists fought for countryes, sovereignty, democracy and freedom of newspapers following the events of 1/11. We are agitating again for the same reason in the present government's rule.

www.pathagar.com

Abdus Shahid: The President of Dhaka Union of Journalists Abdus Shahid said, the Awami League government and mass media can not run together. All the newspapers except four were banned during the rule of Awami League from 1972-74. Coming to power in 1996 again it banned four newspapers.

Coming to power this time it started journalist's repression again. He called upon the government to stop journalist's repression and keep the independence of the newspapers.

Muhammad Baker Hossain: The General Secretary of Dhaka Union of Journalists Muhammad Baker Hossain gave the welcome address at the protest rally. He said the repression on journalists began just the following day the present government came to power. The Journalists were attacked at different places including Gafargaon, Chuadanga, and Kustia, he told the rally. We strongly protest and condemn these attacks.

Shawkat Hossen Nilu: The President of NPP Shawtak Hossen Nilu said today's protest is the protest of conscience of the whole nation. The whole nation would resist if the journalists are attacked. The Amar Desh published news giving a job of Tk 370 crore without tender. After publishing this news the honest minister of the government Motia Chowdhury threatened the editor of the Amar Desh.

Warning the government Nilu said, the president of America Nixon could not survive. He had to face the

www.pathagar.com

Watergate scandal. You allocated this job without tender on what basis, it is our question. Please respond.

Advocate Sanaullah Mian: The Joint Secretary General of Jatiyatabadi Ainjibi Forum advocate Sanaullah Mian, referring to barrister Rafiqul Haq said, the present government proved themselves as the father of the government after 1/11.

The freedom of express and independence of judiciary is on the verge of ruination within one year of their rule.

A N H Akhter Hossen: The Former Secretary and Engineer A N H Akhtar Hossen said, we are expressing solidarity with this rally on behalf of the engineers society. We are strongly protesting and condemning the attack on engineer Mahmudur Rahman.

Selim Bhuiyan: The Coordinator of Shikkhak Karmachary Oikkay Jote Principal Selim Bhuiyan said the editor of the Amar Desh Mahmudur Rahman speaks for the independence and sovereignty of the country. So that the leaders and workers of the Awami League gave statement in aggressive language. We want to tell the government that the threat to Mahmudur Rahman is a threat to the professionals.

Dr. Muhit: The Vice-Chancellor of the Asian Uniersity Dr. Muhit said it was observed in the history that the more you repress, the more powerful will be the protest. The truth can never be suppressed. The more

www.pathagar.com

repression and violation of human right the more people will rise.

Nazmul Ahsan: President of Economic Reporter's Forum Nazmul Ahsan said the journalist of the Amar Desh M Abdullah is also a member of ERF. We protest and condemn the attack on him. Warning the government, Ahsan said none could survive in the past by repressing the journalists; the present government would not survive as well.

Sultan Salahuddin Tuku: The president of Jatiyatabadi Chatra Dal Sultan Salahuddin Tuku said the independence of the newspapers and democracy was established in this country under the leadership of Shaheed President Ziaur Rahman.

The attack on the newspapers resorted by those who had established BAKSAL through killing democracy and banning all the news papers.

We want to say no government sustained through torture, this government will not sustain also.

The list of the persons, who came to express solidarity with the protest rally, is given below.

Former Secretary Barrister Haider Ali, Former Director General of Bangladesh Television A K M Hanif, Joint Secretary General of Jatiya Press Club Kazi Rownak Hossen, former Student Leader Habibur Rahman Habib, Member of Parliament Lutfur Rahman Kazal, Former Member of Parliament Selim Reza Habib, Golam Mostafa, Salahuddin Ahmed Helal, Former General Secretary of Krishibid Institute Anwarun Nabi Majumder

www.pathagar.com

Babla, Secretary General of Engineers Association of Bangladesh Harun-or- Rashid, Press Secretary to the Leader of the Opposition Maruf Kamal Khan Sohel, Chairman of Debate for Democracy Hasan Ahmed Chowdhury Kiron, General Secretary of BJP Abu Naser Rahmatullah, Secretary General of NPP Advocate Fariduzzaman Forhad, Student Leader in 1960's and Editor of weekly Janakatha Ibrahim Rahman, Commander of Meghna Upazila Mukti Juddha Abbas Uddin Master, Former General Secretary of Dhaka Reporters Unity Ilias Khan, Existing Finance Secretary Ashraful Islam, Publicity and Publication Secretary Ziaul Kabir Sumon, Former President of Dhaka Sub-Editor Council Humaun Sadeq Chowdhury.

www.pathagar.com

Red Signal for Journalism

ABM Musa

The minister for information has given two statements regarding journalism and mass media. First, the news and program broadcasting by private television channels would be brought under a policy guideline. Second, the government would formulate a code of conduct for the journalists and newspapers.

The statements of the information minister did not get wide coverage in the context of other sensational news like bomb blast for killing Tapash, trial of Banghabondhu murder case, threat for movement for protecting oil gas resources, escalation of extremism and movement by the opposition political parties.

But, in these two newhs in similar character, I am getting signal of imposing control over the practice of independent journalism and freedom of newspaper and media. On the other hand, I did not get any sign of reaction from the journalist society, human right groups and those who always speak out for people's democratic right.

They, probably, could not understand or realize the actual meaning of the minister's statements.

But I could realise. I am getting the sign of what the information minister and present government's policy makers want to do in the name of objective journalism.

I have been hearing the necessity of policy guideline

www.pathagar.com

and code of conduct for the journalists and newsmen in the speeches of autocratic rulers and almost every elected governments during my movement in the journalism arena for more than half a century.

I have the experiences of incidents not only giving advises to the journalists to be objective but also effort to teach them by depriving and repressing. First of all I shall go through my experiences and discuss about the nature and character of those efforts.

I shall also explain the actual meaning of the governments those advise since the immediate after the division of India in fifty's.

I could start the discussion explaining the prevailing situation during the long period of the British rule. But I do not want to make this discussion lengthy through discussing that long period.

In brief, I shall present my memory of how the ruler of 'independent' country after the division of India ending imperialistic rule, wanted to control the journalists and newspapers.

Apparently, those controls came in the name of formulating a code of conduct and teaching objectivity. We have to remember the continuity of repression on journalist from the autocratic governments to the governments ensuring democratic rule.

The history of opposition and resistance in the past by the journalist society, readers and all related to newspapers would also come in the discussion.

At first, I shall tell you the history of the repression on newspapers by the Muslim League government in this area particularly in East Pakistan.

www.pathagar.com

There was no daily newspaper in the country during establishment of Pakistan in 1947. There were a few weekly newspapers published from Dhaka and some other district towns. The circulations of those newspapers were a few thousands.

When the anger of people in East Pakistan started glowing those weeklies were used for fueling in the flame of agitation.

Although, the circulations of those weeklies were very limited, they have deep impact on the educated and politically conscious section of the people. The ruling class first felt the heat of that impact during language movement.

The government imposed control over the weeklies having limited impact. Insaf in Dhaka, Nawbelal in Sylhet, Songram in Feny and Simanta in Chittagong were banned. Later, the effort to control newspapers continued when a number of dailies came into being.

The recently published the daily Pakistan Observer and the Daily Purba Pakistan from Chittagong were banned. Some of the editors went to jail.

In that early period, any journalists society or association to protest and resist the attack against journalism was yet to develop in the country. But gradually the desire for democratic values was growing among the people of this region.

For that reason dissatisfaction was generating among the people against the attack on independent journalism and repression on journalists. The reason for creating obstacles in the way of freedom of expression by the ruling circle was also becoming apparent.

www.pathagar.com

After that the age of martial law came in. General Ayub Khan later having the title of Field Marshal declared martial law and took away the right of politics and freedom of expression of the people. By declaring Martial Law ordinance he imposed a censorship and control over publishing news.

The newspapers, periodicals, editors and journalists have been contributing tactfully through the leakages of that control in building independent people's opinion. They have been raising voices for establishing democracy and basic rights of the people.

The Martial Law Administrator formulated a black Law in the name of newspaper printing and publication ordinance to put off those leakages after four years of declaring martial law.

For the first time, all related to newspapers protested the ordinance unitedly. The owners, editors and journalists set an example of united movement. We can term it as a renaissance in the world of newspapers and journalists.

The Martial Law Administrator did not cancel the ordinance completely but had to amend a major portion and revise it facing massive agitations. But the threat against the journalists and journalism continued.

What was in the ordinance of newspaper printing and publication? In the statements of minister for information, I am hearing the repetition of the words in the preamble of the ordinance promulgated by the autocratic ruler.

It was mentioned in the preamble of the ordinance that the publication of news in the newspapers can not be uncontrolled. The Ayub regime, through some rules and policy guidance fixed up what can be published and what

www.pathagar.com

can not.

Later, a semi-government organization was formed to formulate the rules. It was in the name of Press Council which was given the right to keep a watch on the newspapers.

The council was dissolved as the organizations of journalists rejected the proposal.

The process of closing down the newspapers and arresting journalists is yet to be stopped under the present people's safety law in the shape of special power act, though; the power of previous ordinance has been minimized.

Even after that the newspapers and journalists society have been playing a courageous role against the martial law and autocratic government facing risk.

The newspapers fueled the mass movement in 1971 in a bigger way than the limited role they played in building awareness among the people during language movement. The journalists had participated directly in different movement going beyond his professional boundary.

Then came the chapter of immediate after the independence. In fact, this time, the journalists lost the protesting attitude and courage to protect themselves and the independence of journalism. In reality, one kind of decaying started in journalism.

The activities of journalists society became sluggish. They were trapped by the rulers and became inactive due to peculiar loyalty to them and divisions among themselves.

Even after that the free journalism became victim due

www.pathagar.com

to showing a little originality and independent attitudes.

The self imposed some times called self censorship which was formulated by the government created obstacle in the freedom of express lon.

Like the British colonial rule control was imposed on some newspapers which had tried to overcome the obstacles in the independent country.

Bringing four newspapers under its control the government banned all others to stop the possible protesting voices forever. These are the old stories told many times.

I did not make detailed repetitions. I mentioned it in brief for continuation of the discussion. The very interesting thing was that there was no negative reaction of all these things among the traditionally struggling journalists community.

They accepted all those things without any protest. This acceptance was bad for them and for journalism. As a result, both remained inactive after loosing resistance power for long time during the martial law.

Following that the military power introduced new system of controlling independent journalism. First, to allure the journalists and second warning them. Third physical torture and death threat. It was in the name of 'press advice' during president Zia's rule.

The meaning of this press advice was follow the right direction, otherwise face the consequences. Do not bring harm to yourselves for nothing. The previous self censorship and self-controlled journalism was actually cowardliness.

The one decade of journalism passed through the

www.pathagar.com

same situation and condition during the rule of General Ershad. The journalist community started raising voices gradually. They became courageous because of mass movement against the autocracy.

They became united like the period of Ayub Khan for getting back the freedom. The autocracy was deposed. As the people got the taste of democracy the journalism also achieved free environment.

But the god smiled in behind. The newspapers are independent there is apparently no censorship. But the journalism remained difficult and risky. The journalists continued to be tortured and losing lives. Some of them became cripple.

Everyone knows the details of all these things. It was not difficult to understand that the governments had slight support in killing and repressing the journalists.

The power stopping the voice of independence has also taken initiative to kill the protesting attitude of the journalists besides torturing and killing of journalists. The journalists have been divided and politicized.

At the same time the use of old rules and regulations for stopping the voice continued.

With all these difficulties the mass media did not deviated from performing its duty to establish all rights of the people. But by this time a new symptom has been surfaced. The rising of bad elements in the ownership of mass media.

Although the journalists are resisting or ignoring the government's eyebrow and repression by different sections, the entrance of bad elements in the mass media is creating massive obstacles in the way of journalism.

www.pathagar.com

I do not know how long the journalists who want to keep the democratic process in the government for freedom of expression and keeping the interest of the people will survive.

Will the courageous journalists community bring the tradition of past in the journalism through breaking down the cycle of interest and politics in power?

*** This Article was published in the vernacular daily The Prothom Alo on October 29, 2009*

www.pathagar.com

Journalist Torture Again!

Motiur Rahman

Recently, two journalists of the Prothoma Alo in Chuadanga and Golachipa fled away to Dhaka along with their family members. They directly came to the daily Prothom Alo office. We were deeply sympathetic to them observing the concerned faces of their wives and children.

Juirea, the ten years old daughter of Golachipa correspondent, was yet to come out of fear even after reaching Dhaka. She was weeping in fear after coming to our office. She stayed in a room in Dhaka shutting the door always. She can not forget the incident of police raid when her father had to flee from the house in fear.

The local hoodlums of ruling party did not spare Shah Alam a correspondent in Chuadanga only after threatening with dire consequences, they also attacked his house.

We are consoling, encouraging the family of these two journalists and trying to help them but they are yet to come out of fear.

Attacks on the houses of the journalists of the Prothom Alo, the Janakantha, the Shomokal and the Amar Desh in various areas of the country including Jessore, Chuadanga, and Golachipa, continued for last 16 days. They also looted valuable goods and vandalized properties during the attacks.

Threats and false cases were also filed against the

www.pathagar.com

journalists. Some of those cases were non-bailable. We also observed that pressure was created on a number of journalists who expressed sympathy to the victim journalists and organized human chain and other protest programe.

We are perturbed over the prevailing situation in the country. The journalist's organizations and human right bodies already condemned the incidents. These should be stopped immediately. Otherwise, it would not bring good for anyone. Even the government would not be benefited.

We further observed that the members of parliament from ruling coalition, mayors of the municipalities, and their unruly followers are involved with the violence against the journalists. We are yet to hear any speech or statements by any central committee leaders of ruling party on this issue. Some local Awami League leaders, however, condemned the repression on journalists. We thank them.

On the other hand, we observe that the police and local administration are virtually doing nothing in this regard. We had to request the high level police officials repeatedly to send police force as houses of our journalists were attacked. The police and local administration rather worked in favour of the members of parliament, Upazila chairmen and local leaders of ruling party. These are not good signs.

We want to tell the government, administration, parliament members from Awami League and local leaders that we did not expect these behaviours from them.

Before coming to power, Awami League had assured

www.pathagar.com

that they would not interfere in the freedom of express and newspapers. We are not observing any reflection of those assurances.

The ruling party is not keeping words :

The Daily Prothom Alo published investigative reports on various activities of Solaiman Haq Joardar- a ruling party MP from Chuadanga Sadar constituency and his brother mayor Reazul Islam. After publishing the report three false and fabricated cases were filed against Chuadanga correspondent Shah Alam. One of the cases was non-bailable and alleged snatching. The other two were defamation suits.

On August 11, the activists of Chhatra League and Jubo League in Chuadanga set fire on the copies of the Prothom Alo. The activists of Chhatra League brought out a procession from the Chuadanga Government College and attacked and vandalized the business house of Dalim Hossen a correspondent of the Daily Amar Desh and office of Rajib Hasan a correspondent of the Daily Janakantha.

On September-2, the Chhatra League workers attacked the house of Prothom Alo correspondent in Chuadanga. According to witnesses, Ahad the driver of local MP Solaiman Haq Joardar led the terrorists who attacked with lethal weapons like sword, large chopper (Ramda), knife and hockey stick.

Wife and son of Shah Alam fled the house from the back door. On the other hand, the parents of Shah Alam who stayed in the house fell sick observing the vandalism. There was a news in the Prothom Alo on August 21; under

www.pathagar.com

the headline 'Market is constructed filling the river shore in Golachipa'. The market is constructed by spending money from taste relief and personal fund of local Member of Parliament by encroaching river shore, the news says.

The followers of local Awami League MP Golam Moula Chowdhury lodged an extortion case against the correspondent of the Prothom Alo while he was gathering information regarding filling of local river Ronogopaldi and leasing out the area. Police came to the house of the Prothom Alo correspondent on that very night.

Two cases were filed against Ishrat Hossen till last Monday, one was alleging for extortion and another for rape and cheating. All the four cases were non-bailable.

Ishrat Hossen, the Prothom Alo correspondent in Golachipa, fled from the area in the night of September-8 and took shelter in Dhaka after police raided his house and harassed him. However, a false case was filed against Isharat Hossen alleging that on Thursday afternoon he went to Idris Boarding at old Launch Ghat area and raped a woman.

Hearing the news, the correspondents of RTV, Bangla Vision and Diganta Television rushed to the spot but were harassed by the activists of Chhatra League at the Ferry Ghat area.

The Chhatra League workers also chased Shankor Das a Potuakhali correspondent of the Prothom Alo, Khondoker Delwar Jalali of Channel I, and Manobzamin correspondent Abu Zafar Khan when they went to Golachipa.

The journalists of Patukhali Press Club organized a human

www.pathagar.com

chain programe on September-11, protesting one after another false case against the journalists and continued harassment to them and demanding transfer of officer in charge.

The Amar Desh also published news on the same issue on August 27. The correspondent of the Amar Desh was also accused in three cases out of four filed against Isharat Hossen.

The ruling party workers also threatened Arifur Rahman a correspondent of the Prothom Alo of breaking down hands and legs.

The Prothom Alo correspondent will face the consequences if he reports against our leaders, declared the Jubo League workers at a rally in Jessore.

The followers of Nonigopal Mondol also organized rally and procession in Khulna against the Prothom Alo. Besides, our Khulna correspondent Shamsuzzaman was threatened of breaking down hands and legs.

Newsmen and newspapers came under attack and legal action in different areas of the country as newspapers published news against the corruption and illegal activities of the workers and leaders of ruling party.

It was not in the manifesto :

All kinds of independence of media and its free movement would be ensured and preserved, said the election manifesto of Awami Leauge under the headline of flow of information in the mass media. The manifesto was declared before the national election in 2008.

All false cases would be withdrawn against the journalists and journalist torture, threat against them

www.pathagar.com

would be stopped and real culprits would be punished after quick trial of all the killings of journalists, the manifesto added.

But we have seen the intolerance and violent activities of the ruling party leaders and workers within eight months of Awami league government came to power. They rather continued the attack and repression on the newsmen and newspapers like previous governments.

We met Syed Ashraful Islam, the minister for local government and general secretary of ruling Awami league. We briefed him about the attack on journalists and false cases against the newspapers of the Prothom Alo and other newspapers.

We also met information minister Abul Kalam Azad and requested him to take initiative for withdrawal of false cases and repression on journalists. We are waiting to see what actions they take.

We would continue our mission :

The Prothom Alo and journalists of the Prothom Alo continued their courageous activities despite facing threats during several governments in last one decade. During these time fundamentalists and religious extremists attacked us several times. They also conducted motivated campaign against us.

There were many cases and several attacks on the Prothom Alo editor, publisher and workers in different areas of the country especially, after publishing news regarding terrorist activities of ruling party ministers and MPs. The Prothom Alo office in Dhaka and other areas also came under attack.

www.pathagar.com

The Prothom Alo continued independent and objective journalism facing threats and government pressure. As part of pressure, governments also stopped giving advertisement in the newspaper several times.

We still say that our work would continue for establishing the right of independent journalism and newspaper.

** *Motiur Rahman is the Editor of the Prothom Alo*

www.pathagar.com

Repression on Journalists

A Few Editorials

We welcome the cancellation of Arrest Warrant in defamation case

(The Daily Songbad: December-10, 2009)

The draft of the Code of Criminal Procedure (amendment) Act 2009 was approved in principle at the regular cabinet meeting on last Monday presided over by the Prime Minister.

In the draft, the Sections 500, 501 and 502 of criminal code have been amended. Through the amendment the existing rule of arresting the editor, publisher, journalists and writers in defamation case is going to be cancelled.

According to the draft law, summons would be served, in defamation case instead of issuing direct arrest warrant. The government brought the amendments after necessary examinations.

The draft law is now under process at the ministry concerned. The draft is expected to get final approval very soon. It would meet a demand by the journalist community for long. They have been demanding for long time to cancel the existing rule of issuing arrest warrant in defamation suit.

www.pathagar.com

None of the previous governments took the issue seriously. We welcome, as the present government took necessary steps in this regard.

If the law is made effective, the journalists and writers would get relief at least a little bit from the unnecessary harassment. Now we expect that the government would work for making it effective through giving final approval to the amended law. It is necessary for establishing the right of freedom of express.

The attempt to plunder the right of express lon in various ways is one of the reasons for which the pillar of democracy is so fragile in our country. Such attempts were taken during the colonial rule.

As part of this many journalists and writers were arrested and harassed in the name of defamation. This is nothing but repression to the journalists. It is very unfortunate that such a journalists repressive law remained effective for so long time in the independent Bangladesh.

The previous governments and a section of influentials harassed the journalists and writers and created barriers in expressing opinion through defamation cases.

Especially, the journalists had to carry out their professional duties with the anxiety of defamation case. The journalists would get a relief from the anxiety of being arrested if the new law is made effective. The journalists would be able to work in a fearless environment.

There are a number of measures to redress if there is a mistake in a news. A rejoinder can be sent to the newspaper concerned. Complaint can be lodged with the

www.pathagar.com

Press Council. At last, a case can be filed with the court. These ways were open earlier and still are open. So, there is no logic to arrest the journalist at first in the name of defamation case.

In any way, the motive is not good of those who want to wear a hand cuff to the journalist at first in the name of defamation. It does not seem that they keep confidence on people's opinion. As because, it is the people who always reject yellow journalism.

On the other hand, it is the people who respect and keep objective journalism above despite giving hand cuff to the journalists. There are many such instances in the past and in every age.

Journalists are also threat To the safety of PM!

(The Daily Songbad : January-5, 2010)

'Journalists are also now threat to the safety of Prime Minister' this was the headline of news published in a fellow news paper. It was mentioned in the news that no security pass was issued against the journalists of 16 newspapers and media for covering two functions of visiting Prime Minister Sheikh Hasina in Chittagong on Saturday.

Even the organizers could not issue any invitation card against the journalists working for different national and local newspapers due to the directives of the persons

www.pathagar.com

responsible for the security of the Prime Minister.
We are demanding a clear cut explanation from the authority concerned on the issue. It is not acceptable in a democratic society that the journalists would not get security pass and the organisers would not also be able to invite them.

The normal practice is that the press and information department of the government make a list of the journalists getting information over telephone to different newspapers and media and send it to the special branch of the police.

According to the rule the special branch issues the pass in their names with photograph. This is the rule which has been following over the years. But this is for the first time that there was a reverse.

This time the SSF took the list from the PID and sent it to the special branch of police after massive deduction and scrutiny.

The list shows that the names of 16 journalists including of the daily Songbad, the New Age, UNB, Manobzamin the Bangladesh Observer and the Amader Shomoy have been cut and dropped.

Government officials told unofficially in this regard that this was done for the interest of the security.

The question is, are the journalists of 16 newspapers a threat for the security of Prime Minister? Who defined this? On the basis of what information?

We want to know the explanation why and how the security of the Prime Minister is hampered if the journalists attend the function. We also want to know the name who dropped the names of the journalists from the

www.pathagar.com

list.

We think that the right to information has been hampered as the journalists could not over the functions. The professional image of the journalists has also been tarnished that is not expected.

We are demanding an investigation on the incidents for revealing who, why and how this happened. We are certainly aware of security to the Prime Minister.

The enemies of the independence and sovereignty of the country want to stop the progress and democracy in the country through eliminating Sheikh Hasina. In this perspective, the authorities responsible for security of Sheikh Hasina must remain always alert. But we can not understand how come the journalists become threat to the security of Prime Minister!

The Government in one hand, it is passing the right for information act, on the other hand it is creating obstacles in collecting information of Prime Minister's function, This double standard of can not be maintained.

We strongly protest this incident. The government should take necessary steps so that this unexpected incident does not repeat.

Journalist Repression

(Janakantha : December-10, 2009)

The journalists repression or torture is not new in this country. But everyone knows that the independent newspapers in a democratic society are very important. It

www.pathagar.com

is the journalists who inform the people about the real picture of the country through newspapers. So that they are called soldier of the truth.

The journalists in developing countries, however, have to often face dangers while revealing the truth. The governments are autocratic in many of these countries. None, the political parties in power and in opposition in those countries has the respect for democratic values.

The powerful quarters, often, try to follow the unethical paths for personal and political interests. In the third world countries, the corruption in society is very normal.

But, the lives of many journalists become risky when they publish the corruption of the powerful quarters in details in the newspapers. The influential quarters use the administration particularly the police to suppress the journalists.

In Bangladesh, they often send the journalists to jail by filing defamation suits and using the criminal procedure code number- 500,501 and 502. We observed serious missus of these act during Pakistani colonial rule.

The independences of the newspapers were severely hampered by the martial law of general Ayub Khan in 1958. Many honest and patriotic journalists were sent to jail. The criminal procedure act was effective even after the independence of Bangladesh.

Fortunately, the present democratic government has taken an initiative to relax those three clauses in the act.

Since now the arrest warrant would not be issued against the journalists after filing defamation case, this was declared after the decision of relaxing the sections in

www.pathagar.com

the cabinet meeting. Rather, the court will issue summons first in such defamation cases.

This will not be effective only for the journalists but also for the editors, publishers and writers as well. In the past, we observed the misuse of Sections 500,501,502 several times.

The cabinet has taken a radical decision approving the proposal of relaxing the sections of criminal procedures act. After this a democratic environment would prevail in the country.

The journalists have been demanding cancellation of the sections of criminal procedures since the independence of the country. It is unfortunate that none of the previous governments accepted this logical demand of the journalists.

After so long, the democratic government led by Sheikh Hasina, accepted the demand of the journalists. They have taken the decision in principle to amend three sections of criminal procedure act.

Through this, the implementation of a long time demand of the journalists would be possible.

The practice of literature by the poets and litterateurs would also not be hampered by the threat of any bad elements. They would be able to go ahead for creative literature.

Like in the colonial rule, no book probably would be banned or no poet or writer would be arrested for composing a poem or writing an essay.

We think, this decision of the government would strengthen the right of express by the newspapers in Bangladesh.

www.pathagar.com

Attack on Journalism
The Assailants Must Be Munished

(The Prothom Alo: September-5, 2009)

Two journalists had to flee from Chuadanga town following the publications of news in the newspapers regarding corruptions and terrorists activities of the members of parliament from the treasury bench.

They got information that they would be subject of physical torture and could be killed even. Ultimately they attacked. A group of terrorists numbering 20-25 attacked the residence of Shah Alam- the correspondent of the Prothom Alo at Chuadanga on Wednesday night with sharp leathal weapons. They, however, did not get him as he had left the house earlier.

His wife had to save her life fleeing through the back door of the house along with a baby child and mother in law.

The witnesses identified a former driver of local MP among the assailants. It is clear that the forces of (Petua bahini) local MP conducted the assault.

It was learnt that the assailants had a meeting at the house of mayor of Chuadanga who is also a brother of local MP before the attack. The assailants include the hired killers.

The local police was indifferent about the attack on the house of a journalist. They did not become active before the directives of high officials of RAB and police

www.pathagar.com

from Dhaka.
They reached the spot after the assailants vandalized the house of the journalist and left. By this it becomes clear that the law enforcing agencies became inactive against the terrorists activities of ruling party MP.

The terrorists attacked and vandalized the house of other journalists in Chuadanga on Thursday night. An anxiety for lack of security grew among the journalists of that town creating obstacles in performing their professional duties.

This should not happen during the rule of the government coming to power pledging for changing the days. They had committed in the election manifesto that they would take steps against terrorism.

Free flow of information, ensuring independence of media were the written commitment of the present government. This government passed the right of information act. But the police do not take any action though the terrorists attacked the house of a journalist for publishing corruption news of a member of parliament. What is the response of this?

Not only that the steps were taken to harass the journalists by involving them with false cases.

The names of Chuadanga correspondents of the Prothom Alo and the daily Amar Desh were included in the accused of a clash between BNP and Chatra League. The allegation of robbery was brought against one of them. Another was accused of chopping with knife. Another case was filed for defamation.

The local police take the case even after knowing that the accusations were false, fabricated and funny. The main

www.pathagar.com

reason is that the case was filed by the followers of local MP from the ruling party. He is likely to change Chuadanga like Feny.

Besides, the joint office secretary of Jessore Awami League in a public meeting threatened of ousting the Prothom Alo correspondent from Jessore breaking down his hands and legs. The threat follows the news in the Prothom Alo on the general secretary of district Awami League and Upazila Chairman.

Nothing can be harmful like this tendency for a democratic government. We are drawing the attention of the higher authority of the government. The images of every government in the past have been severely tarnished for repressing the newspapers.

The government will have to take actions to stop this type of negative, terrorist and violent activities for not only keeping the good image but also for protecting the right of the people to get information.

The assailants of the house of the journalists in Chuadanga must be arrested as well as strong actions should be taken against those who assigned them.

Repression on Journalist
None is safe in the hands of RAB from Bappi to Masum

(The Prothom Alo: October-27, 2009)

The atrocities of which has no limit has become the headline of RAB controlling crime. Those who are

responsible for ensuring the security of the citizens the have been creating a sense of insecurity among the people.

The arrest and repression on F M Masum -a journalist of the English daily the New Age is the recent example of irresponsible behaviour of RAB.

It is not baseless to think that Masum was tortured with a motive even after knowing his journalist identity.

It is unthinkable that any intelligence agency can carry out this type of activities like beating a journalist in public and accusing him as a drug trader keeping drug inside his residence and making video footage on it.

But this unthinkable and unprecedented incident happened. The confidence on humanity in the society falls apart if the difference between the behaviour of criminals and law enforcing agencies reduces.

Nothing is left for the security of the lives of the citizens in presence of this type of misuse of power and if the protectors become violators.

The rule of law and democracy become meaningless. When the incident of killing an innocent youth Bappi in RAB crossfire was yet to end, the incident of journalist repression revealed that hard reality.

In another sense this is not any isolated incident as the journalists and newspapers were attacked during the rule of every government in the past.

In this regard the behaviour of the criminals and ruling quarters become similar.

Home minister Shahara Khatun regretted for the incident terming it as unexpected. She also assured of her accountability if there was any mistake.

Earlier, she expressed sorry in the same way when

www.pathagar.com

professor Anu Muhammad was wounded by the police.
It is good as a strategy to express sorry one after another incident but it does not reflect the ethics and responsibility. Such regrets become meaningless if there is no action against the culprits. We want to see appropriate measures for punishing those who were responsible for these incidents.

www.pathagar.com

AHRC Report on Repression on Journalists in Bangladesh

Police prevent a Journalist from filing torture Allegations against paramilitary soldiers

(31 October, 2009)

The Asian Human Rights Commission (AHRC) has learned that a team from the Rapid Action Battalion-10, a paramilitary force involved in maintaining law and order in Bangladesh, tortured a journalist at his house while in their custody, and detained him for more than ten hours.

The soldiers made a fabricated video at his house and in their office involving drugs, in an attempt to discredit him. The police would not allow him to register a torture complaint against his perpetrators and the authorities have not yet taken any lawful action into this matter.

Case Details:

On 22 October 2009, according to the victim and other eyewitnesses, a (Rapid Action Battalion) RAB-10 team, in plain cloth, raided a house under the jurisdiction of the Jatrabari police, in Dhaka. One resident, Mr. F. M. Masum is a crime reporter for the New Age- a national daily newspaper based in Dhaka, and lives on the second floor.

www.pathagar.com

At about 10:30am, Masum saw some plain clothed people beating the wife of the owner of the house in front of the building's gate. They asked him to open the gate and he refused, but when the men identified themselves as RAB personnel he obeyed. However the men then started to beat him.

The battalion personnel, led by Flight Lieutenant Anis, took him inside and started to torture him with iron rods, wooden stick and with the blunt backside of machetes. According to the victim they hit him on the knees and other joints, then applied salt to the bleeding wounds.

After about an hour they took him inside his apartment where they reportedly produced six bottles of Phensidyl (codeine) syrup, placed them on his bed and videoed the display.

The battalion took him to the RAB 10 headquarters at Dhalpur, while handcuffed. Masum begged to be allowed his inhaler; the officer swore at him and refused. The torture then continued at the RAB-10 office, where he was told that he may be arranged to die in a 'crossfire' killing.

The team stuck a label on Masum's t-shirt that read 'Drug peddler' and shot more video with another batch of drugs at the office.

In the meantime we are told that senior journalists of the New Age contacted the battalion's director general, home secretary and the home minister, telling them that the arrest was mistaken. The journalists were given different reasons for his detention by different battalions; some claimed Masum had been found in possession of Pethedine, some said with Phensidyl syrup, while some

www.pathagar.com

others said they found him with prostitutes. They promised his release.

After these assurances from the battalion's director general, home secretary and home minister, it took four more hours for Masum to be released at 10:30pm. The colleagues he was released to had to sign a paper that alleged that he had been picked up for not cooperating with law-enforcers, but was being released.

Masum reportedly was covered in torture wounds; his body and his feet were swollen, his eyes bloodshot.

After being admitted to Dhaka Medical College Hospital (DMCH), physicians advised that he have a CT scan and X-ray, with the tests run early Friday.

Masum was then discharged earlyfrom the DMCH, at about 2:30pm although his condition was still serious. He admitted himself to the Dhaka Community Hospital, a private hospital, on the same day where he is being treated.

Masum told the Asian Human Rights Commission (AHRC) that he is experiencing hearing problems in his left ear and has serious pain in his knees, elbows, shoulders, soles and in the back of the head.

Quoting his physicians he said that his full physical recovery may take many months, if medical treatment is adequately provided.

On 23 October, the RAB Headquarters released a statement which said" "RAB sincerely expresses regret for the unwarranted incident that has taken place between RAB personnel and journalist FM Masum of the largely-circulated daily New Age.

RAB is looking into the matter with importance. The

www.pathagar.com

RAB headquarters has formed an inquiry team and the matter is being investigated. Punitive action will be taken against anyone of RAB found guilty."

However Mr. Shahiduzzaman, the Chief Reporter at the paper, told the AHRC that the Jatrabari police rejected their attempts to register a complaint at the station on 24 October.

On 25 October the Home Minister Ms. Sahara Khatun along with her deputy Mr. Shamsul Haque Tuku, state minister, visited Masum at the Dhaka Community Hospital. The Home Minister assured him that his torture allegations will be registered, yet the Jatrabari police have still not acted.

The only action that appears to have been taken inside the RAB is for one man, Flight Lieutenant Anis, to have been transferred to the Bangladesh Air Force, where he used to serve.

www.pathagar.com

From the Foreign Media

Ruling party MP assaults Journalist in Bangladesh

PR Log (Press Release)-Mar 15, 2009- Sara Begum Kobori, one of the most influential members of Parliament in Bangladesh belonging to the ruling, Bangladesh Awami League physically assaulted Shahidul Islam Sentu, photo journalist with vernacular newspaper Daily Shitalakkha, published from Narayanganj district in presence of other members of the press.

Kobori, a former cine star contested in the general election from the constituency which belongs to her in-laws of recently divorced third husband. Her husband Babu Sarwar, divorced Kobori alleging her mad moral character and extra-marital affairs with many men.

According to information, Kobori started slapping the local photo journalist Shahidul Islam Sentu as the newspaper he works published the news on her divorce few months back. Right after she started slapping the journalist, other members of her party, including several hooligans started physically assaulting the reporter, till he fled to save his life.

Repression of journalists have become very common in Bangladesh, especially since the present ruling party came in power through December 29, 2008 general election. State patronized terror is continuing on the

www.pathagar.com

members of press.

It is also reported that, law enforcing agencies are instructed by the government not to take any steps in favor of journalists in case ruling partymen commit any offense with the members of the press.

During the tenure of Awami League during 1996-2001, young journalist in Feni district [150 kilometers from the Capital city] named Tipu Sultan was mercilessly tortured and beaten by Awami League leader Joinal Hazari and his hang of armed hooligans. The then government led by Sheikh Hasina did not take any action against their party leader for such notorious brutality on the journalist.

Latest episode of repression of journalists by a female member of the ruling party will once again put the image of the government into question.

www.pathagar.com

ক্যামেরার চোখে সাংবাদিক নির্যাতন এবং সংবাদ চিত্র

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত সাংবাদিক এএফএম মাসুম

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০১০, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আলোর ফটোসাংবাদিক আজহার উদ্দিনসহ ১০ জনকে ছাত্র লীগ কর্মীরা প্রকাশ্যে এভাবেই পেটায়

www.pathagar.com

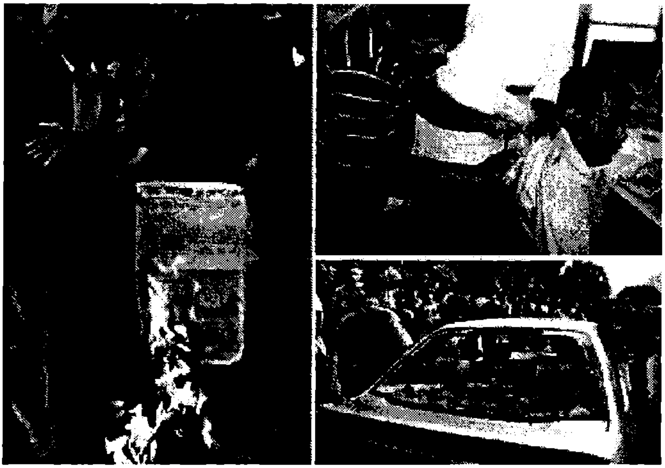

আওয়ামী লীগ কর্মীদের আমার দেশ পত্রিকায় অগ্নি সংযোগ (বামে)
হামলার পরে আমার দেশের সাংবাদিক এম আবদুল্লাহ ও তাঁর ভাংচুরকৃত গাড়ী

২২ ডিসেম্বর ২০০৯, জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক নির্যাতন বিরোধী সমাবেশ

www.pathagar.com

আদালতে আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান

রংপুরে সাংবাদিক নির্যাতন বিরোধী সমাবেশ

www.pathagar.com

আমার দেশ ২৭ সেপ্ট ২০০৯

- ৯ মাসে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারদের নির্যাতনের শিকার শতাধিক সাংবাদিক
- চলতি মাসেই ১১ মামলা : ২৫ সাংবাদিক নির্যাতন ও মামলার শিকার
- মিথ্যা মামলায় জেল খাটছেন আমার দেশ-এর চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি ডালিম
- পালিয়ে বেড়াচ্ছেন গলাচিপার এলিট, লিপলু ও চুয়াডাঙ্গার শাহ আলমসহ অনেকে

রোষানলে সাংবাদিক

আলাউদ্দিন আরিফ

ক্ষমতাসীন দলের রোষানলে পড়েছেন সাংবাদিকরা। ... সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ১১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ... দুর্নীতি, দখল এবং চাঁদাবাজির বিষয়ে সংবাদপত্রগুলোতে খবর ছাপা হলেই ... ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ

● পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

গফরগাঁওয়ে সাংসদের ক্যাডারদের হুমকি, সাংবাদিকদের জিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ •

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে সাংবাদিক আসুল্লাহ আল আমীনের ওপর হামলা চালানোর পর আওয়ামী লীগের সাংসদ গিয়াস আহমেদের অনুগত সন্ত্রাসীরা গতকাল বুধবার বৈঠক করে ফের হুমকি দিয়েছে। তারা গফরগাঁওয়ের সব সাংবাদিককে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, সাংসদের বিরুদ্ধে লিখলে কেউ পার পাবে না।

সাংসদের ক্যাডারদের দাপটে গফরগাঁওয়ের সাংবাদিকেরা এখন

গোমস্তাপুরে কটূক্তির প্রতিবাদ করায় সাংবাদিক লাঞ্ছিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কটূক্তির প্রতিবাদ করায় আওয়ামী লীগ ক্যাডার আবদুল হান্নানের হাতে দৈনিক সংবাদ ও নতুন প্রভাতের গোমস্তাপুর প্রতিনিধি ইয়াহিয়া খান রুবেল লাঞ্ছিত হয়েছেন। এ ব্যাপারে গোমস্তাপুর থানায় একটি মামলা হয়েছে। ২৯ নভেম্বর তাকে লাঞ্ছিত করে। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্থানীয় সাংসদ জিয়াউর রহমান সম্পর্কে কটূক্তির একপর্যায়ে আওয়ামী লীগ কর্মী ও ঠিকাদার আবদুল হান্নান সাংবাদিক ইয়াহিয়া খান রুবেলকে এমপির দালাল বলে লাঞ্ছিত করে। এ ঘটনায় সাংবাদিক রুবেল গোমস্তাপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে একই দিন বিকালে আবদুল হান্নানের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে আওয়ামী লীগের একটি অংশ বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এ ছাড়া ঘটনার প্রতিবাদে উপজেলা প্রেস ক্লাবে সন্ধ্যায় জরুরি সভা প্রেস ক্লাব সভাপতি আতিকুল ইসলাম আবমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাব সম্পাদক আমানুল্লাহ আহমেদ, সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম, আবদুল্লাহ-আল-মামুন, আতিকুর রহমান, সারওয়ার জাহান সুমন, দেলোয়ার হোসেন রনি, আল-মামুন বিশ্বাস, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

যুগান্তর, ২ ডিসেম্বর, ২০০৯

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের হামলায় প্রথম আলোর আলোকচিত্রীসহ ৮ সাংবাদিক আহত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় প্রথম আলোর আলোকচিত্রী আজাহার উদ্দিনসহ আটজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। এ ছাড়া সাংবাদিকদের কয়েকটি ক্যামেরাও ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকেরা প্রতিবাদ সমাবেশ করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছেন।

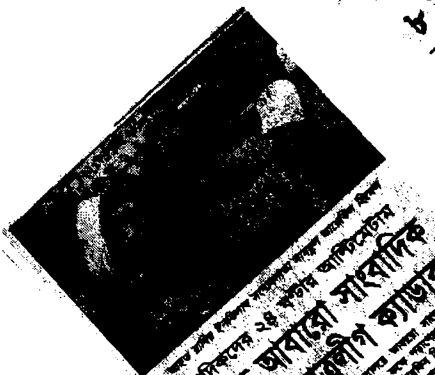

সাংবাদিকদের ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

দাবিতে আবারো সাংবাদিক পেটালো ছাত্রলীগ ক্যাডাররা

আমার দেশ
৩ নভেম্বর, ২০০৯

সাভারে ৪ সাংবাদিক আহত হওয়ায় মানববন্ধন

সাভার প্রতিনিধি

সাভারে আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ৪ সাংবাদিক আহত হওয়ায় গতকাল মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন স্থানীয় সাংবাদিকরা। সাভার প্রেসক্লাবের উদ্যোগে বাসস্ট্যান্ডের ওভারব্রিজের নিচে সকালে এ কর্মসূচিতে সাংবাদিকরা অংশ নেন। এ সময় বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সভাপতি তুহিন খান, সাধারণ সম্পাদক নাজমুস সাকিব, যুগান্তর ও চ্যানেল ওয়ান প্রতিনিধি জাভেদ মোস্তফা, সমকালের স্টাফ রিপোর্টার গোবিন্দ আচার্য, আমার দেশ প্রতিনিধি নজমুল হুদা শাহীন, নয়া দিগন্ত প্রতিনিধি মিজানুর রহমান খান প্রমুখ। পরে বিক্ষোভ মিছিল ওভারব্রিজ থেকে শুরু হয়ে রাজ্জাক প্লাজার সামনে গিয়ে শেষ হয়। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সাভার বাসস্ট্যান্ডে বিএনপির সমাবেশে আওয়ামী লীগের হামলার চিত্র ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করতে গিয়ে সাভারে কর্মরত ৪ সাংবাদিক আহত হন। সভায় সাংবাদিক নেতারা বলেন, অবিলম্বে হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করলে সাংবাদিকরা বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

সাংবাদিকদের কর্মসূচিতে একাত্মতা প্রকাশ করে উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেত্রী রোকেয়া হক হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার দাবি করেন এবং ঘটনার নিন্দা জানান।

যুগান্তর
২ ডিসেম্বর

সাংবাদিক ধর্ষণের অভিযোগে তিন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা

কোর্ট রিপোর্টার

রাজধানীর তেজগাঁও জোনের উপপুলিশ কমিশনার চৌধুরী মঞ্জুরুল কবীর, আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ সহিদুল হক এবং উপপরিদর্শক নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মহিলা সাংবাদিককে ধর্ষণ করার অভিযোগে মামলা হয়েছে। মঙ্গলবার ঢাকার ৪ নম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতে মামলাটি দায়ের করেন দৈনিক খবর পত্রিকার এক মহিলা সাংবাদিক। তবে মামলায় এ পর্যন্ত কোন আদেশ দেয়া হয়নি।

বাদিনী তার মামলার আরজিতে উল্লেখ করেন, তিনি আদাবর থানার প্রেসক্রাইবেন্স পিসি কালচার এলাকায় বসবাস করেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে তেজগাঁও জোনের ডিসি চৌধুরী মঞ্জুরুল কবীরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। পরিচয়ের সূত্র ধরে মঞ্জুরুল বাদিনীকে প্রেমের প্রস্তাবসহ নানা কুপ্রস্তাব দেয়। বাদিনী এতে রাজি না হওয়ায় তাকে এক মিথ্যা মামলায় আটক করা হয়। বাদিনী জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর ৭ নভেম্বর ডিসি মঞ্জুরুলের নির্দেশে দারোগা নজরুল তাকে আটক করে আদাবর থানায় নিয়ে যায়। পরে তার মুখ বেঁধে আদাবর থানার তিন তলার একটি কক্ষে নিয়ে ডিসি বাদিনীকে ধর্ষণ করে ক্যামেরা দিয়ে বিবস্ত্র ছবি তোলে। ডিসি মঞ্জুরুল চলে গেলে ১০ মিনিট পর ওই কক্ষে ওসি মোঃ সহিদুল হক ঢুকে বাদিনীকে ধর্ষণ করে। এরপর দারোগা নজরুল বাদিনীর শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দেয় এবং বাদিনীর মোবাইল সেট ও গলার চেইন নিয়ে যায়। এ সময় বাদিনী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে বাদিনীকে অভিযুক্তরা ফেনসিডিলের মিথ্যা মামলায় আদালতে চালান করে। ২৩ নভেম্বর ...
মামলায় জামিন ...

www.pathagar.com

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের রিপোর্ট

৯ মাসে ৩ সাংবাদিক খুন নির্যাতনের শিকার ১৭২

আমাদের দেশ
৯ অক্টোবর, ২০০৯

সাভারে আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংঘর্ষ পৌর মেয়র সাংবাদিকসহ আহত ২৫

। ইত্তেফাক রিপোর্ট ।

ইত্তেফাক
৩০ অক্টোবর, ২০০৯

সাংবাদিকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা

প্রথম আলো
৪ অক্টোবর, ২০০৯

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস

সাংবাদিক মাসুমের ওপর র‍্যাবের নির্যাতন সংবাদপত্রের ওপরেই আঘাত

প্রথম আলো ডেস্ক ●

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) সদস্যদের হাতে ইংরেজি দৈনিক *নিউ এইজ*-এর সাংবাদিক এফ এম মাসুম নির্যাতিত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার আন্তর্জাতিক এই সংগঠন বলেছে, মাসুমের ওপর র‍্যাবের নির্যাতন সংবাদপত্রের ওপরেই আঘাত। এ ঘটনায় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংগঠনটি সরকার ও সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস গত সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলেছে, 'এটা আশাব্যঞ্জক যে ঘটনা তদন্তে কর্তৃপক্ষ একটি কমিশন গঠন করেছে। নির্যাতনকারীদের অবশ্যই শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং মাসুমকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন বন্ধে র‍্যাবসহ সব নিরাপত্তা বাহিনীকে সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার নির্দেশনা দিতে হবে।'

প্রথম আলো
৩০ অক্টোবর, ২০০৯

GANG RAPE BY BCL MEN

Local newsmen under pressure

Section of party leaders out to silence media

DAILY STAR
5 October, 2009

STAR REPORT

A section of ruling party leaders mounts pressure on local journalists to stop reporting further on the incident of gang rape of the teenage girl at Kalapara upazila in Patuakhali.

Under immense pressure, the editor of a local daily had to sack one of its reporters who covered the September 25 incident.

The reporter filed a general diary with the police seeking protection.

... same day to give an "undertaking" saying he did not send any report on the incident of gang rape.

The political mentors of the culprit ruling party activists later put pressure on Dainik Sathi Editor Anwar Hossain to sack Palash threatening him with dire consequences.

Giving in to intimidation, the editor published a notice of discharge in his newspaper yesterday saying Palash has been sacked for "negligence in duty."

Moreover, a local ruling party leader told Patuakhali Press Club leaders yesterday that no fresh case would be filed against a national daily for reporting the incident if the newspaper publishes a clarification citing its earlier report on the incident was wrong.

On October 1, the victim's family was allegedly forced to file a defamation case against the publisher, editor and a reporter of the Bangla daily.

Rashidul Ahsan, Kalapara upazila Awami League secretary who organised the arbitration to punish the perpetrators, claimed that the incident of rape was designed to taint the ruling party's image saying the girl herself had moved to sue the journalists.

Both locals and journalists feel that the truth would not come to light unless the victim's family is freed from the grip of local ruling party men.

... same day to give an "undertaking" saying he did not send any report on the incident of gang rape.

The political mentors of the culprit ruling party activists later put pressure on Dainik Sathi Editor Anwar Hossain to sack Palash threatening him with dire consequences.

Giving in to intimidation, the editor published a notice of discharge in his newspaper yesterday saying Palash has

শাসক দলের ক্যাডারদের দৌরাত্ম্যে অসহায় দক্ষিণ-পশ্চিমের সাংবাদিকরা

৮ মাসে অর্ধশত সাংবাদকর্মী নির্যাতিত

আমার দেশ সম্পাদককে আ'লীগ নেতাদের হুমকি

মাহমুদুর রহমানকে রাস্তায় চলতে দেয়া হবে না, জনতার কাঠগড়ায় বিচার করা হবে

আমার দেশ
১৮ ডিসেম্বর, ২০০৯

শাসক দলের ক্যাডারদের দৌরাত্ম্যে অসহায় দক্ষিণ-পশ্চিমের সাংবাদিকরা

৮ মাসে অর্ধশত সংবাদকর্মী নির্যাতিত

আমার দেশ
১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

www.pathagar.com

ঢাবিতে ছাত্রলীগ ক্যাডারের হাতে দুই সাংবাদিক লাঞ্ছিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ক্যাডারের হামলায় আহত হয়েছেন সংবাদ সংস্থা ইউএনবির বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক সাইফুল ইসলাম ও বিডি নিউজ টুয়েন্টি ফোর-এর প্রদায়ক শহীদুজ্জামান। গত রোববার কার্জন হলের সামনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও হল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায়। আহত সাংবাদিকদের বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রোববার বিকালে নিরাপত্তাজনিত কারণে জহুরুল হক হলের শিবির সভাপতি ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র জুবায়ের কলাভবনের পরিবর্তে কার্জন হলে পরীক্ষা দিতে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রোক্টর আফতাব আলী শেখের নিরাপত্তাধীনে পরীক্ষার হলের ভিতরেই ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের মারধর শুরু করে। সাইফুল ইসলাম এর ছবি তুলতে গেলে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তাকে বাধা দেয়। এক পর্যায়ে তারা এফএইচ হলের সাধারণ সম্পাদক মারুফ জামান কল্লোলের নেতৃত্বে সাইফুলের ওপর চড়াও হয়। সাইফুলকে রক্ষা করতে গেলে ক্যাডাররা চড়াও হয় সাংবাদিক শহীদুজ্জামানের ওপর। এ সময় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তাকে বেধড়ক মারধর করে।

এ সময় ঘটনাস্থলে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক জসীম উদ্দিন ভূইয়া উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম, জহুরুল হক হলের সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন চৌধুরী সুমন, সাধারণ সম্পাদক সামছুল কবির রাহাত প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। আহত সাইফুল জানান, নাজমুল, সুমন, রাহাত তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে।

পুলিশের সামনে বেধড়ক মারধর করা হলেও পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। এ প্রসঙ্গে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম সাংবাদিকদের বলেন, ঘটনার সময় আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না। কোন ফোর্স সেখানে ছিল এবং কি অবস্থায় ছিল তা জানতে হবে।

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক আহত সাংবাদিকদের মেডিকেল সেন্টারে দেখতে যান। এ সময় তিনি বলেন, সাংবাদিকতায় পেশাগত দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় কেউ বাধা দিতে পারে না। তিনি বিষয়টি তদন্ত করে জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তি দেবেন বলে আশ্বাস দেন।

ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক জসিম উদ্দিন বলেন, আহত ছেলেকে উদ্ধার করে প্রোক্টরের গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে আসার সময় দেখি আবার হট্টগোল বেধে গেছে।

এ ঘটনার পর তাৎক্ষণিক বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে একাডেমিক ও সাংগঠনিক শাস্তি দাবি করে।

ভোরের কাগজ
২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

www.pathagar.com

সীতাকুণ্ডে সাংবাদিক নাজেহালে মামলা গ্রেফতার ১

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে এমপিপুত্রের শিপইয়ার্ড দখল ও সাংবাদিক নাজেহাল হবার ঘটনায় দু'টি পৃথক মামলা হয়েছে। দৈনিক প্রথম আলোর সিনিয়র ফটোসাংবাদিক রাশেদ মাহমুদ বাদী হয়ে এমপি এবিএম আবুল কাশেমের দুই পুত্র আবু আহমেদ মামুন, আবদুল্লাহ আল নোমান ও তাদের প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মাহমুদুল হোসেন মান্নাসহ ২০ জনকে আসামি করে সীতাকুণ্ড থানায় এ দু'টি মামলা দায়ের করেন। এছাড়া আরও একাধিক মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে। শিপইয়ার্ডের জায়গা দখল ও সংবাদকর্মীদের নাজেহালের ঘটনায় একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এদিকে আওয়ামী লীগদলীয় এমপি এবিএম আবুল কাশেম বলেছেন, সেখানে তেমন কোন ঘটনাই ঘটেনি, যা এতটা ফলাও হতে পারে। তাকে রাজনৈতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য স্থানীয় একটি মহল পরিকল্পিতভাবে এ পরিস্থিতির অবতারণা করেছে বলে তিনি দাবি করেন।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সীতাকুণ্ডে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড দখলের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে গ্রেফতার করা হয় গোলাম মোস্তফা নামের একজনকে। এছাড়া এমপিপুত্র আবু আহমেদ মামুনসহ বাকিদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান চলছে।

সীতাকুণ্ডে এমপির দু'পুত্রসহ আসামি ২০॥ আমাকে হেয় করতে এই পরিস্থিতি॥ কাশেম

দৈনিক প্রথম আলোর ফটোসাংবাদিকের দায়ের করা মামলায় কর্তব্যরত দুই সংবাদকর্মীর প্রাণনাশের চেষ্টা ও তাদের ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ আনা হয়। তবে যে চার ইয়ার্ডের জায়গা দখলের অভিযোগ রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সন্ধ্যা ৭টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি। এ ব্যাপারে ঐসব প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।

সমকাল
৯ অক্টোবর ২০০৯

www.pathagar.com

চুয়াডাঙ্গায় বিপন্ন সাংবাদিকতা
মামলা-হামলা অব্যাহত

প্রথম আলো ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

[illegible] প্রতিনিধি

ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছেন চুয়াডাঙ্গার সাংবাদিকেরা। স্থানীয় সাংসদ ও মেয়রের ক্যাডারদের ভয়ে এখন সত্য সংবাদ [illegible] জেলার সাধারণ মানুষ যেমন ক্ষমতাসীনদের দাপটের কাছে [illegible] হয়ে পড়েছে চুয়াডাঙ্গার সাংবাদিকতা। গত তিন দিনে [illegible] প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলাকারীরা [illegible] চাঁদাবাজি ও মানহানির মামলা করেছে।

[illegible] রাতেও এক সাংবাদিকের বাসায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। [illegible] থেকে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

[illegible] গত বুধবার রাতে ২০-২৫ জন সন্ত্রাসী [illegible] চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি [illegible] আলমকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর শহরের দীনদয়াল [illegible] বাড়িতে হামলা [illegible] সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না।

[illegible] সকাল নয়টায় ঘটনাস্থলে গিয়ে ভাঙচুরের চিহ্ন দেখা যায়। [illegible] কোনো [illegible] সদস্যকে দেখা যায়নি। গতকাল আবারও সন্ত্রাসীরা শাহ আলমের পরিবারকে হুমকি দিয়েছে। শাহ আলমের স্ত্রী রহিমা খাতুন [illegible] রাতের খাবার [illegible] সন্তান নিয়ে তিনি ঘুমাতে এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যাচ্ছিলেন। সে সময় সন্ত্রাসীরা বাড়িতে হামলা চালায়। সন্তানদের নিয়ে তিনি বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন।

সন্ত্রাসীদের অব্যাহত হুমকির কারণে শাহ আলমের পরিবার এখন ঘরছাড়া। তাঁর বৃদ্ধ মা [illegible] বেগম এবং বাবা সাইদুল ইসলাম সন্ত্রাসীদের ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

হামলার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন প্রতিবেশী জানান, হামলাকারীরা বাড়ি চিনতে না পেরে আরেকটি বাড়িতে গিয়ে শাহ আলমকে খুঁজতে থাকে। তাদের মুখ কাপড়ে বাঁধা ছিল। হাতে রামদা, কিরিচ, হকিস্টিক ও আগ্নেয়াস্ত্র। পরনে ছিল লুঙ্গি, কারও প্যান্ট। পরে হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে শাহ আলমের বাড়ির মূল ফটক ভেঙে ভেতরে ঢোকে। তবে শাহ আলমকে না পেয়ে তাণ্ডব চালিয়ে ফিরে যায়। এর ৪০ মিনিট পর ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে কিছুক্ষণ থেকে ফিরে যায়। [illegible] ঘটনাস্থলে যায়।

জানা গেছে, স্থানীয় সাংসদ সোলায়মান হক জোয়ার্দারের ব্যক্তিগত গাড়িচালক চুয়াডাঙ্গা মাঝেরপাড়ার আহাদ ওই হামলায় নেতৃত্বে ছিল। হামলার [illegible] সাংসদের ভাই চুয়াডাঙ্গার পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দারের উপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে সভা হয়। হামলাকারীদের মধ্যে অন্তত পেশাদার কয়েকজন খুনিও ছিল বলে জানা গেছে।

জানা যায়, জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান হকের পৃষ্ঠপোষকতায় চরমপন্থি সংগঠন বাংলার [illegible] পার্টি [illegible] ১৯৯৮ সালে [illegible] সংগঠনের বেশ সদস্য তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের কাছে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছিল, তারা এখন

মেয়রের [illegible] চুয়াডাঙ্গা [illegible]

[illegible]

পাঠানো [illegible] একটি [illegible] (জিডি) করেছে। [illegible] দাবি করেন, হামলাকারী কারা, পুলিশ তা খুঁজছে। [illegible] সাংবাদিকদের [illegible] অভিযোগ [illegible] মামলা নেবে এবং আসামিদের ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে।

নিন্দা ও প্রতিবাদ

গতকাল [illegible] ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি [illegible] আমিন [illegible] এম এ আজিজ [illegible] সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুল [illegible] সাধারণ সম্পাদক [illegible] হোসাইন [illegible] বাংলাদেশের সাংবাদিক সমিতি পৃথক বিবৃতিতে [illegible] সংবাদমাধ্যমকে [illegible] হামলার টার্গেটে পরিণত করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, এ ধরনের [illegible] দেশের স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। [illegible] প্রেসক্লাবেও প্রতিবাদ সভা হয়।

সাংবাদিকদের অহেতুক হয়রানি বন্ধে সংসদে বিল উত্থাপন

অর্পিত সম্পত্তি বিল উত্থাপিত হয়নি

বিশেষ প্রতিনিধি ●

জাতীয় সংসদে গতকাল সোমবার সংবাদপত্রের সাংবাদিক, সম্পাদক ও প্রকাশক এবং লেখকদের অহেতুক হয়রানি বন্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) বিল-২০১০ উত্থাপন করা হয়েছে। আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ এ বিল উত্থাপন করেন। তবে দিনের কার্যসূচিতে থাকলেও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন-২০১০ উত্থাপিত হয়নি।

ছয় দিন বিরতির পর গতকাল বেলা তিনটায় স্পিকার আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে সংসদ অধিবেশন শুরু হয়। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে আইনমন্ত্রী ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) বিল-২০১০ উত্থাপন করেন। মন্ত্রীর অনুরোধে পরে বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়।

বিলটি উত্থাপনকালে আইনমন্ত্রী বলেন, দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আরও শক্তিশালী করতে সরকার কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর-১৮৯৮ সংশোধন করছে। সংশোধনী অনুযায়ী, হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরাসরি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পরিবর্তে সমন জারি করা হবে। বিল উত্থাপন করে তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি মানহানিকর কোনো কিছু বললে বা প্রকাশ করলে অথবা পত্রিকা বা বইয়ে মানহানিকর কিছু লেখা হলে বা ছাপানো হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সাংবাদিক, সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর-১৮৯৮-এর অধীনে সরাসরি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির বিধান রয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে বিধান করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পরিবর্তে সমন জারি করতে হবে। এতে যেকোনো ব্যক্তি অথবা সাংবাদিক, সম্পাদক, লেখক এবং প্রকাশকের বিরুদ্ধে অহেতুক হয়রানি বন্ধ হবে।

এদিকে স্পিকার দিনের কার্যসূচি অনুসারে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন-২০১০ সংসদে উত্থাপনের আহ্বান জানালে

এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ২

● রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব : পৃষ্ঠা-৩

ভূমিমন্ত্রী রেজাউল করিম হীরা তা কার্যসূচি থেকে প্রত্যাহারের আবেদন করেন। পরে স্পিকার তা কার্যসূচি থেকে তুলে নেন। জানা গেছে, বিলটি নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে আপত্তি ওঠায় সরকারের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তে তা প্রত্যাহার করা হয়।

প্রথম আলো
১২ জানুয়ারী

রূপগঞ্জে আহত সাংবাদিক আসিফের মৃত্যু

দৈনিক যুগান্তর
২৭ ডিসেম্বর-২০০৯

www.pathagar.com

নেপথ্যে মেয়র কামরান

সিলেট প্রেসক্লাব দখল চেষ্টার ঘটনায় ইমেজ সঙ্কটে অর্থমন্ত্রী

সিলেট অফিস

দলের প্রতিপক্ষ গ্রুপের কূটকৌশল আর প্রিয়ভাজনদের নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে সিলেটে ইমেজ সঙ্কটে পড়ছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। নিজ দলের প্রতিপক্ষ গ্রুপের কিছু চিহ্নিত নেতা স্থানীয় বিভিন্ন বিতর্কিত ইস্যুতে তাকে জড়িয়ে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সর্বশেষ তারা অর্থমন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে সিলেট প্রেসক্লাব দখলের চেষ্টা চালায়। ক্লাব ভবন দখলের তৎপরতায় সিলেটজুড়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছে।

সিলেট আওয়ামী লীগে আবুল মাল আবদুল মুহিত ও সিটি মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরানের অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশ পুরনো। স্থানীয় রাজনীতিতে এ দু'নেতার সম্পর্কের টানাপড়েনের বিষয় এর আগে একাধিকবার সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। জানা যায়, জাতীয় প্রেসক্লাবসহ দেশের বিভিন্ন প্রেসক্লাবের মতো গত ৫ মাস আগে সিলেট প্রেসক্লাবে পাকিস্তানি হাইকমিশনের অর্থায়নে একটি কম্পিউটার ল্যাব ● পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

● শেষ পৃষ্ঠার পর

স্থাপন করা হয়। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ল্যাবটি পরিদর্শন করে এর প্রশংসা করেন এবং তা আরও সম্প্রসারণে সরকারিভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অভিযোগ উঠেছে, সিলেটের মিডিয়ার সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর এ সুসম্পর্ককে ভালো চোখে দেখেননি তার [illegible] কিছু নেতা। বিশেষ করে সিলেট সিটি মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান সিলেটের সাংবাদিকদের কাছ থেকে অর্থমন্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা আঁটেন। এরই অংশ হিসেবে পাকিস্তানি অর্থায়নে নির্মিত প্রেসক্লাবের কম্পিউটার ল্যাবের বিরুদ্ধে বিতর্কিত লোক দিয়ে আন্দোলন শুরু করান মেয়র। আন্দোলনের নামে এরই মধ্যে তারা বেশ কিছু ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি পালন করে সিলেটজুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। আর এ কর্মসূচির নেপথ্যে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সমর্থন ও সহযোগিতা রয়েছে বলে কৌশলে প্রচারণা চালাচ্ছেন মেয়র ও তার অনুসারীরা। সিলেট আওয়ামী লীগের কামরানপন্থী নেতারা নেপথ্য থেকে অর্থমন্ত্রীকে ইমেজ সঙ্কটে ফেলতে এ চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছেন বলে মনে করেন দলের অধিকাংশ নেতাকর্মী। সিলেটের সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিপক্ষ হিসেবে অর্থমন্ত্রীকে দাঁড় করানোর এ কৌশলে মন্ত্রীর আস্থাভাজন ও কাছের লোক বলে পরিচিত ক'জনের নামও শোনা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে খোদ মন্ত্রীর এপিএস এবং স্থানীয় একজন উপজেলা চেয়ারম্যানের ভূমিকা রহস্যজনক বলে মনে করেন সিলেটের মুহিত অনুসারীরা। এদিকে গত সোমবার কম্পিউটার ল্যাবের বিরোধীরা সন্ত্রাসীদের সহায়তায় প্রেসক্লাব ভবন দখলের জন্য ক্লাব ভবনে হামলা চালায়। এসময় মন্ত্রীর দোহাই দিয়ে পুলিশের সহযোগিতায় ক্লাব ভবন তছনছ করার অপচেষ্টা চালায় এ চক্র। তবে সাংবাদিকদের প্রতিরোধের মুখে তাদের এ অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আজ এ চক্র আবারও প্রেসক্লাব সম্মুখে সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের একজন সিনিয়র নেতা ও জনপ্রতিনিধি নাম প্রকাশ না করার শর্তে আমার দেশকে বলেন, মেয়র কামরানের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে অর্থমন্ত্রীর ক্লিন ইমেজ নষ্ট করার কোনো কারণ নেই। এ ব্যাপারে মন্ত্রীকে সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, সিলেটের সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্বশীল একক সংগঠন হিসেবে সিলেট প্রেসক্লাব দীর্ঘদিন ধরে সর্বস্তরের মানুষের আস্থা নিয়ে স্বকীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। শতবর্ষের ঐতিহ্যমাখা এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর বৈরিতা সৃষ্টির যেকোনো ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মন্ত্রীকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি।

আমার দেশ
২০ নভেম্বর, ২০০৯

www.pathagar.com

Repression on Journalists 2009

Bangladesh Federal Union of Journalists (BFUJ)